

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় 344%

যশবলে থামল বাঘেদের গর্জন মাঠে ময়দানের পাতায়

১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 2 October 2024 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 136 MLD



হুমকি চিকিৎসককে

চিকিৎসা চলাকালীন কর্মরত চিকিৎসক ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ. মারধরের হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। অভিযোগ পেয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বিস্তারিত সাতের পাতায়



প্রাক্তন স্ত্রীকে গুলি প্রাক্তন স্ত্রীকে তাঁর বাবার বাড়িতে ঢুকে গুলি করে খুনের চেষ্টা করল প্রাক্তন স্বামী। মঙ্গলবার কালিয়াচকের

উত্তর দারিয়াপুর মোমিনপাড়ায় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কলকাতায় পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই বধূ।

বিস্তারিত দুইয়ের পাতায়



বাস ধর্মঘট স্থগিত

প্রশাসনিক আশ্বাস পেয়ে পুজোর আগে ধর্মঘট তুলে নিলেন বাস মালিকরা। মঙ্গলবার থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন পকেট রুটে স্বাভাবিকভাবে বাস চলাচল শুরু হল।

বিস্তারিত দুইয়ের পাতায়



শিক্ষাকেন্দ্রে তালা

চুপিসারে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে গ্রামবাসীর সঙ্গে জমিদাতার পরিবার শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন।

বিস্তারিত ছয়ের পাতায়

ভিন্ন মামলায় সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি পার্থকে

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, : অক্টোবর : জামিনের সম্ভাবনা কমল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের। ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জামিনের আবেদনের মধ্যেই মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার দেখাল সিবিআই। একইসঙ্গে অয়ন শীলকেও এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের তরফে যে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন পেশ করা হয়েছে. তাতে বহু তথ্য পেশ করা হয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে। অয়ন শীল ও কুন্তল ঘোষদের কাছ থেকে তালিকা চলে যেত প্রভাবশালীদের কাছে। বাজাব থেকে পায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে তোলা হয়েছে ও সেই টাকা প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে এবং এতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জড়িত বলে মনে করছেন সিবিআই আধিকারিকরা। এই তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসার পরই সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। সেই আবেদন মঞ্জর করেছে আদালত। মঙ্গলবার পার্থকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ভার্চুয়ালি পেশ করা হয়। বিচারক তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। তারপর সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জর করা

অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেতে সুপ্রিম

টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ

কোর্টেরও দারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি ভূঁইয়ার বেঞ্চ জামিনের মামলা গ্রহণ করে শুনানির পর পার্থ জানায়. চটোপাধ্যায়ের জামিনের মামলা দ্রুততার সঙ্গে শুনতে হবে নিম্ন আদালতকে। পার্থর হয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টে করেছেন আইনজীবী মুকুল রোহতগি। রোহতগি বলেন, 'বিচারপ্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে চলকে। এই সামলায় সবেচি প বছরের সাজা হয়। ইতিমধ্যেই তাঁর মক্কেল দ'বছরের বেশি জেলে রয়েছেন।' এই মামলায় সব পক্ষকে নোটিশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

২০২২ সালের ২২ জুলাই গ্রেপ্তার হন পার্থ। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এসএসসির গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র মামলায় পার্থকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। সূত্রের ানিক ভট্টাচার্য ও পার্থ চটোপাধ্যায়ের ষড়যন্ত্রেই ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় অনুতীর্ণ প্রার্থীরা চাকরি পেয়েছিলেন। মানিক পার্থর কাছে অযোগ্যদের তালিকা তুলে দিয়েছিলেন। অয়ন শীল মেল করে সেই তালিকা সম্ভ গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠান। সম্ভ সেই তালিকা কুন্তলকে দেন। ৮ জন এজেন্টের মাধ্যমে বেআইনিভাবে টাকা তোলা হয়েছিল।



শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায়...। মঙ্গলবার মালদার হায়দারপুরে । - অরিন্দম বাগ

বিচারপতি ডাক্তারদের হাসপাতালের

সমস্ত বিভাগে কাজে যোগ দেওয়ার

নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কর্মবিরতির

ডাক দিয়ে আবারও স্প্রিম কোর্টের

নির্দেশকে অমান্য কর্নেন জনিয়ার

ডাক্তারদের আক্রমণ করে তৃণমূল

সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দাবি না মানলে

মানুষের সেবা করব না, এটাও

কিন্তু একটা থেট কালচার। মানুষ

হাসপাতালে সিনেমা দেখতে যায় না।

বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটিগুলি আগেই

ভেঙে দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার নবার

থেকে জানানো হয়, নতুন যে কমিটি

গঠন হবে, তার চেয়ারপার্সন হবেন

হাসপাতালের অধ্যক্ষ। সেক্রেটারি

সদস্য হবেন এমএসভিপি। কমিটিতে

থাকবেন ৬ জন সদস্য। তাঁদের

মধ্যে ২ জনকে মনোনীত করবেন

হাসপাতালের অধ্যক্ষ। বাকি ৪ জনের

একজন রেসিডেন্ট ডাক্তারদের

থেকে, জুনিয়ার ডাক্তারদের একজন,

নার্সদের একজন এবং একজন

এর ডাকে এদিন বিকাল ৫টায়

কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন

'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'-

জনপ্রতিনিধি থাকবেন।

পর্যন্ত মিছিল হয়।

ডাক্তাররা।

সরকারি

অভিযোগ ওঠায়

কল্যাণ

রোগী

এদিকে

জুনিয়ার

হাসপাতালগুলির

মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা

নিয়ে

সমিতি

হাতিয়ার রাজ্যের কাছে দশ দফা দাবি পেশ

ফের কর্মবিরতিতে ডাক্তাররা

কলকাতা, ১ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে ফের রাজ্যজুড়ে পূর্ণ কর্মবিরতির ডাক দিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে রীতিমতো ক্ষুদ্ধ জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁরা ফের কর্মবিরতিতে যাবেন কি না তা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক হয়। এদিন সকালে তাঁরা কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করেন। রাজ্য সরকারের নফা দাবিও জানান তাঁৱা মহালয়ার দিন কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল ও মিছিল শেষে মহাসমাবেশেরও ডাক দিয়েছেন তাঁরা। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি শেষে সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করেন রাজ্যের ২৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মঙ্গলবার সকালে তাঁরা জুনিয়ার জানান। ডাক্তারদের অন্যতম মুখপাত্র অনিকেত মাহাতো বলেন, 'খনের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও পরে প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও টালা থানার ওসিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন প্রকত দোষী কারা?

ক্ষোভের কথা

- সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ জুনিয়ার ডাক্তাররা
- তাঁরা ফের কর্মবিরতিতে যাবেন কি না তা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক হয়
- এদিন সকালে তাঁরা কর্মাবরাতর কথা ঘোষণা করেন। রাজ্য সরকারের কাছে ১০ দফা দাবিও জানান তাঁরা
- মহালয়ার দিন কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল ও তার শেষে মহাসমাবেশেরও ডাক দিয়েছেন

এছাড়া খুনের মোটিভ কী ছিল তাও জানাক। শাসকদলের তরফে খুনের পর ময়নাতদন্ত নিয়ে অভিযোগের তির তোলা হয়েছে ডাক্তারদের দিকে। সেই বিষয়ে অনিকেত বলেন, 'ময়নাতদন্ত নিয়ে বিভ্রান্তি ছডানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের দায় জুনিয়ার ডাক্তারদের নয়।'

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান

আলোয় ফের

আজ বিনামূল্যে



বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শংকর, প্রফুল্ল রায়, সাগরিকা রায়, গৌতমেন্দ্ রায়, মন্দাক্রান্তা সেন, তিলোত্তমা মজুমদার, শাশ্বতী চন্দ। পঞ্চকন্যার পুজোর পাতে সাবিত্রী, লিলি, শতাব্দী, ঋতুপর্ণা, ইন্দ্রাণী। অনুপম-প্রস্মিতার সুরেলা সংসার। পাঁচ দিনে দশ রূপে শারদ সাজে। ময়দানের দুর্গাকথায় সঞ্জীব।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত



উত্তরবঙ্গের কিছু নিবাচিত খবরের ভিডিও দেখতে

এলাকায় প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি

মানিকচক, ১ অক্টোবর বন্যা পরিস্থিতি মানিকচকের সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার মানিকচকে এলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মণীশ জৈন। মানিকচকের দৃটি ত্রাণশিবির পরিদর্শন করেন তিনি। প্রশাসনের দাবি, প্রায় ৬০০ বানভাসি পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির শুকনো এলাকা পরিদর্শন ঘিরে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। অভিযোগ, জলমগ্ন এলাকাগুলিতে গেলেনই না তিনি। অভাব-অভিযোগের দর্গতদের কথা শোনা হল না। বিক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন বলেই যাননি, এমনই কটাক্ষ করে বিজেপি।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, যাত্রা নাটকে অভিনয় করতে আসছেন আমলা-মন্ত্রীরা। কেন বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়েও বানভাসি অসহায় মানুষদের সঙ্গে কথা বললেন না উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিং বাম ও বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, কেন ভূতনির বানভাসিদের মধ্যে ত্রাণ বিলি না করে শুকনো জায়গায় অবস্থিত ত্রাণশিবিরে ত্রাণ বিলি করা হল।

মঙ্গলবার ১২টা নাগাদ মানিকচক ব্লক অফিসে যান মণীশ জৈন। প্রথমেই নারায়ণপুর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ত্রাণশিবিরে, তারপরে মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কলের ত্রাণিশিবির পর্যবেক্ষণ করেন। দুই শিবিরে ত্রাণসামগ্রীও তুলে দেন তিনি। পরে নৌকার মাধ্যমে ভূতনির প্লাবিত এলাকা ঘরে দেখেন। শেষে মানিকচক ব্লক অফিসে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগদান করেন তিনি। দক্ষিণ চণ্ডীপুরে কাটা বাঁধের কাছে বড আকারের স্লুইস গেট, ব্রিজ থেকে ভতনির সংযোগকারী রাস্তা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপুরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। তবে এদিনের সফর ঘিরেও বিতর্ক

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের কটাক্ষ, 'যাত্রা নাটকে অভিনয় করতে আসছেন তৃণমূলের আমলা ও মন্ত্রীরা। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার দূর থেকে ফোটোশুট করে বেরিয়ে পড়ছেন। কোনও ভয়ে দুর্গতদের



যাত্রা নাটকে অভিনয় করতে আসছেন তৃণমূলের আমলা ও মন্ত্রীরা। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার দুর থেকে ফোটোশুট করে বেরিয়ে পডছেন। কোনও ভয়ে দুর্গতদের অভাব অভিযোগ শুনছেন না?

গৌরচন্দ্র মণ্ডল, জেলা সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

অভাব অভিযোগ শুনছেন না ?' একই অভিযোগ বামনেতা দেবজ্যোতি সিনহার। তাঁর দাবি, 'শুধুমাত্র বিক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন বলে বানভাসি এলাকায়

বানভাসিদের নিয়ে বিরোধীদের বক্তব্য, বন্যাদর্গত এলাকায় গেলে আসল চিত্রটা দেখতে পারতেন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি।

সরাসরি যাচ্ছেন না মন্ত্রী



বন্যাদুর্গত এলাকায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের সচিব। মঙ্গলবার ভূতনিতে।

গৌড়বঙ্গে পুজোর চারদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস সাজাহান আলি

পতিরাম, ১ অক্টোবর মণ্ডপ সেজে উঠেছে। নাওয়া-খাওয়া ভূলেছেন মৃৎশিল্পীরা। জোরকদমে পুজোর কেনাকাটাও সারা অনেকের্ই। তবে মাঝিয়ানের পূর্বভাসে পুজো মাটি হওয়ার জোগাড় গৌড়বঙ্গে। মঙ্গলবার প্রেরিত আবহাওয়া বার্তায় ২ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধাণত মেঘলা আকাশ ও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জানানো হয়েছে।

দিনগুলিতে গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। আগামী ৩ ও ৪ অক্টোবর গৌডবঙ্গে মাঝারি এবং ২. ৫. ও ৬ অক্টোবর হালকা বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া বাত্য়ি বলা হয়েছে, ২ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৪৯ মিলিমিটার এবং মালদা জেলায় ৪৮



পুজোর দিনগুলোতে ঠিক কতটা পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে পারে. তা আগামী ৪ অক্টোবর সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অনেকটা নিখুঁতভাবে জানানো সম্ভব হবে।

সুমন সূত্রধর, পর্যবেক্ষক মাঝিয়ান আবহাওয়া দপ্তর

মিলিমিটার পূর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টিময় এই দিনগুলিতে পূৰ্ব-পশ্চিম দিক থেকে ৬-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বইতে পারে। দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বেচ্চি ৩৪ ও সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ দাঁডাতে পারে সবেচ্চি ৮৪-৯৭ ও সর্বনিম্ন ৫৮-৭৬ শতাংশের মতো। ফলে ২ অক্টোবর থেকে দুর্গাপুজো পর্যন্ত বৃষ্টি এবারের পুজোর আনন্দকে

অনেকটাই স্লান করে দিতে পারে।

বৃষ্টি শারদীয় উৎসবে কতটা ঘঢ়াতে পারে জজ্ঞাস করা হলে মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের অফিসার ডঃ জ্যোতির্ময় কারফর্মা বলেন. 'আজ পর্যন্ত যে পরিস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে, তাতে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পুজোর দিনগুলোতে গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।'

মাঝিয়ানের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর জানান, দিনগুলোতে 'পজোর কতটা পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে এবং জনজীবনে তার কতটা প্রভাব পড়তে পারে, তা আগামী ৪ অক্টোবর শুক্রবার সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অনেকটা নিখুঁতভাবে জানানো সম্ভব হবে।'

গাজোল, ১ অক্টোবর : আর পুজোর বাজার করার জন্য কেউ তাড়া দেবে না। পুজোর চারদিনে কোন পোশাকটা পরব, তার কথাও বারবার জানতে চাইবে না। আলমারিজুড়ে নীরবে পড়ে থাকবে ভাইয়ের পোশাকগুলো। আরজি করের উই ওয়ান্ট জাস্টিসের মধ্যে কাকাতো ভাই উত্তম মার্ডির হয়ে সবিচারের দাবি কি কেউ তুলবে? উত্তমের ছবি সামনে রেখে অনর্গল এমন অনেক কথা বলে চললেন কাকাতো বোন পাঞ্চালি।

পুজোর কটা দিন জ্যাঠতুতো আর কাকাতো ভাইবোন মিলে হইহুল্লোড় করে কাটিয়ে দিত। কিন্তু গতবছর থেকে এই আবহে ছেদ পড়েছে। পুজোর চারদিন আগেই প্রিয় কাকাতো ভাইকে হারিয়েছে পাঞ্চালি। ক্যালেন্ডারের পাতা ঘুরতে ঘুরতে আরেকটা বছর অতিক্রম করল। কিন্তু এখনও বিচার মেলেনি।

উত্তম মার্ডির বাডি মাঝরা পঞ্চায়েতের সীসাডাঙ্গা গ্রামে হলেও জ্যাঠামশাইয়ের শিক্ষক জ্যাঠামশাই জোনাস মার্ডির



আমাদের অনুমান, এই ঘটনায়

একাধিক ব্যক্তি জড়িত। সেই অনুমান

সঠিক কি না তা জানাক সিবিআই।

এমন বাড়ি কিন্তু গোটা বাংলাতেই অনেক। যে বাড়ির প্রিয় মুখ এবার আকাশের তারা হয়ে গিয়েছে নানা কারণে। পুজোর মুখে গৌড়বঙ্গের তেমন কিছু হতভাগ্য পরিবারের কথাই তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ একাদশ কিস্তি।

আরজি করের নিযাতিতার বাড়িতে আর হবে না উৎসব।

রবীন্দ্রপল্লির বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত উত্তম। উত্তমের এক ভাই সুজিত মার্ডি এবং বোন সুমিত্রা মার্ডি অবশ্য গ্রামের বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত।জ্যাঠতুতো দিদি পাঞ্চালির সঙ্গে বড় ভাব ছিল উত্তমের। কৃতী ছাত্র হিসেবে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভর্তি হলেও হস্টেলে বেশিদিন টিকতে পারেনি উত্তম। কয়েকদিন পরে হস্টেল থেকে ফিরেই পরদিন সকালে বাথরুমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের অভিযোগ হস্টেলে র্যাগিং-এর শিকার হয়েই মৃত্যু হয়েছে উত্তমের। ঘটনার জেরে তোলপাড় হয়েছিল উত্তরবঙ্গ।

পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছিল। বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে ঠাকর দেখতে জোরকদমে তদন্ত শুরু করেছিল গাজোল থানার পুলিশও। কিন্তু তারপর হঠাৎ করে সব থিতিয়ে যায়। তবে এখনও বিচারের আশায় বসে রয়েছে পরিবার। ভাইয়ের ছবি বুকে আঁকড়ে ধরে বিচার চাইছেন পাঞ্চালি।

দিনের স্মৃতিচারণ পুজোর করতে গিয়ে তিনি জানালেন, 'পজোর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত আমাদের কেনাকাটা। দুই পরিবার মিলে অনেক বাজার করতাম। এরপর পুজোর কটা দিন কাটত হইহুল্লোড় করে। পুজোর সময় গ্রামের বাড়ি থেকে কাকাতো ভাইবোনেরা আসত। সবাই মিলে ওঠা। পেশায় দক্ষিণবঙ্গেও এর রেশ গিয়ে পড়ে। আমরা ঠাকুর দেখতে বের হতাম।

শহরে যেত। কিন্তু গতবছর থেকে সেই নিয়মে ছেদ পড়েছে। এবছরও মনের অবস্থা ভালো নয়। আমরা চাই, ন্যায্য বিচার।' জ্যাঠামশাই

'উত্তমকে জানালেন, সন্তানম্নেহে পালন করেছিলাম। ওর চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছি না। গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে রয়েছে ওর স্মৃতি। তাই পুজোর আনন্দে আর গা ভাসাতে পারছি কোথায়। যে অফিসার ঘটনার তদন্ত করছিলেন, তিনি বদলি হয়ে যাওয়ার পর তদন্তে যেন অনেকটা ভাটা পড়েছে। নতুন একজন অফিসার আমাকে কয়েক মাস আগে ফোন করেছিলেন এরপর তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, সে সমস্ত রাজনৈতিক দল পরিবারের তবে উত্তম একদিন ওর কলেজের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি আমাদের।'

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

বাজাতে অনেক জায়গাতেই যাই।

রায়গঞ্জ, ১ **অক্টোবর** : পুজোয় গোটা গ্রামটাই পুরুষশূন্য। কোনও কোনও ঘরের ছোট ছেলেরাও গ্রামের বাইরে। পুজোর চারটে দিন গ্রাম খাঁখাঁ করে। পুঁজো হয়, কিন্তু এই গ্রামে উৎসব হয় না। উৎসবের রেশ ছড়ায় দশমী পেরোলে। তখন আবার ভরা গ্রাম। আনন্দের মাতাল হাওয়া ছড়িয়ে যায় ঘরে ঘরে।

কেন এমন ছবি? কেন পুজোর ক'টা দিন গ্রাম পুরুষশূন্য? আসলে এই গ্রামের সবাই সারাবছর চেয়ে থাকে দুর্গাপুজোর দিকেই। এই পুজোয় মোটা কামাই। বাকি পুজোগুলোতে পকেট খানিকটা ভরলেও সেটা বলার মতো নয়। কারণ, গ্রামের পুরুষরা সবাই বাদ্যশিল্পী। ঢাক বাজান।

সোমবার রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই উত্তর রূপাহার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, ঢাকিরা সবাই দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ রোদে দেওয়া ঢাকের গায়ে লাগানো দড়িতে টান দিচ্ছেন, কেউ বা গাব লাগাতে ব্যস্ত। অনেকে আবার শেখা বোলগুলি দুই কাঠিতে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ঢাকি



কোনও আনন্দ নেই আমাদের। বাড়ির মানুষগুলোই তো ঘরে থাকে না। ওরা পুজোর ৪-৫ দিন পর ঘরে ফেরে।

সুমি বৈশ্য, গৃহবধূ



বয়স হয়েছে। এখন ঢাক বাজাতে কষ্ট

থাকলেই তো আনন্দ আসে।'

এক বাদ্যশিল্পীর স্ত্রী

পুজোর ঢাক বাজাতে যাওয়ার আগে সেরে নিচ্ছেন মাঠের কাজ।

বৈশ্য। জানালেন, 'পেটের কতবার দিল্লি, গান্ধিনগর, এমনকি আমাদের উৎসব শুরু। নিজেদের টানে ঢাক বাজাই। দুর্গাপুজোয় ঢাক নেপাল গিয়েছি, তার ইয়ন্তা নেই। মধ্যেই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিই।' গ্রামবাসী প্রকাশ

হয়। কিন্তু বাজাতে তো হবেই। নইলে জানালেন, 'দুর্গাপুজোয় এই গ্রাম উৎসব মরশুমে বাডির সবার নতন জামাকাপড় কিনব কীভাবে! অর্থ থেকে ১০০ জনেরও বেশি পুরুষ রায়গঞ্জ সহ বিভিন্ন রাজ্যে উপার্জনে বেরিয়ে যায়। আমি নিজে অরুণাচল, বৈশ্য বলে উঠলেন, 'দুর্গাপুজোর নেপাল, অসম সহ অনেক জায়গায় দিনগুলোতে কোনও আনন্দ[ি]নেই ঢাক বাজাতে যাই। বাড়ির জন্য মন খারাপ হলেও কিছু করার থাকে না। আমাদের। বাড়ির মানুষগুলোই তো তবে নিধারিত টাকা সহ বকশিশ নিয়ে ঘরে ফিরে এলে সবার সঙ্গে আমিও আনন্দ পাই।' পাশ থেকে সুনীতা বৈশ্য জানালেন, 'আমাদের ঘরের বাচ্চারা একটু সবল হলেই পঞ্চমীর বিকেলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। একাদশী তিথিতে ঘরে ফেরে। এই ক'টা দিন আমরা সব মহিলারা একসঙ্গে সময় কাটাই। ঘরের লোক, ছেলেরা ঘরে ফিরলে নতুন জামাকাপড় পরে আমরাও ঘুরতে

এভাবেই চলছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। আলোর মালায় ভরে থাকা শহর যখন ঢাকের বোলে কোমর দোলাচ্ছে, তখন সেই ঢাকিরাই গুনতে থাকেন দিন। কবে ঘরে ফিরবেন।

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড চাই, কোনও

ডোনেশন লাগবে না। স্পট জয়েনিং,

বেতন (9-10,000/-), (M)

9593264413. (C/112909)

Hiring Security Guard, Zilong Security Siliguri. Ph. No.

9635116580. (C/112907)

স্কলের জন্য বিধানগর লোকাল

সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন

8837413509. (C/112486)

6297136699/

আমার উত্তরবঙ্গ

INVITATION OF QUOTATIONS ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

Tenders/Quotations are invited for various items/ construction works for the Quarter Ending December 2024.

2. Please visit.the School Website www.apsbinmaguri.org regularly for details & submission of quotations.

> Principal, APS Binnaguri

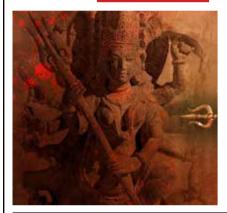
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা



বাসিন্দা সুমন ঘোষ -24.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার এর সততা প্রমাণিত।

সাপ্তাহিক লটারির 70K 89198 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জ**মা দিয়েছেন। বিজ**য়ী বললেন "ডিয়ার লটারি একটি আকর্ষণীয় স্কিম চালু করেছে যা কোটিপতিতে মানুষকে রূপান্তরিত করে। আমি সত্যিই কোটিপতি বানানোর এই পদ্ধতির প্রশংসা করি যা অনেকের আর্থিক অসম্ভতার ভারসামা বজার রাখে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার পটারির কে প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই

আজ টিভিতে



বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরে শুনন মহিযাসুরমর্দিনী – প্রথমবার মহালয়া দগকিথা সহজ বর্ণনায়। ভোর ৪টায় জিও সিনেমায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফলকি. রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি. ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ. ৮.০০ উড়ান, b.00 রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০

কা**লার্স বাংলা** : ভোর ৪.০০ মহিষাসুরমর্দিনী- শ্রী বীরেন্দ্রকফ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ, ভোর ৫.৩০ নবরূপে মহাদুগা, সকাল ৭.৩০ গন্ন দাদার দুগা পূজা, সকাল ৯.৩০ দুগ্গা মায়ের গঙ্গো কথা, বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস **সান বাংলা** : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম,

রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন



গন্নু দাদার দুগ্গা পূজা সকাল ৭.৩০ মিনিটে কালার্স বাংলায়

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দেবী বন্দনায় দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, সন্ধ্যা ৭.০০ আয় খুকু আয়, রাত ৯.৪৫ রণং দেহি, রাত ১১.৪৫ শিবপার্বতী কথা

कालार्ज वाःला जित्नमा : जकाल ৬.০০ নবরূপে মহাদুগা, ১০.০০ সেজ বউ, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধ্যা ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেস্ট

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৪৫ জয় মা দুর্গা, দুপুর ২.৩০ প্রধান, সন্ধ্যা ৬.০০ দুর্গা সপ্তসতী, রাত ৮.১০ নবরূপে দেবী দুর্গা, রাত ১০.১০ নানারূপে দুর্গা कालार्भ वाःला : पृश्रुत २.०० চন্দ্রমল্লিক



আয় খুকু আয় সন্ধ্যা ৭টায় জলসা মুভিজে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দক্ষযজ্ঞ আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জাল



ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে প্রধান দুপুর ২.৩০ মিনিটে জি বাংলা সিনেমায়

ছেলেমেয়ের হেপাজত নিয়ে বিপদের পরিণাম

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১ অক্টোবর প্রাক্তন স্নীকে তাঁর বাবার বাডিতে ঢুকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করল প্রাক্তন স্বামী। ওই তরুণীর বুকের বামদিকে গুলি লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিকেলে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতা রেফার করে দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কলকাতায় পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছডিয়েছে কালিয়াচকের উত্তর দারিয়াপর মোমিনপাডায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আহত তরুণীর নাম আলিনা খাতুন (২৭)। মোমিনপাড়াতেই তাঁর বাবা ও শৃশুরবাড়ি। অভিযুক্ত প্রাক্তন স্বামীর নাম সাহেব আনসারি। তাঁদের দুই সন্তান। এক ছেলে ও এক মেয়ে।

আজ মহালয়া ...

অনুপ মণ্ডল

মধ্যেই ভূত। সরকারি পোর্টালের

অপব্যবহার করে লক্ষাধিক টাকা

আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে

সরকারি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের এক

কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সরকারি

সুযোগসুবিধে পাওয়া উপভোক্তাদের

অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে নিজের

ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে

নিয়ে প্রতারণা করেছেন ওই কর্মী।

বিষয়টি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে

তদন্ত সাপেক্ষে ওই কর্মীর বিরুদ্ধে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস

ব্রজবল্লভপর পঞ্চায়েতের বাংলা

সহায়তা কেন্দ্রের। অভিযুক্ত সেই

কেন্দ্রের কর্মী মোস্তাক হোসেন। বেশ

সরকারি টাকা তছরুপ করছেন বলে

অভিযোগ। ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা

ঘটনাটি বংশীহারী

দিয়েছেন জেলা শাসক।

হতে হবে।

বসেছে ব্লক ও জেলা প্রশাসন।

বুনিয়াদপুর, ১ অক্টোবর : সর্যের

আলিনার সঙ্গে একই গ্রামের সাহেবের বিয়ে হয়। বছর দেড়েক আগে আলিনা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এনিয়ে তাঁদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত মাস দুয়েক আগে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ[®]হয়ে যায়। তখন থেকেই বাবার বাডিতে থাকেন আলিনা। কিন্তু দুই সন্তান সাহেবের কাছেই থাকত। সন্তানদের কাছে পেতে আলিনা কোর্টে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন। সেকথা জানতে পারে সাহেব। এরপরেই সোমবার রাত ১২টা নাগাদ আলিনার বাডিতে ঢুকে পড়ে সাহেব। ঘুম থেকে প্রাক্তন স্ত্রীকে তুলে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলির শব্দে চমকে ওঠেন সবাই। হইচই পড়ে যায় এলাকায়। আলিনাকে উদ্ধার করে মেডিকেলে

নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ঘটনার পর

থেকেই পলাতক সাহেব। মঙ্গলবার

রাত পোহালেই দেবীপক্ষ। তার আগে রেডিও সারাইয়ে ব্যস্ত। মঙ্গলবার মালদার একটি দোকানে। - স্বরূপ সাহা

উপভোক্তাদের টাকা

আত্মসাৎ বুনিয়াদপুরে

জানাচ্ছেন, সরকারি বিভিন্ন পোর্টালে

উপভোক্তাবা যাতে অনুলাইনে

আবেদন করে সরকারি সুযোগসুবিধে

পান, তার জন্য সরকারের তর্ফেই

খোলা হয়েছিল বাংলা সহায়তা

কেন্দ্র। ব্লক প্রশাসন বিভিন্ন পঞ্চায়েত

এলাকায় এই কেন্দ্রগুলি খোলে.

যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ ওই

অভিযুক্ত বাংলা

সহায়তা কেন্দ্রের কমা

কেন্দ্রে এসে বিভিন্ন প্রকল্পে আবদেন

সহ অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারেন।

কৃষি, খাদ্য, শ্রম, পঞ্চায়েত, ভূমি,

সমাজকল্যাণ সহ বিভিন্ন দপ্তরৈর

স্বিধে ছাডাও কন্যাশ্রী, রূপশ্রী,

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদন

সহ অন্যান্য কাজকর্মগুলি এই

সহায়তা কেন্দ্র থেকে হয়। এসব

ওটিপি দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস

থেকেই। সেই ওটিপি ব্যবহার করেই

কয়েক মাস ধরেই তিনি এভাবে কেন্দ্রের কর্মীদের সরকারি পোটালের

হ-মেলে আভযোগের

সুযোগ মেডিকেলে

রায়গঞ্জ, ১ অক্টোবর : রায়গঞ্জ মেডিকেলের তদন্ত কমিটির প্রথম

বৈঠক হল মঙ্গলবার। কলেজ সূত্রে খবর, ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ই-মেল

খোলা হবে। সেখানে যে কেউ অভিযোগ জানাতে পারবেন। তাঁদের নাম-

পরিচয় সহ যাবতীয় বিষয় গোপন রাখা হবে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে

অভিযক্তকে তদন্ত কমিটি ডেকে পাঠাবে। কমিটির সামনে তাঁকে হাজির

রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল ও রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা

জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত তদন্তের দাবি জানিয়ে অধ্যক্ষকে

কড়া চিঠি দিয়েছিলেন। নাম জড়িয়েছে মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রনেতা

এবং এক চিকিৎসকের। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সিন্ডিকেটরাজ চালানো,

টাকার বিনিময়ে পাশ করানো। অভিযোগ জমা পড়ার তিনদিনের মাথায়

২৩ সেপ্টেম্বর তদন্ত কমিটি গড়েছিল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি

ই-মেল ওপেন করা হবে। সেই ই-মেলে যে কেউ অভিযোগ জানাতে

পারবেন। তাঁদের নাম-পরিচয় সহ যাবতীয় বিষয় গোপন রাখা হবে। সেই

অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার পর অভিযুক্তকে তদন্ত কমিটির মুখোমুখি

হতে হবে। সেই সঙ্গে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তাঁদেরও[®]ডাকবে

তদন্ত কমিটি। এদিন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে তদন্ত কমিটির প্রথম

কমিটির সদস্য নয়জন। এদিন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের থেট কালচার ও পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম নিয়ে

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বছর দশেক আগে প্রামে তদন্তে আসে কালিয়াচক পর পিস্তল বের করে আমার বুকে থানার পুলিশ। আলিনার ঘর থেকে একটি কার্তুজের খোল উদ্ধার হয়। আলিনার অবস্থা আশঙ্কাজনক

আমার প্রাক্তন স্বামী সাহেব রাত ১২টা নাগাদ আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। আমাকে ঘুম থেকে তোলার পর পিস্তল বের করে আমার বকে গুলি করে। তারপরেই ও পালিয়ে যায়।

আলিনা খাতুন, প্রাক্তন স্ত্রী

থাকলেও জ্ঞান রয়েছে তাঁর। তিনি জানান, 'আমার প্রাক্তন স্বামী সাহেব রাত ১২টা নাগাদ আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। আমাকে ঘুম থেকে তোলার গুলি করে। তাবপরেই ও পালিয়ে যায়।' আলিনার মা সায়মা বেওয়ার

অভিযোগ, 'বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর ওদের মধ্যে কোনও ঝামেলা ছিল না। হঠাৎ করেই গতকাল বাতে আমাদেব বাডিতে ঢুকে পড়ে সাহেব। মেয়ের ঘরে ঢুকে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বলতে থাকে. এতদিন মেরে ফেলবে বলেছিল। আজ শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলেছে। মেয়ের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

এসডিপিও কালিয়াচকের জানিয়েছেন, রাজা 'গুলিবিদ্ধ মহিলা বৰ্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর বাড়ি গিয়ে তদন্ত করা হয়েছে। পলাতক সাহেব আনসারির খোঁজে তল্লাশি

চালানো হচ্ছে। বালুরঘাটে বাস

ধর্মঘট স্থগিত

বালুরঘাট, ১ অক্টোবর প্রশাসনিক আশ্বাস প্রেয়ে এবং মানুষের কথা ভেবেই পুজোর আগে ধর্মঘট তুলে নিলেন বাস মালিকরা। মঙ্গলবার থেকেই জেলার বিভিন্ন পকেট রুটে স্বাভাবিকভাবে বাস চলাচল শুরু হল। সোমবার রাতে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ডে সাংবাদিক বৈঠিক করে বালুরঘাট মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সেকথা জানানো হয়েছিল। সেই মতো এদিন থেকে সব রুটে স্বাভাবিক বাস চলাচল শুরু হল। তবে মালিকদের দাবি পুরণ না হলে কালীপুজোর পুর থেকে ফৈর ধর্মঘটে যাবেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, টোটোর দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গত মঙ্গলবার থেকে বালুরঘাট-হিলি সহ বিভিন্ন পকেট রুটে বাস ধর্মঘট শুরু করেন বাস মালিকরা। সপ্তাহ খানেক ধরে ধর্মঘট চলার পর সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন বাস মালিকরা। তারপরেই ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন টোটোর বিরুদ্ধে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। সিল করা হয়েছে টোটোর শোক্ম। বালুরঘাটজুড়ে চলছে মাইকিং। বিভিন্ন জায়গায় টোটোর জন্য নো পার্কিং বোর্ড লাগানো হয়েছে। দুগাপুজোর আগে প্রশাসনের আশ্বাসে সব রুটে বাস চলাচল শুরু করলেন মালিকরা।

বালুরঘাট মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানস চৌধরী জানালেন, 'টোটোর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। এর জন্য প্রায় সাতদিন বাস বন্ধ ছিল। গতকাল জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। গতকাল জেলা শাসকের সঙ্গেও বৈঠক করেছি। প্রশাসন বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। একাধিক আশ্বাস দিয়েছে। প্রজোর মধ্যে মানুষের ভোগান্তির কথা ভেবে ধর্মঘট স্থগিত রাখছি। তবে আমাদের দাবি পুরণ না হলে কালীপুজোর পর ফের

ধর্মঘটের পথে যাব।' জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক অনপম চক্ৰবৰ্তী বলেন, 'আমরা বাস মালিকদের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তাঁরা আজ থেকে বাস পরিষেবা স্বাভাবিক করেছেন। টোটোর নিয়ন্ত্রণ রুখতে আমরা একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছি। বালুরঘাটজুড়ে মাইকিং চলছে। আগামীতে জাতীয় সড়কও টোটোমুক্ত করা হবে। আমুরা লাগাতার অভিযান চালাব।'

ment of West Bengal ent of Health & Family

বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তাদের

অ্যাকাউন্ট নম্বর এডিট করে মোস্তাক

হোসেন তাঁর ভাইয়ের আকাউন্ট

নম্বর বসিয়ে টাকা আঅসাৎ করতেন

বলে অভিযোগ। এভাবে তিনি

উপভোক্তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা নাকি

টাকা না ঢোকায় সন্দেহ হয় এক

উপভোক্তার। সম্প্রতি ব্লকে এসে

বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করে তিনি

জানতে পারেন, তাঁর টাকা অন্য

আকাউন্টে ক্রেডিট হয়েছে। বিষয়টি

প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে

হোসেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ

করার চেষ্টা করতেই মোবাইল ব্যস্ত

করে রাখেন। তবে বংশীহারীর

বিডিও সুব্রত বল জানান, 'বিষয়টি

জেলায় জানানো হয়েছে। জেলা

থেকে তদন্ত রিপোর্ট আসলে কী

পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেটা জানা

যাবে।

এনিয়ে অভিযক্ত মোস্তাক

কয়েক মাস ধরে অ্যাকাউন্টে

হাতিয়ে নিয়েছেন।

NOTICE INVITING E-TENDER MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E- Tender Notice No- MSVP/ eNIT-07/MLDMCH Dated- 01/10/2024. Tender Notice No- MSVP/eNIT- 08/MLDMCH Dated-01/10/2024, Tender Notice No- MSVP/ eNIT-09/MLDMCH Dated-01/10/2024, Out Sourcina of Security, Equipment for "FOR DETAILS www.wbhealth.gov.in/www. maldamedicalcollege.com Or office of the

Under signed MSVP. Malda MCH

অক্টোবর'২০২৪

Office of the Panchayat Samity Tufanganj-I Panchayat Samity Tufanganj, Cooch Behar

<u>NOTICE INVITING TENDER</u> E-tender are invited vide this office Memo No. 3376 NIT NO-10(EO)/2024-25 Dated 01-10-2024, Last date of Bid Submission is 22-10-2024. tenderers may Intending contact this office for details.

Sd/-**Executive Officer** Tufanganj-I Panchayat Samity

09-50-2028

২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

াটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুডি -এর এখতিয়ারের অধীনে **অস্ট্রোবর'২০২**৪ মাসের জন্য রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতহারা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছে: নিৰ্দিষ্ট ভাবিখ क्रम. म१. মাস

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট

(www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিভ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ভেপুটি সিএমএম, নিউ জলপাইওড়ি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্ৰসন্ন চিত্তে মান্যের সেবায়

আজকের দিনটি

2808070077 মেষ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে। বৃষ : আজ ভালো সুযোগ পাবেন। দুরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার মিলবে। মিথুন : বন্ধুর হস্তক্ষেপে পারিবারিক অশান্তি মিটবে। পেটের অসুখে ভোগান্তি।

সুযোগ মিলবে। ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। সিংহ : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। কন্যা: পথে খুব সাবধানে চলুন। বন্ধুর সঙ্গে অযথা তর্ক করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। তুলা : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। পুরোনো সম্পর্কে ফিরতে পারে। বৃশ্চিক : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত। ভাইয়ের সঙ্গে নতুন ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। ধনু : অল্পেই সম্ভুষ্ট থাকুন।

প্রেমে শুভ। মকর : বাডি সারানোর কাজ আপতত স্থগিত রাখুন। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেতে পারেন। কম্ভ: শরীর নিয়ে অযথা দৃশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। মীন : অফিসে বিরোধীপক্ষ আজ সমস্যা তৈরি করতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় ব্যয় বাড়বে।

দিনপঞ্জি

আজ ১৫ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১০ আশ্বিন, ২ অক্টোবর ২০২৪, ১৫ আহিন, সংবৎ ১৫ আশ্বিন বদি, ২৮ রবিঃ আউঃ। সৃঃ উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।২২। বুধবার, অুমাবস্যা রাত্রি ১১।৭। উত্তরফল্কুনীনক্ষত্র দিবা ১২।৪৩। ব্রহ্মযোগ শেষরাত্রি ৪।২৮। চতুষ্পাদকরণ দিবা ১০।৭ গতে নাগকরণ রাত্রি ১১।৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অস্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী

দেবগণ অস্টোত্তরী বুধের ও সায়ংসন্ধ্যা বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দিপাদদোষ, দিবা ১২।৪৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী – ঈশানে, রাত্রি ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদর ১১।৭ গতে পূর্বে। কালবেলাদি শাস্ত্রীর জন্মদিবস (২ অক্টোবর)। ৮।২৯ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৭ মধ্যে ১১। ২৭ গতে ১২। ৫৬ মধ্যে। ও ৭।১২ গতে ৭।৫৭ মধ্যে ও কালরাত্রি ২। ২৯ গতে ৪।১ মধ্যে। ১০।১৩ গতে ১২।২৮ মধ্যে এবং যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।৭ গতে রাত্রি ৫।৫০ গতে ৬।৪১ মধ্যে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে ও ৮।২৩ গতে ৩।৯ মধ্যে। নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।২৭ গতে (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও ৭।১২ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ৩।২৯ কর্কট : হঠাৎ নতুন কোনও কাজের ভাইয়ের পরীক্ষার ফলে সম্ভষ্ট হবেন। শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে রবির দশা, দিবা ১২।৪৩ গতে সপিগুন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। মধ্যে।

নিষেধ। পার্বণশ্রাদ্ধ। আন্তজাতিক অহিংসা দিবস। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিবস

📳 সংশোধন 🔞

ইংরাজী মাসের ০১,১০,২০২৪ তারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে যিতীয় পাতায় (আরআরবিএস শিলিডড়ি) গ্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ভূলবশত গ্রেড I : ১০৯২ শূন্য পদ এর পরিবর্তে গ্রেড I : ১০৯২ শূন্যপদ ক্যাটিগরি নং ১, মোট নাপদ ১৩২০৯ এর পরিবর্তে ১৩২০৬ এবং ০১.০৯.২০২৪ এর পরিবর্তে ১.১০.২০২৪ পভতে হবে।

e-Tender Notice

NIT No. DDP/N-21/2024-25, DDP/N-22/2024-25 & DDP/N-23/2024-25 Dt.-01/10/2024

e-Tenders for 11 (Eleven) no. of works under 15th FC, 5th SFC & Available fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for Bid of NIT No- DDP/N-21/2024-25, DDP/N-22/2024-25 & DDP/N-23/2024-25 Dt-28/10/2024 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in

Sd/-Additional Executive Officer Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible

contractors for Construction of 5 Nos. 100MT Godowns

Construction of 4 Nos. of SHO

Work Shed, Installation of 5 Nos. of Oil Mill, Installation of 1 No.

Seed Processing Unit, Repairing

Works of Gabgachi Godowr

District- Malda and Flectrical World

of BENFED Office, District- Nadia.

Details are available in the website : https://wbtenders.gov.

General Manager (Admin)

গটিহার মণ্ডলে সিগন্যাল এবং

টেলিকম কাজ

इ.एंड्रेश्चन लाणिम मध्या. अन-२०२८ क-

১৮ ভারিখঃ ২৭-০৯-২০২৪। নিয়লিখিত

তাজের জনো নিয়ম্বাক্ষরতারীর ঘারা ই.ঐধার

আহান করা হয়েছে। টেগুরে সংখ্যা, এন

২০২৪-কে-১৮। কাজের নামঃ ডিইএন/এল/

কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এনসি-২৬,

এনসি-৫১, এনসি-৩৯, এনসি-১৬, এনসি-৮,

এনসি-২ এবং এনসি-৩ এ আরইউবির ব্যবস্থা

করার জন্যে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ।

টেশুার রাশিঃ ১,৭০,২৪,২৫৬,৯৭/- টাকা।

বায়না রাশিঃ ২.৩৫,১০০/- টাকা। টেণ্ডার

বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২১-১০-২০২৪

তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোভ

ই-টেগুরের টেগুর গু-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ

১৫.০০ ঘটা পর্যন্ত www.ireps.gov.in

ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। ভিজ্ঞানএম (এসএগুটি), কাটিহার

বিভিন্ন স্টেশনে রিলে রুমে

গীতাতপ নিয়ন্ত্রক ইউনিটের ব্যবস্থা

টেভার বিজপ্তি নং.: ভেপুটি সিইই/সিওএন/

আর্ট/এমএলজি/০৫/২০২৪: তারিখঃ ২৭-০১

২০২৪: নিয়লিখিত কাজের জন্য নিয়স্বাক্ষরকার্ব

ত্রিল/সি/আরই/এমএলজি/০৫/২৪

২৫/জিএইচওয়াই; **কাজেন নাম** ঃ জিআন. ৩১৫

অধীনে রাভাপাডা নর্থ-ডেকারগাঁও, বালিপাড

ভালুক পং, হারমুটি-নাহারলাওন, শ্রীপানি

ণাপা লাইন সহ বঙিয়া-মুবকংসেলেক সেকশ

এবং মাকম ভং, থেকে তিরাপ পর্যন্ত শাখা লাইন

সহ তিনসূতিয়া থেকে ভাগের সেকশনে বিভিন্ন স্টেশনের রিলে রূমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক ইউনিটের

ব্যবস্থা। টেডাৰ মলা: ১.০৪.৯০.২৬০/- টাক

বায়না মৃষ্যঃ ২,০২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের

তারিও ও সময় ১৪-৩০ ঘন্টায় এবং খোল

চথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in

ভেপুটি সিইই/সিওএন/আরই, মালিগাং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

क्षणा विदय प्रांतरमा रमसा

২১-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘটার। সম্প

ওয়েবসাইটে দেখন।

আর. ৩১১ এবং জিআর. ৩১২ আরই প্রকল্পে

ারা ই-টেভার আহ্বান করা হয়েছে; **টেভার** নং.

আগামী ২১-১০-২০২৪ তারিখে

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসয়চিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

website . |in/nicgep/app | Sd/-

www.wbtenders.gov.in.

আফিডেভিট

By Affidavit EM-MAL on 01/10/2024, I Bijoy Kumar Barua declare that Bijoy Barua, Bijoy Kumar Barua and Bijay Barua are the same person. (A/M)

On 1/10/2024 by affidavit at Alipurduar E.M. Court, my name has been rectified from Mithun Rabidas, S/o L.R Das to Mithun Das, S/o. Lalan Das. (C/111949)

কেস রেকর্ডে আমার ও পিতার ভুল নাম উল্লেখ থাকায় 30/9/2024 তারিখে মাথাভাঙ্গা অ্যাফিডেভিট বলে আমি রবীন্দ্র নাথ বর্মন, পিতা রাজেন্দ্র নাথ বর্মন এবং রবি বর্মন, পিতা শিবোরাম বর্মন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। তৎসহ জানাই আমার সঠিক ঠিকানা 165 উচলপুকুরি, থানা- মেখলিগঞ্জ। (B/S)

কেস রেকর্ডে আমার ও পিতার নাম ভুল উল্লেখ থাকায় 30/9/2024 তারিখে মাথাভাঙ্গা অ্যাফিডেভিট বলে আমি ধনপতি রায় প্রামাণিক, পিতা জিতেন রায় প্রামাণিক এবং ধন কুমার রায়, পিতা মহেন্দ্র কুমার রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। তৎসহ জানাই, আমার সঠিক ঠিকানা ১৭৪ ধুলিয়া খলিসা, থানা মেখলিগঞ্জ। (B/S)

আমি নীপা ভট্টাচার্য্য, স্বামী ঋত্ত্বিক ভট্টাচার্য্য, সাং আম্বাডিপা, পোঃ গয়েরকাটা, থানা- বানারহাট, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫২১২, জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কৃত তাং 20.09.24 আফিডেভিট 18920 সাপেক্ষে নীপা ঘোষ নামে পরিচিত হলাম। নীপা ভট্টাচার্য্য ও নীপা ঘোষ আইনত একই ব্যক্তি। (C/112486)

Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya Pundibari, Cooch Behar Abridged NIT No. 03 of 2024-'25

Ref. No. 732/UBKV/Est./Tend (WD)
Date: 30.09.2024 Sealed Tender in two bid system is hereby invited for few works o UBKV from bonafide agencies Last date of submission of tende is 23-10-2024 (upto 2.00 P.M.) For details log on to website www.ubkv.ac.in Registrar (Actg.)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনাব বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

পাকা খচরো সোনা ৭৫৯০০

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) হলমার্ক সোনার গয়না

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) ৯০৪৫০ দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধ্ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জনা প্রাথী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র

পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসআপি মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁজ

যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

আমার উত্তরবঙ্গ ৩

বোনাস কমল

জলপাইগুড়ি, ১ অক্টোবর জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার ১৭১টি প্রোজেক্ট টি গার্ডেনের ৩৫ হাজার চা শ্রমিকের মজুরি চুক্তি মঙ্গলবার সম্পন্ন হয়। টানা সাত ঘণ্টা বৈঠকের পর বোনাসের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। ৫০ একরের বেশি চা বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের ১৩.৭৫ শতাংশ হারে বোনাস দেবেন। ৫০ একরের নীচে থাকা বাগানগুলির শ্রমিকরা ১২.৫০ শতাংশ হারে বোনাস পাবেন।



05-09-24 করেছেন। তাঁহার আত্মার শান্তি আগামী 03-10-24 বাসভবনে শ্রাদ্ধানষ্ঠান (ফরিদপুর, পাগলীগঞ্জ, বালুরঘাট) সম্পন্ন হইবে।

শোকাহত - মরিয়াম টুডু (স্ত্রী) আল্পনা মুর্যু, কল্পনা মুর্যু, অপণা মুর্যু, **ठमना गुर्ग (कन्ता)**

IndianOil

CIN - L 23201 MH 1959 GOI 011388

পাইপলাইনস ডিভিশন

পূর্বাঞ্চল পাইপলাইনস, মাদারিহাট

রিটেইনার ডাক্তার প্রয়োজন

ইআরপিএল মাদারিহাট, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (পাইপলাইনস ডিডিশন), জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- 735220 সপ্তাহে 2 (দুই) দিনের প্রতিদিন

2 (দুই) ঘন্টা পরিদর্শন করার জন্য রিটেনারের নিযুক্তির জন্য মেডিকেল পেশাদারদের

কাছে আবেদনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল

সার্জারি)/এমবিবিএস যোগাতা এবং জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে নানতম 2 বছরের

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তারেরা আবেদনের যোগ্য। তবে. এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল সার্জারি) যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারদের এমবিবিএসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া

হবে। এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল সার্জারি) যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারদের

রিটেনারের ফি হবে টাকা ₹1390/- প্রতি ঘন্টা এবং এমবিবিএস যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারদের

রিটেইনার ফি হবে ₹1075/- প্রতি ঘন্টা। পারিশ্রমিক একটি মাসে 52 ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ

সর্বাধিক পারিশ্রমিক সাপেক্ষে প্রকৃত উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। একটি

ক্রমবর্ধমান ভিত্তিতে বার্ষিক 5% বৃদ্ধি পরবর্তী বছরগুলির জন্য প্রদান করা হবে৷ চুক্তির

প্রাথমিক মেয়াদ হবে 3 বছরের জন্য, যা 3 মাসের নোটিশ দিয়ে উভয় পক্ষই শেষ করতে পারে। 3 বছরের মেয়াদ শেষ হলে, পারস্পরিক চুক্তিতে আরও 2 বছর বাড়ানো যেতে পারে।

আগ্রহী প্রার্থীরা একটি মুখ বন্ধ করা খামের উপর "APPLICATION FOR RETAINER

DOCTOR" লিখে Chief Operations Manager, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), PO: Madarihat, Distt. Jalpaiguri, West Bengal- 735220, আমাদের ওয়েবসাইট https://www.iocl.com/latest-job-opening

এবং PH No. 9718944242-তে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে সংযুক্ত

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সংশোধনী সহ এই বিষয়ে আরও সমস্ত ঘোষণা, যদি থাকে,

শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://www.iocl.com/latest-job-opening-এ

স্কুলের সামনে চিতাবাঘ দেখে কানা খুদেদের

নাগরাকাটা, ১ অক্টোবর স্কলের সামনে চলে এল চিতাবাঘ। তা দেখে তখন আতঙ্কে কেঁদেই ফেলল কয়েকজন খুদে পড়য়া। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুরে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টভু টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ওই বাগানে চিতাবাঘের অস্তিত্ব নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে দিনদুপুরে স্কুলের সামনে চলে আসার ঘটনাটি নজিরবিহীন। সেখানকার সহ শিক্ষক ও এলাকারই বাসিন্দা লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ বলেন, ভাবতেই পারছি না এমন ঘটনা ঘটবে। সেসময় টিফিন চলছিল। যে কারণে কয়েকজন পড়য়া একটু বাইরে বেরিয়েছিল। তারাই বুনোটিকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে।' বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'বামনডাঙ্গা থেকে কিছুদিন আগে একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছিল। সেখানে আরও খাঁচা পেতে রাখা আছে। পরিস্থিতির



স্কুল ছুটির পর বাড়ি যাচ্ছে টভু টিজি থ্রি প্রাথমিক স্কুলের খদেরা।

প্রতি আমরা নজর রেখে চলছি।

টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বাগানের ডায়না লাইনে রয়েছে। পিছনেই রয়েছে মডেল ভিলেজ নামে সরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা একটি শ্রমিক কলোনি। ওই মডেল ভিলেজের গাঁ ঘেষে গরুমারা জাতীয় উদ্যান। স্কুলটির ঠিক সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে পাকা রাস্তা। ওই পথের এক পাশে চা বাগান ও অন্য পাশে ডায়নার জঙ্গল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটি পিছনের দিক থেকে স্কুলের সামনের রাস্তায় উঠে আসে। তখন বেশ কয়েকজন

ছাত্রছাত্রী ছাড়াও রাস্তা দিয়ে একপাল ছাগল আসছিল। সেগুলিও সেসময় প্রভয়াদের সঙ্গে ছট লাগায়।চিতাবাঘটি অবশ্য কোনও ক্ষতি করেনি। দুলকি চালে রাস্তা পেরিয়ে ডায়নার জঙ্গলের দিকে ঢকে যায়। অজতি লোহার. আনিষা মাঙ্কিমুন্ডা, সুজিকা খাড়িয়ার মতো তৃতীয় শ্রেণির খুদেরা প্রথম বনোটিকে রাস্তায় দেখতে পায়। তারা দৌড়ে স্কলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে কাঁদতে থাকে। তখন অন্য শিক্ষকরা বেরিয়ে আসেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, ততক্ষণে চিতাবাঘটি চলে গিয়েছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে দারুণ ভয়ে রয়েছি।



যাওয়া -০২/১০/২০০২ চলে যাওয়াটাই চরম সত্য! পেরিয়েও গেলো ২২টা বছর আর দুরে থাকাটাও অভ্যেস হয়ে গেল ! আচ্ছা, এটা না হলে দিন গুলো

কেমন হতো ?!!! ভালো থেকো!

শ্যামল কুমার দাস ও বাড়ীর অন্যান্য মনগুলো

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভুয়ার্সের চা বাগান চিতাবাঘের স্বাভাবিক বাসস্থান। ২০২২ সালে জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ বাঘ শুমারির সময় একইসঙ্গে চিতাবাঘের শুমারি করেছিল। কাজটি হয় ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে। সবমিলিয়ে সেসময় গোটা উত্তরবঙ্গে ৭০০ চিতাবাঘের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বনের ভেতরে সংখ্যাটি ছিল ২৬০। বাইরে বা বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় চিতাবাঘ যে বেশি তা পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার। চিতাবাঘের হামলা বাগানগুলিতে আকছারই ঘটে থাকে। এমনকি গত জুলাই মাসে বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানে এক শিশুর মৃত্যুও হয়। দেহটি চা বাগানের ঝোপ থৈকে উদ্ধার হয়। এর আগে চিতাবাঘের হামলায় শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটে গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এলাকার ঢেকলাপাড়া বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনে, এবছরেরই ১০ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগানে।



Blue Square: Malda: Happie Wheels, Ph: 9007489838, 9046004390; Siliguri, Sevoke Rd: National Motors, Ph: 9851003401, 9851000666; Siliguri, Burdwan Rd: Global Motors, Ph. 9732053353, 9732067474; Raiganj: Raimohan & Co., Ph. 9002220008, 9002220009; Coochbehar: Global Motors, Ph. 7001518459, 7479030626; Alipurduar: Global Motors, Ph: 9775988393, 7001437066; Balurghat: Raimohan & Co., Ph: 9933950002, 9933950001; Yamaha Bike Corner, North Bengal, Belakoba, Ph. 9233467353; Naxalbari, Ph. 9002842772; Birpara, Ph. 9832350923; Dhupguri, Ph. 9851000333; Shivmandir, Ph. 7908203407; Jalpaiguri, Ph: 7001633676; Moynaguri, Ph: 9002248684; Haldibari, Ph: 9434718245; Malbazar, Ph: 9434065052; Hashimara, Ph: 9679955155; Kalimpong, Ph: 9832081885; Kamakhyaguri, Ph. 7872789047; Dinhata, Ph. 9679285012; Mathabhanga, Ph. 9434659248; Odlabari, Ph. 7908543851; Toofanganj, Ph. 9734076234; Nazirhat, Ph: 8391918202; Hemiltanganj, Ph: 9735920096; Bidhannagar, Ph: 9153074704; Malda: Gazole, Ph: 9910104734; Tulishata, Ph: 9046138666; Dinajpur: Kaliaganj, Ph: 6294689620; Tungidigi, Ph: 9083622110; Gangarampur, Ph: 9083622112; Patiram, Ph: 9134596060; Rasakhowa, Ph: 9002229998; Kishanganj: Paridhi Motors, Ph: 8404960006, 6204552824. Katihar: Choudhary Automobiles, Ph: 7004100062, 9931465039; Dhubri: Triheni Enterprise, Ph: 8486859269, 600078408



Discover The All New Range Of Lloyd Products













A HAVELLS Brand













Offers not applicable in Tamil Nadu & Kerala. *T&C Apply. For details visit website www.havells.com/lloyd

















for any service related query.

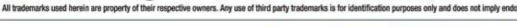












ELECTRONICS, NORTH BENGAL ELECTRIC STORES GANGARAMPUR: DREAMS FURNITURE.









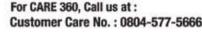
RE360





Reach us on WhatsApp @ +91-9711773333





AVAILABLE AT:













বুধবার, ১৫ আশ্বিন ১৪৩১, ২ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বৰ্ষ ■ ১৩৬ সংখ্যা

∸গতিক বুঝলে কিছু পদক্ষেপ। যার কার্যকারিতা কিছু থাকে না। ঘটনাটি ফিকে হওয়ার অপেক্ষা চলে। তারপর ফের যথা পূর্বং, তথা পরং। বাংলায় প্রশাসন

অন্যায়কে প্রশ্রয়

ও শাসকদলে এটাই যেন এখন নিয়ম। মাল পুরসভার চেয়ারম্যানকে

দল থেকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। কারণ তিনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত।

১০০ কোটি টাকারও বেশি নয়ছয়ের অভিযোগ। সাসপেন্ড করলেও

নির্দেশ বলে চালিয়ে গেলেন। না চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে বলা হল, না অনাস্থা এনে তাঁকে অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া

হল কাউন্সিলারদের। চেয়ারম্যান বহালতবিয়তে পদে থেকে কাজ করছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সত্যি হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা উচিত। এ ব্যাপারে দল কোনও পদক্ষেপ করল না।

প্রশাসন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেনি।

বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দ ও সম্পত্তি তছনছ করার মামলা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক প্রমাণ মেলে।

তারপর তডিঘডি দল থেকে সাসপেন্ড করে তণমল মখ বাঁচাল মাত্র।

প্রশাসনিকভাবে শাস্তির পথে না হেঁটে জল মাপার প্রক্রিয়া শুরু হল।

করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের এক কর্মী। কিন্তু

পদক্ষেপ করা দূরে থাক, পুলিশ তদন্ডটুকুও করল না এখনও। তদন্ত

হবে বলে কোনও সবুজ সংকেতও দেখা যাচ্ছে না। শিলিগুড়িতে

জমি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তে মুখ পুড়ছিল শাসকদলের। হঠাৎ

লোককে রেয়াত করে না। অথচ শিলিগুড়িতে ওই বেআইনি

কারবারে জড়িত আরও অনেকে। পুলিশ তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ

করল না। দেবাশিস ও গৌতম ছাড়া কারও বিরুদ্ধে দল ন্যুনতম

ব্যবস্থাও গ্রহণ করল না। গজলডোবার সরকারি জমি দখল করে

প্রচুর বেআইনি নির্মাণ নিয়ে হইচই হল। পুলিশ নিয়ে গিয়ে প্রশাসন

হচ্ছে, না দখল করা জমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। জবরদখলকারী বা

বেআইনি নির্মাণে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ চোখে

পড়ছে না। চোপড়ায় সালিশির নামে এক মহিলাকে বেদম প্রহারে

অভিযুক্ত এক তৃণমূল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। কিন্তু

প্রধান পদে বসে তাঁর স্ত্রী যে অবাধে কাটমানি তুলে গিয়েছেন, প্রমাণ

এমন নয়। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান যে জেলা পরিষদের জমি

বেআইনিভাবে লিজে দিয়ে টাকা হাতিয়েছেন, তা অজানা ছিল

না কারও। জেলা পরিষদের তদন্তে তার প্রমাণ মিলেছিল। কিন্তু

আদালতের নির্দেশের আগ পর্যন্ত জেলা পরিষদ, প্রশাসন, শাসকদল

তা নাম কা ওয়ান্তে শুধু। দৃঢ় পদক্ষেপ কোথাও করা হয় না। বরং

অভিযুক্তরা নানা ফাঁকফোকর দিয়ে বহালতবিয়তে থেকে যান। ফলে

অমৃতধারা

ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না সামান্য যে পদক্ষেপগুলি করা হয়,

হইচই না হলেও অন্যায়গুলি তৃণমূল বা প্রশাসন জানে না

হইচই থিতিয়ে যেতে আবার যে-কে-সেই। না আর নির্মাণ ভাঙা

মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করলেন, অন্যায় দেখলে তৃণমূল নিজের দলের

দেবাশিস প্রামাণিক ও গৌতম গোস্বামী গ্রেপ্তার হলেন।

নির্মাণগুলির সামান্য অংশ ভেঙ্গে রণে ভঙ্গ দিল।

সত্ত্বেও এখনও চোখ বুজে প্রশাসন ও শাসকদল।

অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ক্রমশ বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে।

সবাই হাত গুটিয়ে বসে ছিল।

ঘটনা একটি নয়। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দপ্তরের অফিসার অন ডিউটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হল। অভিযোগ

এত বড় অভিযোগের পরেও অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের কাজ করে চলে যাচ্ছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কোনও সবুজ সংকেত পেয়ে তিনি নিজের পদ আঁকড়ে থাকার অবস্থান নিয়েছেন। আদালতে তাঁর

বরখাস্ত করার কোনও প্রক্রিয়াতেও হাঁটল না প্রশাসন।

তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি সবটাই রাজ্য নেতৃত্বের

দল তাঁকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরানোর নাম করল না।

- তসলিমা নাসরিন

আলোচিত

আমাদের বালক জঙ্গিরা লেখাপড়া মাচায় তুলে কচি

কচি হাতে আইসিসের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশের

উত্তেজনায়। আইসিসের আদর্শে বেড়ে উঠছে এই

সব খদে ইসলামি সৈনিক। এরা কচি কচি হাতে

শিক্ষালয় থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে প্রচণ্ড

বড় ছুরি নিয়ে জবাই করতে শিখে গেছে।





তপন সিনহা।

১৯২৪ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক

ভাইরাল

বিয়ের অর্ডার। অথচ ফুলের দোকানে ফুল নেই। উপায়? রকমারি গাছের পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে বিয়ের গাড়িটি। পথচলতি মান্যজন অবাক নজরে দেখছেন সেই পাতাবাহার গাড়ি। পরিবেশবান্ধব গাড়ির ভিডিও ঝড় তুলেছে। এক নেটিজেনের মন্তব্য, যেন 'মোগলির' বিয়ের অনুষ্ঠান।

মোজা–মাদটা

পূর্ববর্তী তিন পুরুষই পিতৃলোকে থাকেনু যাঁদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন সুশাসক যমরাজ, যদিও এই খাওয়াদাওয়ার স্পনসরশিপ প্রয়াত বংশপুরুষদের উত্তরাধিকারী জীবিত বংশধরদের হাতেই। ফলত, এই যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণ সেটার অন্তিম স্থান হল মহালয়া।



প্রয়াতদের অন্নপানের জন্য জীবিতের দুশ্চিন্তা কম নয়

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ভারত এমন এক আন্তরিক দেশ যেখানে পাশ্চাত্য এসক্যাটোলজির ধ্যানধারণা মেলে না। আমাদের পুর্বপুরুষরা প্রয়াত হলেও মানসী ভাবনায় তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিচিত্র সম্পর্ক সেত তৈরি হয়। প্রয়াত হওয়ার পরেও তাঁদের অন্নপান যাতে ঠিকমতো চলে, তার জন্য জীবিত জনের দুশ্চিন্তা কম থাকে না। সেই দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য দেবলোকের তলায় তলায় একটা পিতৃলোকের ব্যবস্থা করেছেন শাস্ত্রকারেরা এবং সেই পিতারাও বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই পিতলোকেই প্রয়াত মাতা-মাতামহরাও থাকেন। একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে কখনও একটা গোটা মানুষ ভাবেননি আমাদের শাস্ত্রকারেরা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতো প্রাচীন উপনিষদে যাজ্ঞবক্ষ্যের মতো বহুমান্য ঋষি বলেছেন, একজন পুরুষের শরীর হল অর্ধাংশশন্য শস্যবীজের- দ্বিদল ডালের অর্ধেক দানার মতো। যে অর্ধাংশ ফাঁকা সেখানে স্ত্রী শরীর এলে তবেই না একটা গোটা মানুষ হয়- তত্মাদিদম অর্ধবুগলমিব স্ব ইতি স স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিযা পৃযর্যতে এব-এই অর্ধেক আকাশ পূরণ করে স্ত্রীলোক- দুইয়ে মিলে তবে একটা মানুষ।

এই ভাবনা থেকে পিতা এবং মাতাকে সংস্কৃতে একসঙ্গে দ্বিচনে পিতরৌ বলা হয়, ফলে প্রয়াত মানুষের আবাসিকটাকে খনিক পিতৃতান্ত্রিকতাতেই হয়তো পিতৃলোক বলা হয়েছে এবং সেই পিতৃলোকের কিন্তু একটা অলৌকিক পরিকল্পনা আছে। ধারণা করা হয় যে, জীবিত জনের তিন প্রয়াত পুরুষদের তিনটি জেনারেশন এই পিতৃলোকে থাকেন। তাঁদের আগের সব জেনারেশনকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন যমরাজ। কারণ, পিতৃলোকের দেখভালের ব্যবস্থা যমরাজের হাতে। পিতৃলোকের এই তিন পুরুষের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার। পিতামাতার উদ্দেশে আমরা যে পিগুদান করি তাতেই তাঁদের খাওয়া চলে। খেয়াল করে দেখুন, সদ্য প্রয়াত মা-বাবার উদ্দেশে আমরা যে শ্রাদ্ধ করি, তার এক বছর হল সপিগুকরণ। আমাদের এক বছর পিতলোকের এক দিন- অর্থাৎ বার্ষিক সপিগুকরণের দিন তাঁর অন্ন-পান দিলাম আমরা। এইভাবে প্রতিটি বার্ষিক শ্রান্ধে এই একদিনের অন্ন-পান চালিয়ে গেলে মা-বাবা পরম সুখে আশীবদি করতে থাকেন। তার মধ্যে বাডতি খাবারও জটে যায়-- অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

এই সমস্ত প্রকার শ্রাদ্ধগুলিতে পিতা-মাতা সহ পূর্ববর্তী তিন পুরুষকেই শ্রাদ্ধপিণ্ড দান করতে হয়, দিতে হয় জল। তাহলে এই যুক্তিটাই সাৰ্থক হল যে, পূর্ববর্তী তিন পুরুষই পিতৃলোকে থাকেন যাঁদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন সুশাসক যমরাজ, যদিও এই খাওয়াদাওয়ার স্পনসরশিপ প্রয়াত বংশপুরুষদের উত্তরাধিকারী জীবিত বংশধরদের হাতেই। ফলত, এই যে পিতলোকের শ্রাদ্ধতর্পণ সেটার অন্তিম স্থান হল মহালয়া-- যার সঙ্গে চোদোটি পিতৃপক্ষের দিন জুড়ে আছে। এই সময়ে প্রয়াত পিতৃগণ এবং মাতৃগণ



মর্ত্যভূমির সবচেয়ে কাছে আসেন। হয়তো-বা বায়ুভূত নিরালম্ব অবস্থায় বংশধরদের ঘরের মধ্যেই প্রায় চলে আসেন-- সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নির্দেশেই নাকি সসৃষ্ট বংশধরদের এইভাবে করুণা করেন তাঁরা।

মহালয়া তিথির এই তাৎপর্য এবং মাহাম্য তার আগের চোন্দোদিনের মধ্যেও অনুসূত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুকপ্রদ কাহিনী না বললেই নয়। কথিত আছে-- মহাভারত মহাকাব্যের বিখ্যাত চরিত্র কর্ণ, যিনি দানের সময় কাউকে ফেরাতেন না বলে দানবীর কর্ণ নামে খ্যাত হয়েছেন। সেই কর্ণ যুদ্ধকালে অর্জুনের হাতে মৃত্যুবরণ করার পর বীরের সদ্গতি লাভ করে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে তাঁকে সাভিনন্দনে বরণ করে নিলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। মতান্তরে যম। অভিনন্দন-আবাহনের পর্ব শেষ হলে কর্ণকে খেতে দেওয়া হল থালা সাজিয়ে কিন্তু সে থালায় খাদ্য হল সোনার তৈরি নানা অলংকার, হিরে-মোতি, চুনি-পান্না। কর্ণ এই অদ্ভুত বিপ্রতিপত্তি দেখে দেবরাজের কাছে জিজ্ঞাসু হতেই তিনি বললেন-- দ্যাখো বাছা! তুমি এতদিন যত দান দিয়েছ ব্রাহ্মণদের, সেখানে অর্নপান, খাবার জিনিস কাউকে কিছু দাওনি। সেই কারণেই খাবার হিসেবে তোমাকে সোনাদানা, মণিরত্ন দিয়েছি। বিশেষত পিতুমাতৃকুলের কারও উদ্দেশে তুমি একটা পিণ্ড পর্যন্ত দাওনি, ফলৈ তোমার খাবার থালায় শুধু দানের জিনিস, কোনও অন্নপান নেই।

কর্ণ বললেন- দেখুন আমি তো সারা জীবন জানতামই না যে, আমার পিতা-মাতা কে, আমার পিতপরুষের তালিকাতেই বা কারা আছেন? সেখানে আমি পিগু দেব কার উদ্দেশে। ইন্দ্র বললেন-- বেশ তো, এখন তো তুমি সব জানো। আর তুমি এত বড় পনেরোদিনের জন্য আবার মর্ত্যে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি-- এই প্রতিপদ থেকে মহালয়া অমাবস্যা পর্যন্ত সময় ধরে তুমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিগু দাও। তারপর মহালয়ার পরেই ফিরে এসো, তখন এখানেও তোমার সুব্যবস্থা হবে।

কর্ণ ফিরলেন ধরণীতে। পনেরোদিন ধরে পিতৃমাতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ করলেন। তারপর যখন ফিরে স্বর্গলোকে, তখন ইন্দ্র বললেন-- তোমার এই পিতৃমাতৃ কর্মের পনেরোদিন এখন থেকে পিতৃপক্ষ বলে জগতে পরিচিত হবে এবং এখন তোমার আবাসস্থান হোক এই পিতৃলোক।

কাহিনীটি জনশ্রুত পরস্পরায় বাহিত হলেও বেশ উদ্ভাবিত বটে। অতএব এই পিতৃপক্ষের শেষ দিন মহালয়া দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত কোনও মহোৎসব নয়, বরঞ্চ এটা পিতৃপুরুষের মহোৎসব-- কোনও সময় তর্পণ না করলেও মহালয়ার তর্পণে সর্বসিদ্ধি। দুগপিজোর সঙ্গে তার বাস্তব সম্পর্ক এইটুকুই যে, এই দিনেই দুর্গার মূর্তি কারিগরেরা অনেকেই দুর্গামূর্তির চক্ষ্ণদান করেন— হয়তো-বা এই জন্যেই যে মা জননী চোখ খুলেই দেখবেন-- তাঁর সন্তানেরা পিতা-মাতা পিতৃপুরুষকে ভোলেনি, মহালয়ার তর্পণ সেরেই তারা বিশ্বাত্মিকা জগজ্জননীর পুজো আরাধনায় মন দেবে, পাঁচদিনের সাড়ম্বর মাতৃতন্ত্র পনেরোদিনের পিতৃতান্ত্রিকতাকে পরের বছরের জন্য জমা করে দেবে।

ছোটবেলায় যখন পূর্ববঙ্গে গ্রাম্যজীবন কাটিয়েছি, তখন ঘরের পাশে নদী বয়ে যেত। পিতাঠাকুরকে দেখতাম তিনি প্রতিদিনই নদীর কোমরজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করতেন। সেখানে মহালয়ার দিনটা আমার কাছে পৃথক কিছ ছিল না। তবে বিশেষ এইটক দেখতাম যে. দানবীর বলেই তোমাকে বলছি-- তোমাকে আমরা এই দিনটাতে জ্ঞাতিগুষ্ঠির আরও কয়েকজন নদীতে নেমে তর্পণ করতেন। কিন্তু এই পার্থক্যের কারণটা আমার সেই ছোটবেলায় কিছু বুঝিনি, এমনকি মহালয়া নামটাও যে আমার কাছে খুব পরিচিত ছিল, তাও নয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে যেই কলকাতায় এলাম তখন আমার পিতার মনে একটা অদ্ভত আনন্দ দেখলাম-- কারণ তিনি গঙ্গায় তর্পণ করতে পারছেন। ব্যাপারটা আরও জমে উঠল যখন আমার খুড়তুতো দাদা আমাদের বাড়িতে এসে বাড়ির বড় রেডিওর একটা জাল অ্যান্টেনা ছাদে লাগাতে গেলেন। তিনি বললেন, কাল মহালয়া ভোর ৪টের সময় বীরেন্দ্রকুঞ্চের মহিষাসুরমর্দিনী। অথচ উপলক্ষ্যটা একেবারেই অন্য ছিল-- আমাদের কালীঘাটের বাড়িটা যেহেতু প্রায় গঙ্গার তীরেই ছিল ফলত পিতৃ-মাতৃহীন অনেকেই আমাদের বাডিতে মহালয়ার আগের দিনই চলে আসতেন।মহালয়ার তর্পণ করবেন বলে। কিন্তু তর্পণের এই স্মার্ত বাধ্যবাধকতার মধ্যে হঠাৎই শরৎ-শিউলির একটা উন্মাদনা চলে এল সকাল ৪টের সময়। মুহূর্তের মধ্যে পিতৃপক্ষের শেষ দিন দুর্গাপুজোর প্রারম্ভিকে পরিণত হল বীরেন্দ্রকুঞ্চের সৌজন্যে। আমি আগেও মহালয়ার দিন দেখেছি। তখনও মহালয়ার দিন দেখলাম। রাত্রি ১০টার সময় রেডিও-কাঁটাটিকে একেবারে যথাযথ তরঙ্গে স্থাপন করে তাকে বারবার পরীক্ষা করে রাখা হল, যাতে ভোর ৪টের সময় একটা সেকেন্ডে একটা শব্দও যাতে বিফলে না যায়। টেবিল ঘড়িতে ৩.৪০-এ অ্যালার্ম। যাতে সকলে চোখ-মুখ ধুয়ে রেডিওর ধারেকাছে বসে পড়তে পারে। বাচ্চারা যেমন বড়দের দেখলে ভয় পায়, তেমনিই বড়দের আনন্দ দেখলে তারাও আনন্দে উন্মাদনায় শামিল হয়। আমরাও তেমনই ছিলাম।

মহালয়া দু-তিন বছর এইভাবে চলার পর আমি একবার আমার বাড়িওয়ালি বৃদ্ধাকে দেখলাম-- তিনি সকালে মহিষাসুরমর্দিনী শোনার পরই দুর্গে দুর্গতীনাশিনী বলে সমস্ত ঘরগুলিতে গঙ্গাজল ছিটোলেন। আমি সেদিন বুঝলাম তিল-তুলসী-গঙ্গা শরৎ-শিউলি-কাশে পরিণত হল।

ছোটবেলায় গ্রাম্য কাকা-জেঠাদের বাড়িতে কেউ গতায়ু হলে সেই শোকতাপ আমাদের স্পর্শ করত। অবশেষে শ্রাদ্ধের দিন সেই বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে দুটি শব্দ এমনভাবেই পুনরাবৃত্ত হত। যাতে কোনও শব্দবোধ ছাডাই কেমন যেন ভারাক্রান্ত হত আমার হৃদয়। একটা ছিল--ব্রাহ্মণায় অহং দদানি-- আমি এটা ব্রাহ্মণকে দিচ্ছি। আর দ্বিতীয় বাক্যটি হল শেষের দিনে সেজন বিনে-- ওঁ গয়া-গঙ্গা-গদাধরো হরিঃ। প্রিয়জনবিহীন মানুষটি প্রিয়জনের প্রতিরূপী ব্রাহ্মণকে দান করছেন--এতে ব্রাহ্মণত্ব খণ্ডিত হয় নাকি ব্রাহ্মণের লাভের পথ প্রশস্ত হয়, সে তর্ক থাক। কিন্তু গয়া গঙ্গা গদাধরো হরিঃ-- এই বাক্যে প্রয়াতজন জীবিতজনের কাছে পিগুলাভ করছেন অর্থাৎ খাবার পাচ্ছেন-- এই ভাবনাটা অদ্ভুত এক অদৃশ্য সেতু তৈরি করে দেয় মৃত এবং জীবিতের মধ্যে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ-পিগু অন্ত্যেষ্টির পরে একটা শ্রাদ্ধকত্যেই শেষ হয়ে যায় না। পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদবর্গকে মনে রাখার জন্য বারবার বৎসরান্তিক তিথি ফিরে আসে-- সপিগুকরণ থেকে

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবৃদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে-যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বৃদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

রেললাইনের সুরক্ষা বাড়ানো প্রয়োজন

ভারতীয় লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ক্রমশ মাত্রাছাড়া যাচ্ছে। সেইসঙ্গে লাইনের ওপর দুষ্কৃতকারীদের হামলার ঘটনাও হঠাৎ করেই যেন বহুগুণ বেডে গিয়েছে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বেলওয়ে নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেলে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রীবাহী ট্রেন



চলাচল করে। এত বিশাল নেটওয়ার্ক পাহারা দেওয়া যেমন প্রায় অসম্ভব, তেমনি এটাও ঠিক যে কর্মচারী স্বল্পতায় ভারতীয় রেল ধুঁকছে। যত শীঘ্র সম্ভব রাতে রেলওয়ে লাইনের সুরক্ষায় নাইট পেট্রলিং বাড়িয়ে এবং ড্রোনের মতন আধনিক টেকনলজির সাহায্য নিয়ে রেলের লাইনকে নিরাপদ করার দিকে কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী বিবেকানন্দপাড়া, ধুপগুড়ি।

সম্পাদক: সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জ্ঞী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সর্নণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ড বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস: মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-

৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ: ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001. Printed at Jaleswari. West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail. com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

থিমের বাড়বাড়ন্তে এখন দুগাপুজোয় উধাও ভক্তি

বন্ধুকে নিয়ে থিমের পুজো গিয়েছিলাম। প্রতিমা দেখতে থেকে মণ্ডপসজ্জা– সবটাই ছিল চোখধাঁধানো। কিন্তু মণ্ডপের কোথাও কোনও ঢাক, ধুনুচি নাচ কিছুই ছিল না। এমনকি ভিড় করে সবাঁই প্যান্ডেলে ঢুকছেন বটে, কিন্তু অনেকেই প্রণাম করছেন না।

আমরাও একসময় ১৫০০, ২০০০ টাকার বাজেটের পুজো করেছি। সেইসময় ঢাকি থেকে ধুনুচি নাচ সবই থাকত। এককথায় মণ্ডপে যেন ভক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি হত। প্যান্ডেলে এসে সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যাবার সময় সবাইকে নকুলদানা বা বোঁদেও দেওয়া হত। এখন ৩০-৪০ লক্ষ টাকার বাজেটের পুজো হলেও এসবের কোনও বালাই নেই। তার ওপর এখন অনেক থিমের মণ্ডপে এও দেখা যায়, দুর্গাকে ছোট করে বানিয়ে প্যান্ডেলের এক কোনায় রেখে দিতে। কেউ কেউ অন্ধকার নজর দিতে পুজো কমিটির কাছে যতন পালটোপুরী, শিলিগুড়ি।



করে রাখে, কেউ বা নামমাত্র আলো জ্বালিয়ে রাখেন। বিষয়গুলির এই

অনুরোধ জানাই। মাকে করতে না পারলে প্যান্ডেল করার দিকে প্রয়োজন কী!

আর কবে সংস্কার হবে

ক'দিন বাদেই বাঙালির প্রাণের প্রিয় দুগোৎসব, তবুও মুখভার তিনটি গ্রামের মানুষের। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খানাখন্দে ভরা, উঠে গিয়েছে সম্পূর্ণ পিচের চাদর। একদিকে শীতকালে ধুলোয় অতিষ্ঠ, অন্যদিকে বর্ষা এলেই রাস্তা যেন ডোবা, চলাচলের অযোগ্য, নজর নেই প্রশাসনের। আলিপরদয়ার জেলার-১ ব্লকের মথুরা বাজার থেকে তপসিখাতা পঞ্চায়েতের শালবাড়ি মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাত কিমি রাস্তা ব্যবহারের একেবারেই অযোগ্য। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর মথুরা মোড় থেকে মথুরা বেসিক স্কুল পর্যন্ত প্রায় এক কিমি রাস্তা পেভার্স ব্লক দিয়ে নতন করে সংস্কার করলেও বাকি সম্পূর্ণ রাস্তা যেন নরকযন্ত্রণার শামিল। তবৈ এই রাস্তা সংস্কার হলে একদিন স্বর্গের রাস্তার রূপ নেবে ঠিক এমনটাই আশা সকলের।

কিন্তু এই জরাজীর্ণ রাস্তা কবে সংস্কার হবে সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। বিদ্যুৎ দাস

তপসিখাতা, আলিপুরদুয়ার।

জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুতের কোনও কলসেন্টার নেই। আগে গোপালপুর অফিস ও সমাজপাড়ায় কলসেন্টার ছিল। বর্তমানে সেটা শহরের বাইরে। ফলে শহরবাসীর বিদ্যুতের সমস্যা, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদির জন্য ৫০-১০০ টাকা খরচ করতে হয়। সকলেই তো অনলাইনে কাজ জানেন না বা মোবাইল অ্যাপের ব্যবহার জানেন না। সমস্যা হলে অন্যের সাহায্য নিতে হয় বিশেষ করে বয়স্ক গ্রাহকদের। রাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে চরম সমস্যা হয়।

আগের মতো শহরের মধ্যে কলসেন্টার হলে সুবিধা হত। কদমতলা, রায়কতপাড়া, সমাজপাড়ায় কলসেন্টার চালু হলে শহরবাসীর খুবই উপকার হবে।

নৃপুর ব্যানার্জি, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।



–ঃ ঠিকানা ঃ– সম্পাদক, জনমত বিভাগ উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই–মেল janamat.ubs@gmail.com হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ 🛮 ৩৯৫৩

পাশাপাশি : ২। এই দেবী মহিষাসুরকে বর দিয়েছিলেন ৫। পরিশ্রম করে পাওয়া অর্থ ৬। সময়ে উপস্থিত হতে না পারা ৮। পায়ে পরার অলংকার ৯। জনতার সঙ্গে এই ফলের সম্পর্ক আছে ১১। ফুল অথবা দেবী দুর্গা ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়িপাতা বা লুকিয়ে শোনা।

উপর-নীচ : ১। দেবী উগ্রচণ্ডার আট যোগিনীর একজন ২। সোনা মাপার পুরোনো একক ৩। যে রাজ্যে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির আছে ৪। পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার সঙ্গে এই বাজনার সম্পর্ক ৬। গ্রীবা বা টুঁটি ৭। যে ঘরে পুরুষের ঢোকা বারণ ৮। মিষ্টি বানানোই এর পেশা ৯। একটি ফলের নাম ১০। চণ্ডীপাঠে যে দেবীকে অনেকবার নমস্কার করা হয় ১১। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন যে দেবী ১২। সাময়িক বিশ্রাম ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ৩৯৫২

পাশাপাশি: ১।জলপাই ৩।হিমজা ৫।খরাকবলিত ৬।মিশেল ৭। নায়িকা ৯। বাহনকেশরী ১২। হীরক ১৩। নিরাশ্রয়। উপর-নীচ : ১। জন্মভূমি ২। ইন্দিরা ৩। হিজাব ৪। জান্নাত ৫। খল ৭। নারী ৮। কার্তিকেয় ৯। বারাহী ১০। নরক ১১। শকুনি।

বিন্দুবিসর্গ





MONTH **BESIDE BEHALA THANA** EMI OPP. BAZAR KOLKATA **EMI OFF** SAMSUNG SONY (LG LOSD AKAI ONIDA Panasonic Haier

YES BANK & INDUSIND BANK

BEHALA













BACK



PAYMENT

DAYS

GUARANTEE

000 For Finance

CASH BACK' Customer



BAJA

HDB SERVICE

kotak

IDFC FIRST Bank

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২ অক্টোবর ২০২৪ পাঁচ





























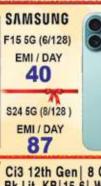












































LLOYD

















STORES TRUSTED NAME STATES 31 CITIES

LOCATIONS OUR NEAR YOU **BRANCHES:**

SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257

BALURGHAT

B.T. Park, Tank More

90739 31660

85840 38100 JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari

98301 22859

BAGDOGRA

Near Station More, Opp. Lower Bagdogra

85840 64028 S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025

RAIGANJ

Near Sandha Tara, Bhawan

MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029 COOCHBEHAR

N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi

84200 55240

(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718 OTHER BRANCHES: GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGER-BAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHIN-SURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUI-PUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR,

BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BUR-

DALHOUSIE -

DWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT. *Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444 BLG SAMSUNG SONY Panasonic of the star ONIDA AKAI HYUNDAI LLOUD Hojer Whirlpool HITACHI VOLTAS GOV (A) BOSCH IFB & BAJAJ PHILIPS USHIC CORRESPONDED & OPPO VIVO

স্ত্রীকে ইট দিয়ে মারধরের অভিযোগ চকভৃগুতে

বালুরঘাট, ১ অক্টোবর : বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক রয়েছে এমন সন্দেহে স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ইট দিয়ে স্ত্রীকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পালাতে গেলে অভিযুক্তের ভাই ওই গহবধকে বেধডক মার্ধর করে। এমনকি যে বাড়িতে ওই মহিলা থাকেন সেখানেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য বালুরঘাট থানার চকভৃগুতে। স্বামীর হাতে এভাবে আক্রান্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হন আক্রান্ত গৃহবধু। অভিযোগ পেয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

পুলিশসূত্রে খবর, ওই গৃহবধূর বালুরঘাটের বাদামাইল এলাকায়। প্রায় ১৩ বছর আগে শহরের রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দ এক তরুণের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে নানা কারণে অশান্তি হচ্ছিল। প্রায়দিন দাম্পত্যকলহ হত। অশান্তির কারণে এর আগেও থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওই গৃহবধূ একাই বালুরঘাটের চকভৃগু এলাকায় ভাড়া বাড়িতে

অভিযোগ, ওই গৃহবধুর স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করত। এবং এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মহিলার উপরে প্রায়শই অত্যাচার চালাত। এরপর সোমবার রাতের বেলা বাড়িতে এসে তাণ্ডব চালায় অভিযুক্ত স্বামী। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বালুরঘাট থানায় স্বামী ও দেওরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের

এবিষয়ে আক্রান্ত গৃহবধূ বলেন, 'আমাকে ইট দিয়ে আঘাত করেছে। চোখে ও গায়ে অনেক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আমি থানায় দুজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম। বিয়ের পর থেকেই আমার উপর অত্যাচার চলত। ওর শাস্তি চাই আমি।' বালুরঘাট থানার তরফে জানানো হয়েছে, তারা লিখিত অভিযোগ পেয়েছে। পুরো

নাবালিকাকে যৌন নিযাতন, ধৃত দুই

নাবালিকাকে যৌন নিযাতনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচকে। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ায় ধৃতের বাবাকেও গ্রেপ্তার

পুলিশ জানিয়েছে, একটি সাড়ে পাঁচ বছরের মেয়েকে যৌন নিযাতিনের অভিযোগ ওঠে ওই তরুণের বিরুদ্ধে। শিশুটির বাড়িতে তার দাদার সঙ্গে বসে অনলাইন গেম খেলত অভিযুক্ত। সোমবার থাকায়, বাড়িতে একাই ছিল ওই শিশুকন্যা। সেই সময় পরিবারের সকলে বাড়ির বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগে অভিযুক্ত যৌন নিযাতন চালায়। ওই নাবালিকা বর্তমানে চিকিৎসাধীন। নিযাতিতার পরিবার কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযক্তকে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তের বাবা পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা বাধায়। ফলৈ তার বাবাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। কালিয়াচকের এসডিপিও ফাইসাল রাজা বলেন, 'ওই তরুণের বিরুদ্ধে পকসো মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার বাবা

ডালখোলা, ১ অক্টোবর বাবা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। অন্য মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সেসব জেনে ফেলেছিল মা। এনিয়ে বাবার সঙ্গে ঝামেলাও হয়েছিল। তার জেরেই মা'কে খুন করেছে বাবা। শুধু তাই নয়, বাবা আমাকেও কুপ্রস্তাব দিয়েছে। থানায় গিয়ে বাবার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানিয়েছে মেয়ে। তার অভিযোগ পেয়েই বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ। এই খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়েছে গোটা ডালখোলাজুড়ে।

এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন, ১৪ বছর আগে ধৃত ব্যক্তি স্থানীয় এক তরুণীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে শৃশুরবাড়ির গ্রামেই থাকতে শুরু করেন ওই ব্যক্তি। তাঁদের ১৩ বছর বয়সি মেয়ে ও ১০ বছর বয়সি ছেলে আছে। মেয়ে পুলিশকে জানিয়েছে, দু'বছর ধরে তার বাবা অন্য মহিলার সঙ্গে অবৈধ

সঙ্গে মাঝেমধ্যেই বাবার অশান্তি চলত। ঝামেলা হলে তো বটেই. কখনও বিনা কারণে মাকে মার্ধর করত বাবা। প্রায় প্রতিদিন এই ঘটনা চলত। শুধু তাই নয়, বাবা তাকেও কপ্রস্তাব দিয়েছে। সেটা মায়ের সামনেই। এনিয়ে প্রতিবাদ করার জন্যও মাকে মার খেতে

পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীকে খুন

হয়েছে। সোমবার সন্ধেয় ভাই আর সে ক্যারাটে ক্লাসে গিয়েছিল। ক্লাস শেষ করে বাবার সঙ্গেই তারা বাড়ি ফিরে আসে। দেখে, বাড়ির সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বারবার ডেকেও মায়ের সাড়া না পেলে তারা প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানায়। পড়শিদের সাহায্যে দরজা খোলা হলে দেখা যায়, বাডির কলপাড়ে মা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মৃত বধূর দিদি জানান, 'খবর হয়েছে।'

ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই। সেখানকার চিকিৎসকরা বোনকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলে ওকে রায়গঞ্জের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসার বোনকে মত ঘোষণা করেন। রাতেই মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। খবর দেওয়া হয় ডালখোলা থানাতেও। পলিশ এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠায়।'

মেয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সার্কেল ইনস্পেকটর বরুণ শেঠ 'একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। মৃতার খনের অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযক্তকে গ্রেপ্তার করে গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু



বালুরঘাটে অভিযাত্রী ক্লাবের পুজো মণ্ডপে শিল্পীর ছোঁয়া। মঙ্গলবার অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

সকাল ১১টায় মাত্র

দেখে ক্রন্ধ শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান

থেকে বের হতে হবে। কোনওভাবে শিক্ষক এসেছেন। তখন সকাল স্থল ফাঁকি দেওয়া যাবে না। ফাঁকি ১১টা পেরিয়ে গিয়েছে। স্কুলের এই দিলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পজোর মুখে হুঁশিয়ারি দিলেন দক্ষিণ দিনাজরপর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদেব চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা।

দেরিতে স্কুল আসা এবং তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে বেরিয়ে যাওয়া। মাঝেমধ্যেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠে। এনিয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয় শিক্ষকদের। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সময়মতো স্কুল না আসার অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদেব চেয়াব্যানে সন্মোষ হাঁসদা। কাউকে না জানিয়ে হাজির হয়েছিলেন তপন চক্রের কমলপর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

তপন, ১ অক্টোবর : সময়মতো হাজির হলেও পাঁচজন শিক্ষক- মাঝেমধ্যেই স্কুলগুলি পরিদর্শন স্কুলে আসতে হবে। আবার স্কুল শিক্ষিকার মধ্যে শুধুমাত্র একজন করেন।' হাল দেখে ক্ষুব্ধ হন সন্তোষবাবু। উপস্থিত একজন শিক্ষককে নিয়ে

তিনি নিজেই ক্লাস নিতে শুরু খোদ চেয়ারম্যানকে ক্লাস নিতে দেখে না।' তাঁদের তো চক্ষ চডকগাছ। শিক্ষকদের স্কুল ফাঁকি রুখতে

সোমবারও তপনের কয়েকটি স্কল পরিদর্শন করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। বিভিন্ন ফাঁকি মেনে নেওয়া যায় না। কেউ স্কুলের পঠনপাঠন খতিয়ে দেখেন।

খলিলুর রহমান নামে এক অভিভাবকের অভিযোগ, 'শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে সময়মতো না বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আসলে আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাবে। শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান স্কুল পরিদর্শন সেখাতে দেখেন, শতাধিক ছাত্রছাত্রী করায় আমরা খুশি। তবে তিনি যেন আলোচনায় বসব।'

তপনের এক গৃহবধু শান্তনা মানুষ। বেসরকারি স্কুলে বাচ্চাদের লেখাপড়া করানোর সামর্থ্য নেই। সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা করেন। একে একে বাকি শিক্ষক- সময়মতো স্কুলে এসে ক্লাস নিলে শিক্ষিকারা স্কুলে এসে পৌঁছোন। আমাদের দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়

> সন্তোষ হাঁসদার সাফ কথা. 'শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সময়মতো স্কলে আসতে হবে। কোনওভাবেই স্কুল ফাঁকি দেওয়া চলবে না। স্কুল স্কুল ফাঁকি দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ দেওয়া হবে। কমলপুর অবৈতনিক প্রাথমিক সময়মতো স্কুলে আসার কথা বলা হয়েছে। পুজৌর পর আমরা বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে

আবাসের টাকা যেন খোলামকুচি

আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে মাল পুরসভা। পুর আইন, রাজ্য বা কেন্দ্রের বিধি নয়, মালে তৃণমূল চেয়ারম্যান স্বপন সাহার কথাই আইন। সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে শহরে কার্যত একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন স্বপন। সব জেনেবুঝেও পর্দার আড়াল থেকে চেয়ারম্যানের দুর্নীতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছেন তৃণমূল নেতাদেরই একাংশ। <mark>আজ প্রথম কিস্তি</mark>

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মালবাজার, ১ অক্টোবর : পুর দপ্তরের তদন্তে মাল পুরসভার হরেক দুর্নীতির হদিস মিলেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বিলি থেকে ঘর তৈরি- সবেতেই সরকারি নিয়ম শিকেয় তুলে পুর বোর্ডের কাজকর্ম দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন তদন্তদকারীরা। নিয়ম বলছে, ওই আবাস যোজনায় সরকারি অনুদানের ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা সরাসরি জমা হবে উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উপভোক্তা নিজেই ধাপে ধাপে তৈরি করবেন ঘর। কিন্তু আইন ভেঙে ঘর তৈরির জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করেছিলেন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। টেন্ডার ছাড়াই পুরসভার প্যাডে চিঠি দিয়ে পছন্দের লোকেদের ঘর তৈরির সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্বও দেওয়া

হয়েছিল। ২০১৫-২০১৬ আর্থিক বর্ষ

অভিযোগ ■ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়

বড়সড়ো অনিয়ম

 ঘর তৈরির জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করেছিলেন চেয়াব্রমান

■ কোনওরকম টেন্ডার ছাডাই পছন্দের লোকেদের ঘর তৈরির বরাত

■ ছশোর বেশি ভুয়ো উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে আবাস যোজনার

■ প্রায় এক কোটি বাড়তি টাকা ঢুকেছে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে

আবাস যোজনায় ঘর প্রদান। এখনও বরাদ্দ পেয়েছে পুরসভা। বর্তমানে এখনও প্রথম পর্যায়ের উপভোক্তাদের সকলে অনুদানের পুরো টাকা পাননি। অভিযোগ, উপভোঁক্তার তালিকাতে নাম নেই এমন ছশোর বেশি লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে আবাস যোজনার প্রায় এগারো কোটি টাকা। প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত বেশি টাকা ঢুকেছে বহু উপভোক্তার করে সেই টাকা ভুয়ো উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার কারণেই পর্যায়ক্রমে ঘর তৈরির কাজ শেষ

পুরকতরা। ২০২৩ সালের পয়লা জুলাই চেয়ারম্যান মূর্শিদাবাদের একটি সংস্থাকে আবাস যোজনাব পঞ্চাশটি ঘর তৈরির সরঞ্জাম এবং শ্রমিক মতো মারাত্মক গরমিলও ধরে সরবরাহের বরাত দিয়েছিলেন। ফেলেছেন তদন্তকারীরা। *(চলবে)*

হচ্ছে না। উত্তর দিতে পারছেন না

থেকে মাল পুরসভায় চালু হয় ২০২৪ সালের ২৫ জুলাই বারুইপুরের একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ঘরের দুশোটি ঘর তৈরির সরঞ্জাম এবং শ্রমিক সরবরাহের দায়িত্ব। কোনও ষষ্ঠ পর্যায়ের ঘর প্রদান চলছে। তবে ক্ষেত্রেই টেন্ডারের কোনও নথি খুঁজে পাননি তদন্তকারীরা। কেন্দ্র থেকে আসা টাকা প্রথমে ঢুকেছে পুরসভার আকোউন্টে। তারপর পরসভা সেই টাকা বেছে বেছে পাঠিয়েছে পছন্দের উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে।

এমনকি অনুদানের চাইতেও অ্যাকাউন্টে। উপভোক্তার ২৫ হাজার মিলিয়ে প্রকল্পের মোট অনুদানের পরিমাণ হওয়ার কথা ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। কারও আকোউন্টে অতিরিক্ত ৫০ হাজার, কারও অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার, এভাবে এক কোটির বেশি বাড়তি টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর

গৌড়বঙ্গের জলছবি

চোখ রাঙাচ্ছে মহানন্দা, তৎপর পুরসভা

পুরাতন মালদা, ১ অক্টোবর : পুরাতন মালদা শহরের অসংরক্ষিত এলাকায় প্লাবনের থাকায় পুরসভাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল জেলা প্রশাসন। পুর কর্তপক্ষকে বাসিন্দাদের আগাম সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করতে বলা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় টিম প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে পুরসভার তরফে সেই নির্দেশ কার্যকর করার কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে, নদীর জলস্তর হু হু করে বাড়ছে। কার্যত বিপদসীমার কাছেই বইছে মহানন্দা। যেকারণে শহরের

পুরাতন মালদা

প্রায় ৩০টি বাড়ির আশপাশে জল উঠতে শুরু করেছে।

জেলা সেচ দপ্তরের দাবি. মঙ্গলবার সকালে ২০.৫৩ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছিল মহানন্দার জল। নদীর বিপদসীমা হচ্ছে ২১ মিটার। স্বভাবতই বিপদসীমা কার্যত ছুঁয়ে ফেলতে চলেছে মহানন্দা। ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শ্যাম মগুল জানান, 'নদীর জল বাড়ছেই। ৩০টি বাড়ির রাস্তা কার্যত জলমগ্ন। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছি।

পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, 'জেলা প্রশাসন থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এনিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছ।'

জল ছাড়ায় ক্ষোভ সাংসদের

টাঙনের জল বেড়েই চলেছে। বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার চাকনগর পঞ্চায়েতের ডোবা খোকসান এবং কদুবাড়ি গ্রাম পরিদর্শন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেচ দপ্তরের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ. বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী, বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস প্রমুখ। এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি ত্রাণ

দোলা সেন জানান, 'টাঙন

গাজোল

নদীপাড়ের বাসিন্দারা কী অবস্থায় আছেন, তা দেখার জন্যই এখানে এসেছি। রাজ্যের সঙ্গে কথা না বলে অন্য রাজ্য এবং নেপাল থেকে প্রচর পরিমাণে জল ছাড়া হয়েছে। যার ফল ভুগতে হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ উত্তরবঙ্গকে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন জলমগ্ন এলাকার মান্যদের পাশে দাঁডাতে। তাঁর নির্দেশ্ অনুযায়ী আমরা পরিদর্শনে

জল ছাডা নিয়ে সরব হন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনও। তাঁর কথায় 'বৃষ্টির জলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলৈ তা সামলে নেওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ করে যদি এভাবে বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয় তাহলে আমাদের মুশকিলে পড়তে হয়। আমরা দূর্গতদের পাশে রয়েছি।'

বানভাাসদের খাবার, ইংলিশ খয়রা প্রমুখ বলেন, গতকাল

মঙ্গলবার বংশীহারীর বানভাসি এলাকা পরিদর্শন করলেন বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এদিন তিনি বংশীহারীর এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের জামার. ছোট সিহল, বড় পুকুর এবং করই কলোনি এলাকার বানভাসিদের সঙ্গে কথা বলেন। শোনেন তাঁদের অভাব-অভিযোগ। ১০০ জন বন্যাদর্গতদের হাতে তুলে দিলেন ত্রিপল, বস্ত্র এবং চালডাল। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বংশীহারীর সমষ্টি উন্নয়ন কতা সুত্ৰত বল, মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা, বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ প্রমখ। বিকেলে তিনি ব্রজবল্পভপুরের জুনিয়ার হাইস্কুলে গিয়ে আশ্রয়

[[নয়]দপুর

নেওয়া মানুষদের হাতে তুলে দেন

এদিকে, এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের ধুমপাড়া গ্রামের একাধিক পরিবার সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সোমবার বিকেলের দিকে টাঙনের জল বহু বাড়িতে ঢুকে যাওয়ায় বাডির বাসিন্দারা প্রাথমিক স্কলে আশ্রয় নিয়েছে। খবর পেয়ে ব্লক প্রশাসন এবং এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের তরফে তাঁদের খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবারগুলির ব্যবহারের জন্য স্কুলের শৌচাগার খুলে দেওয়া

পনর্ভবা নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। প্লাবিত হয়ে পড়ে ব্লকের যাদববাটি সহ তপন ব্লকের বাংলাপাড়া. সুতইল, বাটোর। নৌকা না মেলায় রাতের অন্ধকারে কোমরসমান জল ভেঙে বানভাসিদের কাছে খাবার পৌঁছে

ঘোষ আইসি

বিকাল থেকে টাঙনের জল

বাড়িতে ঢুকতে শুরু করে। সন্ধ্যায়

উঠোন ছাপিয়ে জল ঘরে প্রবেশ

করলে আমরা স্কুলে আশ্রয় নিই।'

বংশীহারীর সমষ্টি উন্নয়ন কর্তা সুব্রত

মানুষদের খাবার এবং জলের ব্যবস্থা

করা হয়েছে। আমরা পরিস্থিতির

দেখলেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব

মিত্র। রবিবার গভীর রাতে প্রবল

স্রোতে গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর

পঞ্চায়েতের যাদিববাটি ঝাড়তলায়

দিকে নজর রেখেছি।'

তপনের বন্যা পরিস্থিতি

লেপচা, এসআই বিভু ভট্টাচার্য। ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'বাঁধ ভৈঙে যাওয়ায় তপনে বেশ কয়েকটি বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে। আজ বংশীহারীর বেশ কয়েকটি এবং তপনের সুতইল, কসবা বাটোর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা হল। যে এলাকায় বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, সেই এলাকায়

দেন তপন ব্লকের বিডিও তীর্থক্ষর

জনমারি ভিয়াল্লে

বন্যার্ত এলাকায় সাংসদ

রতুয়া, ১ অক্টোবর : মঙ্গলবার উন্নয়ন আধিকারিক রাকেশ টোপ্পা, হাকল ইসলাম। তার আগে রতুয়া-১

রতুয়া

ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর চলে যান সুজাপুর বাঁধে। সেখান থেকে নৌকায় মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি। সঙ্গে ছিলেন সমষ্টি

মহানন্দটোলা ও বিলাইমারির বন্যা রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি, রতুয়া ও ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন থানার আইসি অর্ঘ্য সরকার, চাঁচলের মহকমা শাসক সৌভিক মুখাৰ্জি প্রমুখ। মহানন্দাটোলা পঞ্চায়েতের ভাৰ্ডন বিধ্বস্ত এলাকা কান্তটোলা. শ্রীকান্তটোলার পাশাপাশি বিলাইমারি পঞ্চায়েতের পশ্চিম রতনপুর, রুহিমারি ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। কথা বলেন বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে। শোনেন তাদের অভাব-অভিযোগ। বন্যাদুর্গতরা পুনর্বাসনের

অরবিন্দ কলোনিতে মহানন্দার জমা জলে ভেসে যাচ্ছে বইখাতা। মঙ্গলবার মালদায়। - অরিন্দম বাগ নৌকা চলাচলে

না প্রশাসনের হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ অক্টোবর : জলবৃদ্ধির ফলহরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ইসলামপুর পঞ্চায়েত অঞ্চলে। নৌকা চলাচল বন্ধ করেছে প্রশাসন। এলাকার বাসিন্দাদের পারাপারের জন্য গোবরাঘাট এলাকায় এনডিআরএফ-এর সরকারি ৪টি নৌকায় চলাচল করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ছাত্রছাত্রীদের গোবরাঘাট থেকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লাইভ জ্যাকেট পরিয়ে নৌকায় ওঠানো হয়।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, শুধুমাত্র জরুরি ভিত্তিতে নৌকা চলাচল করা হচ্ছে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে। ত্রাণ, খাবার, পশুখাদ্য, জল এবং চিকিৎসার জন্যই আপাতত চারটি

হারশ্চন্দ্রপুর

নৌকা রাখা হয়েছে। আর এই নৌকাগুলোর মাধ্যমে নদীর ওপারে থাকা অসংরক্ষিত এলাকার বিভিন্ন সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিডিও তাপস পাল জানান, 'আমরা সবরকমভাবে দুর্গতদের পাশে আছি।' তবে প্রাক্তন বিধায়ক মস্তাক আলমের মতে, 'ফুলহর দিয়ে বর্তমানে বিহারের নৌকাগুলো চলাচল করছে। কিন্তু বাংলার নৌকাগুলোকে পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে।

জল কমেছে আত্রেয়ীতে

বালুরঘাটের আত্রেয়ীতে কমছে জল। সোমবার থেকে অনেকটাই জল কমেছে। সেচ দপ্তরের তরফে খবর, আত্রেয়ীর প্রাক বিপদসীমা ২২.৫৫ মিটার। সেই সীমার অনেক নীচে নেমেছে জল। মঙ্গলবার সকাল মিটার। পাহাড়ে বৃষ্টি না হলে আর জল বাডবে না বলেই সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে নদীতে জল কমে যাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা।

এবিষয়ে বালুরঘাট ডিভিশনের সেচ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কর মিশ্র বলেন, 'নদীর জল অনেকটাই কমেছে।'

ফেরিঘাটে ভাড়া

বৃদ্ধিতে ক্ষোভ

পাঁচদিন পর ফেরিঘাট খুললেও

গোদের উপর বিষফোডার মতো

ও পারশিবপুর থেকে ধুলিয়ান ফেরিঘাটের ভাড়া বাড়ায় ক্ষোভে

২৫ সেপ্টেম্বর থেকে মালদা-

মুর্শিদাবাদের জলপথ বন্ধ করে

প্রশাসন। পারদেওনাপুর শোভাপুর,

বাখরাবাদ, কম্ভীরা, কৃষ্ণপুর, সুজাপুর

অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের

নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রশাসনের

তরফে নৌকা চলাচল বন্ধের নোটিশ

জারি করা হয়েছিল। কিন্তু ফের ফেরি

খুলতে দাম বেড়ে গিয়েছে। একবার

শারাপারের জন্যে মোট ২০ টাক<u>া</u> দিতে হত। কিন্তু এখন সেটা ৩০ টাকা

নেওয়া হচ্ছে। নিত্যযাত্রী সামসুদ্দিন

আহম্মেদের মতে, 'এই কয়দিন

নৌকা বন্ধ রেখেছিল নিজেদের

পারলালপুর

ভাড়া বেড়েছে।

ফুঁসছেন এলাকাবাসী।

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে তালা মেরে ভাতুনে বিক্ষোভ

চপিসাডে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্র নিয়ে যাওয়ার গ্রামবাসীদের সঙ্গে জমিদাতার পরিবার শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে শোরগোল পড়ে রায়গঞ্জের ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের তাজপুর আনসারিপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। দীর্ঘক্ষণ তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পর পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিলেও তালা খোলার ব্যবস্থা করতে পারেননি পুলিশকর্মীরা। গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি, তাঁদের গ্রামে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র না নিয়ে আসলে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিশুশিক্ষাকেন্দ্র তালাবন্ধ করে দেওয়া হবে। বিক্ষোভের জেরে ছাত্রছাত্রীরা

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারিকা কাবেরী সরকার বলেন. ক্যাম্পাসেই একটি অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র ছিল। কেন্দ্রটি দু'দিন আগে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই কেন্দ্রে

তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন জমিদাতা ও

এলাকার বাসিন্দারা।'

শিশুশিক্ষাকেন্দ্ৰ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ২০০৫ সালের ৩০ জানুয়ারি ১১ শতক জমি দান করেছিলেন মহম্মদ ইয়াসিন আলি। তাঁর ছেলে মনজুর আলি বলেন, 'এলাকার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে বাবা ১১ শতক জমি তাজপুর আনসারিপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও দাস ও কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা রিনা

বিষয়টি দেখাশোনা করছেন। সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সংস্কারের জন্য আনসারিপাডা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের নামে টাকা মঞ্জর হয়। সেই টাকা আত্মসাৎ করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিকে গতকাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদেই গ্রামের সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।'

এপ্রসঙ্গে সিডিপিও সাজিমদ্দিন মণ্ডল জানান, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি কী কারণে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা জানার জন্য সুপারভাইজার তৃষা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দান দাসকে ডাকা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে

করেছিলেন। দু'বছর আগে বাবার কথা বলার পর বিষয়টি স্পষ্ট হবে।'

জেলার খেলা

ফায়দা লোটার জন্যে।'

চ্যাম্পিয়ন এলোন্দারি

রায়পরে আমরা কজনের চ্যাম্পিয়ন হল ফটবলে এলোন্দারি। ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে টালসীকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৩ হাজার

চণ্ডীপাঠ শুনতে ভরসা রেডিওতে

বালরঘাট, ১ অক্টোবর : ওঠেন। সাইকেল মেরামতি করে রোজগার দলাল সিংহের। রেডিওতে বাংলা গান, আকাশবাণীর খবর শোনা ওর শখ। আর মহালয়ায় ভোরে মেরামতির দোকান। বহুযুগ আগে বীরেন্দ্রকষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ না শুনলেই নয়। এই ডিজিটাল যুগেও রেডিও আগলে রাখেন দলাল। বয়স প্রায় ৭০-এর কাছাকাছি। সাইকেল

শহরের বৈদ্যনাথপাড়ায় বাড়ি দলাল সেখানে সাইকৈল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় চণ্ডীপাঠ শুনবেন বলে রেডিও কিনেছিলেন। তাঁর আগে রেডিওর খুঁটিনাটি যাচাই করে নিতে দেখা গেল দুলালবাবুকে। মেরামতি করতে করতেই রেডিওতে দোকানে বসেই ফাঁকা সময়ে কান। মাঝেমধ্যে গুনগুন করে গেয়ে রেডিওতে ঠিক করে রাখছিলেন

আকাশবাণী প্রচারতরঙ্গ। দুলাল সিং বলেন, 'বহু বছর

আগে রেডিও কিনেছিলাম। তারপর থেকে সব সময় এর সঙ্গেই দিন কাটাই। সাইকেল সারাতে সারাতে বেডিওতে কখনও খবব শুনি বা কখনও গান। মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শোনা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। রেডিও এক আবেগ। ডিজিটাল

মাধ্যমে এই আবেগ নেই।



সাফাই কর্মীদের

পুরাতন মালদা, ১ অক্টোবর : আজ পুরাতন মালদা পুরসভার হলঘরে দুপুর ২টা নাগাদ ২০টি ওয়ার্ডের সমস্ত সাফাই কর্মী, ওয়ার্ড সুপারভাইজার ও নির্মল সাথীদের নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ। সামনেই বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসব। তাই ওয়ার্ডকে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন , রোড লাইট যাতে ঠিকভাবে জ্বলে, তার বার্তা তুলে ধরেন পুরপ্রধান। এবং যে সমস্ত ওয়ার্চে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না. সেই সমস্ত ওয়ার্ডের সাফাই কর্মী, সপারভাইজার ও নির্মল সাথীদের নির্দিষ্টভাবে দেখভালের দায়িত্ব দেন। কার্তিকবাবু আরও বলেন যে সমস্ত ওয়ার্কাররা নিয়মিত কাজ করেন না বা সুপারভাইজাররা নিয়মিত ওয়ার্ডে নজরদারি করছেন না, আমি রিপোর্ট নিয়ে প্রয়োজনে তাঁদেরকে সরিয়ে দিয়ে নতুন ওয়াকার নিয়োগ করতে বাধ্য হব। কারণ, প্রতিটি ওয়ার্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। তিনি আরও বলেন. প্রয়োজনে ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৈঠক করে ওয়ার্ডের প্রতিটি জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিষেবা দিতে হবে। কারণ, সামনেই শারদীয়া দুর্গোৎসব। তাই কোনও ওয়ার্ড থেকে যেন কোনওরকম অভিযোগ আমার কাছে না আসে। প্রয়োজনে আমি কাল থেকে মোটরবাইক নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ড ঘুরে দেখব। এবং দেখব, ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট সহ নিকাশিনালা নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে কি না। সেই অনুযায়ী আমি আগামীদিনে পদক্ষেপ নেব। কারণ, যে সমস্ত ওয়ার্কাররা কাজ না করে বেতন নেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমি কড়া ব্যবস্থা নেব। এবং প্রসভার ডেঙ্গি প্রতিরোধে নিযুক্ত কর্মীদের বাডি বাডি গিয়ে সার্ভে করার নির্দেশ দেন, কোনও বাড়িতে যেন জমা জল বা আবর্জনা জমে না থাকে তা দেখার জন্য।

এছাড়া আজকের সভায় পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপপুরপ্রধান সফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলার ঝুলন সিংহবর্মা, বিশ্বজিৎ হালদার সহ প্রসভার নোডাল অফিসাররা।

কালিয়াচক, ১ অক্টোবর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মালো বিবি, নাজেমা বিবি, বুদ্দু শেখ ও মান্না শেখ। প্রত্যেকেরই বাড়ি দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রামে। মঙ্গলবার চারজনকেই মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। সাজেদা বিবি নামে এক গৃহবধূ নিজের স্বামী সহ পরিবারের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে বধূ নিযাতিনের মামলা দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে সোমবার রাতে একটি অভিযান চালিয়ে ওই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরী বলেন, 'বধু নির্যাতনের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নালিশ রোগীর আত্মীয়ের নামে

তুয়ার হাসপাতালে হুমকি, গ্রেপ্তার ২

রতুয়া, ১ অক্টোবর : এবার থেট কালচারের প্রভাব পড়ল মালদার রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হুমকি দিলেন এক রোগীর পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় রোগীর দুই আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করেছে পলি**শ**। ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তার দাবি তুলেছেন চিকিৎসকরা।

সোমবার রাত ১১টা নাগাদ বাম হাতের আঙুলে আঘাত নিয়ে রতুয়ার বালুপুর এলাকার বাসিন্দা অমরজিৎ গোস্বামীকে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন কর্মরত চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের অকথা ভাষায় করেন পরিজনরা। তাঁরা স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধরের হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। হাসপাতালে কর্তব্যরত

আত্মহত্যার সন্দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ অক্টোবর :

মঙ্গলবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুরের

গড়গড়ি গ্রামে বিহারের এক

মাখনা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

মৃতের নাম লক্ষ্মণ সাহানি (২৯)।

লক্ষ্মণ সাহানির বাডি বিহারের

থেকে সপরিবারে হরিশ্চন্দ্রপুর

মাখনা তৈরির কারখানায় কাজ

করছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর,

সোমবার রাতে স্ত্রীর সঙ্গে কথাকাটি হয়। সেই ঘটনার জেরে লক্ষ্মণ

আত্মহত্যা করেছে বলে অনুমান।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ দেহ

উদ্ধার করে ময়নাতদত্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে।

হারানো/প্রাপ্তি আমি উত্তম রায়, পিতা- স্বর্গীয়

গণেশচন্দ্র রায়, থানা-হিলি. গ্রাম-

বৈকুষ্ঠপুর, জেলা- দঃ দিনাজপুর,

আমার একখানি জমির দলিল

হারিয়ে গেছে। যাহার খতিয়ান নং-

১২০০ জেএল নং-০১১, দলিল

নং-১৭০২০৩৫৪৪ এবং জায়গার

পরিমাপ ৬ শতক। আমার বিনীত

অনরোধ কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি

পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে

এই নম্বরে যোগাযোগ করুন

9002184200. (M/SM)

একটি

এসেছিলেন। এখানে



রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালের বহির্বিভাগ। মঙ্গলবার তোলা সংবাদচিত্র।

হাসপাতালে সব কিছু সবসময় মজুত

থাকে না। রোগীর আত্মীয় পরিজনদের

সেলাইয়ের সুতো বাইরে থেকে নিয়ে

পর রোগীর মদ্যপ কিছু আত্মীয়

সিভিক ভলান্টিয়ার ও চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে রতুয়া থানায় খবর দেন। খবর হাতে আঘাত নিয়ে ওই রোগীকে পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে পুলিশ। হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আমরা এই ঘটনায় রাজেন মণ্ডল ও মানিক মণ্ডল নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি রত্য়া গ্রাম পঞ্চীয়েতের বিনপাড়া এলাকায়। পুরো ঘটনা নিয়ে তদন্ত আসতে বলা হয়। চিকিৎসা শেষের শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

সময় কর্তব্যরত পরিজন আমাদের অকথ্য ভাষায় চিকিৎসক অঙ্কুশ মণ্ডল বলছেন, গালাগালি দিতে শুরু করে। হুমকিও

আয়ত্তে আনে। তবে এই প্রথম নয়, মাঝেমধ্যেই হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। রাতে আমরা অল্প সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী ডিউটি করি। রোগীদের আত্মীয়রা মাঝেমধ্যে নিজেদের গায়ের জোর দেখানোর চেষ্টা করেন। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করি, তাঁরা 'গতকাল রাত ১১.১৫ মিনিটে যথাযথ পদক্ষেপ করবেন।' তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করি। তবে

দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি জানানো হয়। পুলিশ পরিস্থিতি

রতুয়া থানার আইসি অর্ঘ সরকার জানান, 'সোমবার রাতে রতুয়া হাসপাতালে মদ্যপ দুই তরুণ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাই। অভিযোগের ভিত্তিতে রাজেন মণ্ডল ও মানিক মণ্ডল নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের আজ চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

পুলিশের দারস্থ : মনোরঞ্জন দাস রবিবার সন্ধেয় পারপতিরামে একটি দোকানের সামনে দাঁডিয়ে ছিলেন। পতিরাম থেকে একটি বাইকচালক দ্রুতগতিতে এসে মনোরঞ্জন দাসকে সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হন মনোরঞ্জনু দাস। বর্তমানে তিনি হাস্পাতালে চিকিৎসাধীন। বাইকু চালকের শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার পতিরাম পুলিশের দ্বারস্থ হলেন আহত ব্যক্তির ছেলে রতন দাস। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।





১৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার, জলপাইগুড়ি পুরসভা



পাওয়ারের বস। আরামের বস। স্টাইলিং-এর বস।

*শর্ড প্রয়োজা

Product of Superior Technology from TAPE &

ম্যাগা পরিবহনের পাওয়ার

পরিবহনের ক্ষমতা



© 82968 49432, 91473 73243, 91473 73246

পশ্চিমবঙ্গে মজবুত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার সমর্পিত



বাস্তবায়িত হয়, তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতীয় রেল।"

জাতির প্রতি উৎসর্গীকরণ

১২ কোচ ইএমইউ লোকাল ট্রেন দাঁড়ানোর জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের ৫ টি প্ল্যাটফর্মের (১ থেকে ৫ নং) সম্প্রসারণ

শুভ উদ্বোধন

শিয়ালদহে রেল কোচ রেম্টুরেন্ট

শুভ সূচনা

১২ কোচ রেক সহ শিয়ালদহ-রানাঘাট ইএমইউ পরিষেবা

এবং

শুভ সূচনা (ভিডিও কনফারেনের মাধ্যমে)

আজিমগঞ্জ - কাশিমবাজার মেমু ট্রেন কৃষ্ণনগর - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন রাধিকাপুর - আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস

व्याग्रती विश्वव

ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ভারত সরকার

দ্বাবা

স্থান: শিয়ালদহ স্টেশন। তারিখ: ০২.১০.২০২৪। সময়: দুপুর ১২.২৫ মিনিট



সুবিধাসমূহ

» শিয়ালদহ ডিভিশবে শহরতলির

ও কৃষকরা উপকৃত হবেন

ইএমইউ ট্রেন পরিষেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি

» নিত্যযাত্রী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, কারিগর

» याञ्जीप्मत জन्य दिन व्यावर्श दिस्ट्रेसिस











"Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹4,000 per card account. Validity: 30 Sep - 06 Oct 2024. T&C Apply.



নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্লৈক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্লেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চা ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ ব







App Store

অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইন এ কেনাকাটা করুন



QR কোড টি স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

৯২৩৩৪২৭২ কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩

পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ।ড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) ৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ <mark>আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন</mark> - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

দেশদুনিয়া ও কলকাতা এবং

ইউনূস মুখোশ,সক্রিয় মৌলবাদীরা

সরকারের রাশ কাদের হাতে। তসলিমার পোস্টে চাঞ্চল্য



মঙ্গলবার কলকাতার শ্রীভূমিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নচিকেতা।

উৎসবের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ অক্টোবর:রাত পোহালেই মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনা। তার আগেই উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকালে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো বলে পরিচিত শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে গিয়ে 'উৎসবে উৎসারিত আলো'র উদ্বোধন করেন মমতা। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌগত রায় প্রমুখ। 'উত্তরবঙ্গ থেকৈ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও বন্যায় ভাসছে। কিন্তু উমা আসার সময় হয়ে গেল। সারা বছর এই দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকি। এখনও দেবীপক্ষ শুরু হয়নি। তাই আমি পুজোর উদ্বোধন করিনি। কিন্তু আমরা উৎসবের উদ্বোধন করলাম। রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ পজোর ক'দিন নানারকম ব্যবসা করে রোজগার করেন। গত বছর পুজোয় প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। এবার তার থেকেও বেশি ব্যবসা হবে বলে আমরা আশা করছি।'

দেওয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল

আকর্ষণ অন্যরকম থাকে। গত বছর হয়েছিলেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

এবার সেই কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার সতীর্থকে

পিতৃপক্ষেই পূজোর উদ্বোধন করে

ু প্রতিবারই শ্রীভূমির পুজোয়

বর্জ খলিফা দেখতে ভিড এতই বেড়েছিল যে, বিমানবন্দরগামী ভিআইপি রোড কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও ছিল চন্দননগরের চোখ ধাঁধানো লেজার শো। কিন্তু তার জন্য বিমান নামার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওই লেজার শো বন্ধ করে দিতে বাধ্য

সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিমানবন্দরে যান। কারও বিমান ধরতে দেরি হয়ে গেলে তিনি অসুবিধায় পড়বেন। তাই আমি বারবার সকলকে অনুরোধ করছি কোনওভাবেই যেন বিমানবন্দরের রাস্তা বন্ধ না হয়। রাজ্যের মানুষ শান্তির সঙ্গে উৎসব পালন কর্বেন। উৎসবের সময় সমস্ত জনপ্রতিনিধিকে আরও সতর্ক

নিজে গুলি চালিয়ে বিপদে গোবিন্দা

মুম্বই, ১ অক্টোবর : আর একট্ হলেই জীবন যাচ্ছিল শিবসেনা নেতা তথা অভিনেতা গোবিন্দার। মঙ্গলবার সকালে অসাবধানতাবশত নিজের বন্দুক থেকেই অতর্কিতে গুলি চালিয়ে বিপত্তি বাধান তিনি। তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে আইসিইউ-তে রাখতে হয়। গোবিন্দার পায়ে অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করেন শল্যচিকিৎসক রমেশ আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'রোগী ভালো আছেন। অনেকগুলি সেলাই হয়েছে। তবে দিন দুয়েক হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হতে পারে তাঁকে।' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিভে দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন অভিনেতার।

শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতেই হাসপাতাল থেকে একটি অডিওবার্তায় পর্দার হিরো নম্বর ওয়ান জানান,'হ্যাঁ, আমার গুলি



হয়েছে। আমার পরিবার, আমার মা-বাবার আশীর্বাদে এখন ভালো আছি। আপনাদের সকলের প্রার্থনার

মঙ্গলবার কলকাতায় আসার কথা ছিল অভিনেতার। সকালে বিমানবন্দরে রওনা দেওয়ার আগে ভোর পৌনে চারটে নাগাদ অঘটন ঘটে। তাঁর রিভলভারটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হাসপাতালের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুর্নীতিতেও নাম জড়িয়েছে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা চিকিৎসক সুদীপ্ত রায়ের। তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা মেডিকেলে এই দুর্নীতির তদুন্তে এবার দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকাতা মেডিকেলে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক সৌমিত্র ঘোষের নেতৃত্বে ১১ জন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি এবং ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও একটি ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই তদন্ত কমিটিতেই জুনিয়ার চিকিৎসকদের প্রতিনিধি হিসেবে ২ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ও ২ জন ইন্টার্ন

সম্প্রতি কলকাতা মেডিকেলের অধ্যক্ষের কাছে সুদীপ্তর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ করে সেখানকার স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। তারপরই এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেন্ট্রাল ল্যাবের টেস্ট কিট এবং নানা যন্ত্রপাতি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠিয়ে দিতেন সুদীপ্ত। বিষয়টির কিনারা করবে টিকিৎসক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের কমিটি। এছাড়া ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে বেড পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ কিনারা করবে চিকিৎসক সৌমিত্র ঘোষের নেতৃত্বের তদন্ত কমিটি।

হাসপাতালে রজনীকান্ত

হাসপাতালে ভর্তি হতে হল দক্ষিণী অভিনেতা রজনীকান্তকে। সোমবার রাতে তাঁকে অসুস্থ চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, প্রবীণ অভিনেতার শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, হৃদরোগে

অভিনেতা। হাসপাতালে হওয়ার পর থেকেই তাঁর একের পর এক পরীক্ষা হয়ে চলেছে বলে থালাইভার পরিবার সূত্রে খবর। তাঁর স্ত্রী লতা জানিয়েছেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক আছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। রজনীকান্ডের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ক্যাথল্যাবে।[']

চালাচ্ছেন মাহফুজ আলম বা মাহফুজ আবদুল্লা নামে এক তরুণ।

নোবেলজয়ী, উদারপন্থী, আমেরিকা ঘনিষ্ঠ...। আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর এহেন মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বেই বাংলাদৈশ আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী তাঁর অনুরাগীরা। তবে ক্ষমতায় আসার ২ মাস যেতে না যেতেই অন্তৰ্বৰ্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কথা ও কাজে ফাবাক দেখতে পাচ্ছেন অনেকে। ইউনুস ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারবাদ. সংখ্যালঘদের বহুদলীয় নিরাপত্তা. গণতন্ত্র, নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বললেও বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ অন্য ইঙ্গিত করছে। আমেরিকা, চিন না কি মৌলবাদী শক্তি, ইউনূসের সরকার পরিচালনায় কারা ছায়া ফেলছে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এমন বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নিয়ে গুক্তব আশস্কাব কথা বলেছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ আদৌ ইউন্সের হাতে রয়েছে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাসিত সাহিত্যিক। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে তসলিমার দাবি, ৮৪ বছর বয়সি ইউনুসকে সামনে রেখে সরকার

মহাম্মদ ইউনুসের বিশেষ সহযোগী ২৮ বছরের মাহফুজ আদতে কট্টর মৌলবাদী। হিজবুত তাহরীর নামে

প্রমার্শদানকারী মাহফুজ মাদ্রাসা পড়য়া। তসলিমার পোস্ট অনুযায়ী, 'মাহফুজের জন্ম লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর গ্রামে।



একটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিনি। ইউনুসকে সামনে রেখে বাংলাদেশে মৌলবাদী এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য মাহফুজের। মাহফুজ অবশ্য হিজবুতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন।

তসলিমার পোস্ট ইউনুসের বিশেষ সহযোগী পদে মাহফুজের নিয়োগকে বিতর্কের আবর্তে টেনে এনেছে। জানা গিয়েছে, প্রতিরক্ষা, জাতীয় সংহতি উন্নয়নের মতো চাঁদপুর জেলার গল্লাক দারুচ্ছন্নাত আলিম মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে সে আলিম পাশ করেছে। মাহফুজ আলম জানিয়েছে, সে ইসলামে বিশ্বাস করে, কিন্তু সেক্যুলারিজমে বিশ্বাস করে না। যদিও বিভিন্ন মিডিয়া বলেছে. সে জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীরের

পোস্টে ছাত্ৰ আন্দোলনের নেতত্বের

ভূমিকাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন তসলিমা। লিখেছেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কিন্তু ছাত্ররা নিজেদের শিবির পরিচয় গোপন করে শুধু 'সাধারণ শিক্ষার্থী' পরিচয়ে সামনে এসেছিল। এইসময় জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা কোনও কারণ নেই যে, জানিয়ে দেবে তারা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। সম্ভবত ভেবেছে, একবারেই জানাবে, তাদের খেলাফত স্বপ্ন সফল করার পর।' বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পালাবদলে আমেরিকার চেয়ে মৌলবাদী শক্তির অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন দেশত্যাগী লেখিকা। অন্য একটি পোস্টে বাংলাদেশে পড়য়াদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গি সংগঠন আইসিসের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

বয়সসীমা ৩১ থেকে বাডিয়ে ৩৫ করার দাবিতে ফের ঢাকার রাজপথে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। হাসিনা জমানার পর নতুন ক্ষমতায় অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে। বাংলাদেশের প্রদান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন যমুনার দিকে বিক্ষোভকারীরা পদযাত্রা করে।

এদিকে সরকারি চাকরির

বন্যা বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বাংলাকে ৪৬৮ কোটি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : বন্যায় বিধ্বস্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলমগ্ন। উত্তবসঙ্গেব বেশ কয়েকটি জায়গায় ধসও নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে বন্যার কারণে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে ৪৬৮ কোটি টাকা পেল পশ্চিমবঙ্গ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের (এসডিআরএফ) কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এনডিআরএফ) থেকে অগ্রিম হিসাবে বন্যাকবলিত চোন্দোটি রাজ্যের জন্য মোট ৫৮৫৮. ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি বিবৃতি অন্যায়ী, 'মোদি সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানষের পাশে দাঁডাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে।'

তবে খুব দ্রুতই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

জানায়, মোট ১৪টি রাজ্যের জন্য ৫৮৫৮.৬০ কোটি টাকা মঞ্জর করা হয়েছে। সোমবারই গুজরাট, মণিপুর সহ অন্যান্য রাজ্যের টাকা মঞ্জর করা হলেও বাংলাকে কোনও টাকা দেওয়া হয়নি। তবে মঙ্গলবার রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হল ৪৬৮

এবছরে বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম. মিজোরাম, কেরল, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মণিপুরে। বাংলা এখনও পর্যন্ত একটি টাকাও পায়নি বলে রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই অভিযোগ করা হয়। অতিবৃষ্টি এবং ডিভিসির জল ছাডার জেরে বাংলার দক্ষিণবঙ্গ বন্যার কবলে পড়েছে। খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ করেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয়-এর মূল্যায়ন রিপোর্ট পাওয়ার পর ফের এনডিআরএফ থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে।



Ministry of Tribal Affairs **GOVERNMENT OF INDIA**

উপজাতীয় কল্যাণ হেতু ভারত সরকারের উৎসর্গীকরণ



আরম্ভ করা হল -

পৃথিবী পিতা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান এবং উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন যা টাঃ ৮৩,৭০০ কোটি অর্থের উপজাতীয় কল্যাণ হেতু জাতীয় প্রকল্পের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হবে। পৃথিবী পিতা ভগবান বিরশা মুণ্ডার পবিত্র ভূমিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দারা

বুধবার, ২রা অক্টোবর, ২০২৪, দুপুর ২:০০ থেকে, জেলা- হাজারিবাগ, ঝাড়খগু

এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য

টাঃ ৭৯,১৫৬ কোটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের হেতু ব্যয়

১৭টি মন্ত্রণালয়ের দ্বারা ২৫টি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে প্রতিটি গ্রামের সাথে সাথে প্রতিটি ঘরে পৌঁছোনোর উদ্দেশ্যে

৬৩ হাজার গ্রামে বসবাসরত ৫ কোটি আদিবাসী জনজাতির কল্যাণ হেতু প্রকল্পের নিশ্চিত সুবিধা প্রাপ্তি

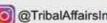
এই অভিযানের মাধ্যমে প্রাথমিক সুবিধা প্রাপ্তি যেমন - পাকা বাড়ি, ট্যাপের জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা, আয়ুত্মান ভারত কার্ড, উজ্জ্বলা যোজনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, সচল চিকিৎসা কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি এবং মোবাইল সংযোগ

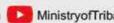
অরণ্য সংরক্ষণ অ্যাক্ট (এফআরএ)-এর অন্তর্ভুক্ত ২৪ লাখ পাট্টা ধারকের সম্পূর্ণ এলাকার অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভিন্ন পরিকল্পনার দ্বারা যেমন - কৃষিকার্য, মৎস্যচাষ এবং পশু প্রতিপালন মূল্য লক্ষ্য

Live Telecast of the Program on DD News 📑 🚳 🌀 @TribalAffairsIn 🔼 MinistryofTribalAffairs









উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২ অক্টোবর ২০২৪ এগারো







এসো উৎসব

নাড়ি পোঁতা আছে শুক্লা প্রতিপদে

মহালয়া মানে স্মৃতির ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার কতটা দামি, আজ যাঁরা মধ্যবয়সি,

তাঁরা জানেন বিলক্ষণ। এক-একটা মহালয়া আসে, এই ভাণ্ডার ততই যেন দামি

হয়ে ওঠে। মহালয়াকে কেন্দ্র করে শুরু অপসংস্কৃতিগুলিকে এড়িয়ে মন সেই

স্মৃতিসাগরে সুখ-ডুব দেয়। লিখলেন কৌশিক জোয়ারদার



আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজে

এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে

জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা



আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধা এবং ভালোবাসা



সেন্ট পলস হাইস্কলের পরিচালন কমিটির সম্পাদক

আসন্ন শার্দীয়া উৎসব,

দীপারলি, ছউপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের

উদ্দেশ্যে জানাই বিনন্ন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা

भकालत जन्हि पिनछिल श्रा उद्वेक भन्नलभग

আঙ্গন্ন শার্দীয়া উৎসব

দীপারলি, ছউপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের

উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্ন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা

प्रकालत जवाष्ट्र पिवछनि श्य जेव्रक भन्ननभय

রবান মজমদার

সদস্য, ইস্টবেলল ক্লাব, কলকাতা ও

আসন্ন শারদীয়া উৎসব

দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের

জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই

বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধা এবং ভালোবাসা

মাহর ব্যানাজা

বিশিষ্ট আইনজীবী

ট্যাব পুরস্কারপ্রাপ্ত

সোমিক মজমদার

সদস্য, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, কলকাতা ও

Marrier Extreme Bare commercial cerema

উত্তরবঙ্গ

সকলের জনাত

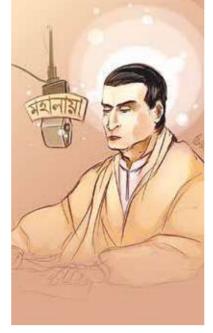
দিনগুলি হয়ে

উতক মঙ্গলময়



এখন দীর্ঘ যাপনের ক্লান্তি একটা দুঃখবোধ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায় আমার অস্তিত্বের যাবতীয় ডালপালায়। শৈশব থেকে যত দুরে যাই, ততই তার চিহ্নগুলো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শ্লথ হয়ে আসে চলা, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি- শেষ রাতে গায়ে মৃদু ঠেলা মেরে জাগিয়ে দিচ্ছেন মা। 'মহালয়া শুনবি না?' আসলে তো মহালয়া শুনি না আমরা। ঘুম জড়ানো অন্ধকার ক্রমশ আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মহিষাসুরমর্দিনীর উদাত্ত আগমন সংবাদে। পিতৃপক্ষের অন্তিম মুহুর্তে বাংলার সমস্ত সন্তান জেগে উঠছে মায়ের ডাকে। পৃথিবী পাপমুক্ত হবে, এই আশায় তাদেরও সমবেত প্রার্থনা- 'জাগো মা'। এই যে বিগত পুরুষের প্রতি তর্পণ ও পুজোর তাৎপর্যকে ছাপিয়ে মহালয়া হয়ে উঠল মাতৃশক্তি মহিষাসুরমর্দিনীর আগমন ঘোষণাই মূলত, তা এক যুগান্তকারী ঘটনা। আমরা যারা জন্মেছি বিংশ শতাব্দীর

দ্বিতীয়ার্ধের বছরগুলিতে, বাণীকমার, বীরেন্দ্রকফ ভদ্র ও পঙ্কজকমার মল্লিকের ইন্দ্রজাল গৌণ করে দিয়েছে আমাদের চেতনায় আদিম টোটেম-সংস্কার। যে অতীতকে দেখিনি, তাকে ভূলে মজেছি যাঁকে দেখতে চাই তাঁর আরাধনীয়। তাৎপর্যের এই রূপান্তর আমার কাছে ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক। এক ঘোর সন্দেহবাদে আক্রান্ত আমি আশ্রয় খুঁজেছি মানুষের সূজনশীলতায়, আজীবন। আমরা ছিলাম একান্নবর্তী। মা ও বাবা- দুই দিক থেকেই। ঘুম থেকে উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসার আগেই দেখতাম আয়তাকার ঢাউস রেডিওর নব ঘুরিয়ে সূচকটিকে স্থির রাখা আছে আকাশবাণীর নির্দিষ্ট কিলোহার্জে। ধ্রপের গন্ধে পবিত্র হয়ে আছে ঘরের বাতাস। বেতার যন্ত্রটিই যেন দেবতা, এইভাবে তাকে ঘিরে বসে পড়ত যৌথ পরিবার। কতদিন থেকে এ জিনিস চলে আসছে! 'মহিষাসুরুমর্দিনী' নামে ১৯৩৭



সাল থেকে আকাশবাণী সম্প্রচার করছে এই মহাকাব্যিক গ্রন্থনা। তারও আগে থেকে একই অনুষ্ঠানের ভিন্নরূপ সম্প্রচারিত হয়েছে ভিন্ন সময়কালে। সেসব ধরলে, ৯০ বছরেরও অধিক এই দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বেতার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমারও বোধকরি দীর্ঘতম নিবিড সম্পর্ক।

যদিও মহালয়ার ভোর ও তার আগের রাত্রিযাপনের রূপ বদলে গিয়েছে সময়ে সময়ে। যখন উদ্ধত তরুণ, পিতৃপক্ষের শেষ রাতে আমরা পান করেছি বিপ্লবের স্বপ্ন আর ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানার ককটেল। আরও কিছুদিন পরে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্তোত্রপাঠ মলিন হবে স্বপ্নহীন ক্রদ্ধ তরুণদলের নির্বোধ লাউডস্পিকার আর অবিরাম শব্দবাজির দৃষণে। সর্বনাশ যথেষ্ট হচ্ছে না দেখে মহিষাসুরমর্দিনীকে ক্যাসেটে, ডিস্কে পুরে ছড়িয়ে দেওঁয়া হল শারদীয় শপিং মলে, পজো প্যান্ডেলে, দিনে-রাতে বছরের যে কোনও উৎসবে। কিন্তু আমাদের সকলেরই তো শৈশব ছিল, নাড়ি পোঁতা আছে শুক্লা প্রতিপদে।

আবেগ স্তিমিত হয়ে এলে, আতিশয্য আর অতিরঞ্জনের অসুখ থেকে ফিরে আসতে আসতে, ফিকে হয়ে যাওয়া স্বপ্নের ভিতর থেকে টের পাই, প্রতিটি মহালয়ার ভোরে কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে থেকেছি মহিষাসুরমর্দিনীর জাদু আবাহনে। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়েছে. দাদুর রেডিও এখন বন্ধুর সংগ্রহশালায়, শেষবার মা ডেকে দিয়েছিলেন ৩০ বছর আগে, ভোরের

'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে ১৯৩৭ সাল থেকে আকাশবাণী সম্প্রচার করছে এই মহাকাব্যিক গ্রন্থনা। তারও আগে থেকে একই অনুষ্ঠানের ভিন্নরূপ সম্প্রচারিত হয়েছে ভিন্ন সময়কালে। সেসব ধরলে, ৯০ বছরেরও অধিক এই দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বেতার অনষ্ঠানের সঙ্গে আমারও বোধকরি দীর্ঘতম নিবিড়

শিউলি মাড়িয়ে চলে যায় শরিকের ছেলে। আণবিক পরিবারে ঘম ভাঙে পাশের ঘরে এফএম-এ বেজে ওঠা শাঁখের আওয়াজে। যা চণ্ডী মধুকৈটভারিদৈত্যদলনী। সুপ্রীতি ঘোষের গলায় বৈজে উঠল আলোর বেণুর সুর, মন কেমন শৈশব আমাকে পিছু ডাকছে। যা দেবী সর্বভূতেযু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। শক্তি-উপাসক অনার্য বাঙালির সহস্র বছরের আকৃতি তৃপ্ত হতে চাইছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের আবেগরুদ্ধ স্তোত্রপাঠে। এতদুর থেকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, এলো চুলে ঋজু ও ধ্যানস্থ বসে আছেন আমার মা। হে চিন্ময়ী হিমগিরি থেকে এলে। আমার তন্দ্রা জড়ানো আপাদমস্তক অর্জিত শৈবাল ফুঁড়ে সহসা সচকিত হয়ে উঠে বসল। আজানের সুরে মানুষের সমবেত প্রার্থনা- ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিযো জহি। জানলা দিয়ে অনেকটা আলো ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। পুত্র ও কন্যা হেসে উঠল কী কারণে যেন। তাদের মা ভোরবেলা ডেকে দিয়েছিল ঠেলা দিয়ে- উঠে পড়, মহালয়া

> (লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাহিত্যিক)



বিনন্ন শ্ৰদ্ধা এবং ভালোৱাসা 🖠

সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়









ময়নাগুড়ি কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড

भग्रमाछि । गाँरेवाञ







মোবাইল অ্যাপেও

পুরোনো দিনগুলি যেন আরও বেশি বেশি করে ডাক দেওয়া শুরু করে। সেই মহালয়ার ভোর সেই দিনগু-লিরই একটি। আজ মোবাইল ফোনের অ্যাপেও মহালয়া হাজির। তাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুললিত মন্ত্রোচ্চারণ আজও আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিতে ভালোভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। লিখলেন প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন যায়।



সিধুকাকা মশারির ভেতর থেকে হাতটা বের করে গৌল টেবিলে রাখা হ্যারিকেনের আলোটা একটু উসকে দিয়ে বিছানা ছেড়ে বেরোলেন। খাটের নীচে রাখা খড়ম পায়ে গলিয়ে ঘর হতে বার হলেন। আজকের দিনটাতে সিধুকাকা কিছুটা আগেই বিছানা ছাড়েন। রানারও ঘুম ভেঙে যায়। খড়মের শব্দ

সেদিকে এগিয়ে আসতে সে নীচুম্বরে বলে, 'আসছি কাকা'। বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসে। আকাশের গায়ে কে যেন তখনও কালো পর্দা বিছিয়ে রেখেছে। পা টিপে টিপে দালান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। কয়ো থেকে কয়েক বালতি জল তুলে রাখে। সিধুকাকা জানে আজকের দিনে রানা তাঁর চানের জল তুলে রাখবে। খড়মের শব্দে রানা সরে দাঁড়ায়। হাতে গামছা। নাকে বেশ কয়ে-কবার সর্ষের তেল টেনে, পায়ের নখে তেল ছুঁইয়ে মাথায় জল ঢালেন কাকা।

শিউলির গন্ধ ভরা বাগানের দিকে তাকিয়ে রানার মন এক অজানা আনন্দে ভরে ওঠে। পাশের সব বাড়ি থেকে এখুনি আসতে শুরু করবে শিবু, টুনি, রানুর হাত ধরে ঠাকুমা। কাল রাতে যোগেন তাঁদের বাড়িতে থেকে গিয়েছে। ওদের বাড়ি পাশের গাঁয়ে। অন্ধকার মাখা ভোরে আসতে তার ভয় করে। শুনতে পায় বাগানের দরজার খডখডি-তে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। 'রানা, দরজা খোল। আমরা এসেছি।' গুটি গুটি পায়ে ওরা ঢুকে এসে বৈঠক-খানায় বিছোনো শতরঞ্চির ওপর বসে। মেজোদাদু, ছোটকা, কাম্মি সবাই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন। শতরঞ্চির সামনে একটা বড় টেবিলে

রেডিও রাখা। ছোটদি কামিনী ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে রেডিওর চারদিক জুড়ে। কিছুটা দূরে রানাদাদু পুজোয় বসেছেন। ধূপ আর কামিনী ফুলের গন্ধে সারা ঘরে যেন দেবী দশভুজার পদধ্বনি শোনা याट्छ। वावा এসে রেডিওটা চালিয়ে দিলেন। वी-রেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুললিত মন্ত্রোচ্চারণে শুরু হয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী।

... কতকাল আগের কথা। কৃষ্ণগঞ্জ ছেড়ে রানার এই শহরে বাস কয়েক দশক হয়ে গেল। তবু মহালয়ার সকালে প্রভাতি অনুষ্ঠান শুরুর আগৈ আজও ঘুম ভেঙে যায় তার। স্পষ্ট শুনতে পায় সিধকাকার খডমের শব্দ। বাডির বাগান থেকে আসা শিউলির গন্ধ আজও ভেসে আসে। ব্যস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে সে সামনে তাকায়। টেবিলে কোনও রেডিও নেই। শিবু, টুনি, রানু, ছোটকা, কাম্মি কেউ আজ শতরঞ্চিতে বসে নেই। রানার



একমাত্র ছেলে ক্যালিফোর্নিয়ায়। দেওয়ালে সরমার ছবিটার দিকে চোখ যায় রানার। গতবছর কয়ে-কদিনের অসুস্থতার পর হঠাৎ চলে গিয়েছে সে। মোবাইল অন করে সে বিশেষ অ্যাপ থেকে আকা-শবাণী কলকাতার প্রভাতি অনষ্ঠান ক্লিক করে। সেই মন্দ্রিত কণ্ঠ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দূরে কোথাও শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। নিজের অজান্তে কপালে হাত দুটো উঠে যায় রানার।

> (লেখক আকাশবাণী কলকাতা ও কলকাতা দূরদর্শনের সঙ্গে যুক্ত)



এসো উৎসব

হোক খারাপের শেষ







মহালয়া মানেই পুজো হাজির। শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে সবার ব্যস্ততা চরমে। তবে অন্যান্যবারের সঙ্গে এবারের পুজোর বৈশ ফারাক। বাংলার সেই মেধাবী মেয়েটা আজ আর নেই। তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের 'অস্তিত্ব' নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পাশাপাশি, নানা সমস্যায় উত্তরবঙ্গের কৃষি, শিল্প সংকটে। সমস্ত সমস্যা যাতে মিটে যায় সেজন্য সবাই দেবীর দ্বারস্থ হবেন। লিখলেন জ্যোতি সরকার

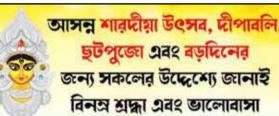


শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আম শৰ্মা









SILPASAMITI PARA, JALPAIGURI-735101





প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনি কেন্দ্র বেনারসে শাসক বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকা তিনজনের হাতে এক মহিলার ধর্ষণের বিষয়টি মন খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ধর্ষণে অভিযুক্তরা জামিনে মুক্ত হওয়ার পর তাদের রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। অসম হোক বা মধ্যপ্রদেশ, ধর্ষণনামা থামার যেন কোনও লক্ষণই নেই। আজ মহালয়ার দিনে এসব আমাদের সবাইকেই প্রচণ্ড শারদের আগমনী বার্তা নিয়ে এসেছে। কন্ট দিচ্ছে। দেবেই। আমরা সবাই কিন্তু এবারের উৎসবের ঘনঘটা আমাদের মন খারাপের এই সমস্ত বিষয় দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার

নিশ্চিতভাবে মন খারাপ হবে।

রয়েছে। কথিত রয়েছে,

প্রায় ১০০ বছর ধরে দুর্গাপুজোর

পর জোড়া কালীমূর্তি সহকারে দেবী

দুর্গার বন্দনা হয়। এই পুজোতে

হাজার হাজার মানুষ আসেন।

ধর্মপ্রাণ মানুষ সকলের জন্য প্রতি

বছর মঙ্গলকামনা করে। এবারও

করবে। এবারে হয়তো সেই তরুণীর

কৃষি উত্তরের অর্থনীতির মেরুদণ্ড।

ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো

উৎপাদন

এবং বিষয়তা

জলপাইগুড়ি

বেলাকোবার পাট ভারত বিখ্যাত।

এই পাট বিপণনের জন্য কৃষকরা

কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার

আমরা কেউ ভালো নেই।

উত্তরবঙ্গেই

জন্যও বহু প্রার্থনা করা হবে।

কেমন হবে? কারও জানা নেই। আজ মহালয়ার দিনে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে পিতৃতর্পণ হচ্ছে। তিস্তাপাড়েও প্রতিবারের মতো এবারেও নিয়মনিষ্ঠা পিতৃতৰ্পণ সহকারেই চলছে। উত্তরবঙ্গেও অন্যান্য নদীপাড়েও একই ছবি। অচিরেই দেবীর বোধন। পুজোর নির্ঘণ্ট দেখবার জন্য পঞ্জিকার পাতা ওলটালে দেখা যাবে দেবী দোলায় আসছেন। ঘোড়ার পিঠে করে ফিরবেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের বক্তব্য, এবারে দেবীর আগমন ও গমন কোনওটাই সুখকর নয়। চারদিকে অশান্তির পরিবৈশ বিরাজ করবে। অশান্তি–পর্ব অবশ্য বেশ কিছুদিন

আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বোর্থনের আগেই ঘরের মেয়ের বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। মানবসেবা করবেন বলে সেই তরুণী চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। পিশাচদের দৌরাত্ম্যে অকালেই তাঁকে এই পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে। তবে আশার বিষয় বলতে, আমরা সবাই মিলে রুখে দাঁড়িয়েছি। গোটা বাংলা আজ প্রতিবাদে উত্তাল। প্রতিবাদের আঁচ রাজ্য ছাড়িয়ে গোটা দেশ, এমনকি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। নারী নিরাপত্তার দাবিতে গোটা দেশ সোচ্চার হয়েছে। সবাই মিলে এভাবে এক হওয়াটা যদি মন

(জেসিআই) ওপর নির্ভরশীল। সেই জেসিআই–ই এবারে উত্তরবঙ্গের পাট কিনছে না। পরিণতিতে কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন। পাট[্] বিক্রি কবেই ক্ষক্বা পজোব কেনাকাটা করেন। এবারে পাট বিক্রি না হওয়ায় কীভাবে ছেলেমেয়েদের পুজোর জামাকাপড় কিনে দেবেন তা বিমল রায়, পরিমল কীর্তনীয়া, তিমির বর্মন, সুভাষ রায়দের মতো মানুষদের জানা নেই। সবজিরও প্রত্যাশিত দামও পাওয়া যায়নি। আলুচাষিদের দুর্ভোগের শেষ নেই। পুজৌর দিনগুলিতে ছেলেমেয়েদের মুখে ভালো খাবার তুলে দেওয়ার জানাই। এবারও জানাব। ইচ্ছে থাকলেও উত্তরের কৃষকরা জলভরা চোখে আমাদের মণ্ডপে আজ বড়ই অসহায়। রোদে পুড়ে, মণ্ডপে হাজির হওয়া দেখে দেবীরও বৃষ্টিতে ভিজে কৃষিকাজ করার পর কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম না পেলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী কৃষকদের সংসার চলবে কী করে! চৌধুরানী' উপন্যাসে জলপাইগুড়ির এসবের মাঝেও উত্তরের কৃষকরা তাঁদের প্রতিবাদী চরিত্র থেকে বিচ্যুত বৈকৃষ্ঠপুর জঙ্গলের কথা উল্লেখ হননি। আরজি কর কাণ্ডে তদন্তের দুর্গা স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময়ে দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন রংধামালিতে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল বেষ্টিত করছেন। আবার তারই মাঝে তিলক এলাকায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এখানে রায়, মহেশ রায়, সতীশ বর্মনরা

> উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স এবং দার্জিলিংয়ে তিন শতাধিক চা বাগান। কিন্দ্র বেশ কয়েকটি বন্ধ। রায়পুর, ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানে বছরের পর বছর ধরে তালা ঝলছে। ত্রাণের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল বন্ধ চা দেবীবন্দনার অনষ্ঠান প্রতাক্ষ করবার জন্য এই শ্রমিকরা সারা বছর ধরে তাকিয়ে থাকেন। বন্ধ

থাকা রায়পুর চা বাগানের তালা যাতে খোলে সেজন্য অমর সিং, নরেন দাস, হীরেন সামাসী, বিতনা বড়াইকরা দেবীর কাছে ১৮ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রার্থনা জানিয়ে আসছেন। এবারও তাঁরা একই প্রার্থনা জানাবেন। ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি চা বাগানের শ্রমিকদের একটি বড় অংশ পেটের তাগিদে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পাথর পরিস্থিতি বলছে, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা ভালো নেই। তবুও পুজো বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা পিএফ, গ্রাচুইটির টাকা কবে হাতে পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ঢেউ বন্ধ চা বাগানের পাশাপাশি চালু চা বাগানেও এসে পড়েছে। চা শ্রমিকরা ছাত্রী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছেন। অন্যদিকে, বন্ধ চা বাগানের মালিকরা বিলাসবহুলভাবে জীবনযাপন করছেন। শ্রম আইন ভাঙছেন। পিএফের টাকা জমা না দেওয়া ফৌজদারি অপরাধ। বাগানের মালিকরা উত্তরবঙ্গে ২০০ কোটি টাকার পিএফ বকেয়া ফেলেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে চা বাগানের কোনও মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবুও এর মাঝে নিজেদের জীবনযন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে চা শ্রমিকরা পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন। ধামসা-মাদল নিয়ে দেবীর সামনে ওঁরা নাচবেন। গানও গাইবেন। বাগান যাতে খুলে যায় সেজন্য শুকরা ওরাওঁ, বুধুয়া ভগৎ, প্রধান নায়েক, বুধনি ওরাওঁ, স্খমণি তির্কিরা আশার গান গেয়ে

কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে চা শ্রমিকদের। পরিস্থিতির বদলের জন্য তাঁরা এবারেও দেবীর শরণাপন্ন হবেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিপন্ন। কাজ নেই। সরকারি দপ্তরগুলিতে অফিসার ও কর্মীরা অবসরগ্রহণের পর শূন্যপদে কোনও নিয়োগ করা হচ্ছে না।

মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করবেন। অঞ্জলিও দেবেন। পরিস্থিতি প্রতিকৃল হলেও দেবীই একমাত্র পারেন কষ্ট লাঘব করতে বলে তাঁদের দৃঢ় দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাবেন। চা শ্রমিকদের নিবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁদের

আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়নি। বন্ধ

মহালয়া মানেই

পুজোর সূচনা। আর

পুজো মানেই বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকা

ঠাকুর পঞ্চানন সমাজ সমিতি

















ফ্লোরে অজান্ডেই ছুটি ছুটি আওয়াজ উঠে যেত। উত্তরের জানলা খুললেই আজীবন ভালোবাসার পাহাড় ঘন মেঘের আড়াল ভৈঙে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু করত। বর্ষণমুখর রাতগুলো পেরিয়ে শরৎ আসত তার আগমনী বার্তা জানিয়ে। এ লেখা শুরু করলাম বহুকাল আগে ফেলে আসা হস্টেল্যাপনের স্মৃতি দিয়ে। এরপর মহানন্দা, তিস্তা, তোষা দিয়ে বয়ে গৈছে বিস্তর জলম্রোত। একটি শতাব্দী পেরিয়ে নতুন এক সহস্রাব্দে পা রেখেছি আমরা। আজন্ম চেনা পরিবেশ রাতারাতি পালটে গেল, আঞ্চলিক থেকে আচমকাই গ্লোবাল হয়ে উঠলাম আমরা। বাজার অর্থনীতি আর প্রচারমূলক বস্তুবাদের দাপটে আগের দশকের বিজ্ঞাপিত 'চিত্রতারকার সৌন্দর্য সাবান' প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের হাতের নাগালে চলে এল। আজন্মলালিত বিশ্বাস, ধ্যানধারণা আচমকাই কেমন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল আমাদের। পাড়ার মোড়ের অমুক-'ভাণ্ডার' কিংবা তমক-'স্টোর্স'-এর ছোট পরিসর পেরিয়ে বহুজাতিক মলে পা রাখলাম আমরা। তারপরও কিন্তু শরৎ এল একইভাবে, পরিবর্তনের তোয়াক্কা না করে এবং এসেই চলছে নিয়ম মেনে। কেবল শরতের উল্লেখই করলাম কারণ শরতের সঙ্গে বাঙালির যে আবেগ জডিয়ে রয়েছে. তার সঙ্গে অন্য ঋতুর তুলনা চলে না।

ঘোর বর্ষাথাপনের পর আমাদের হস্টেলের ফ্লোরে

হ্যাঁ, শরৎ আজও আমে সব পরিবর্তন এবং বহুজাতিক আবহকে স্লান করে দিয়েই। সাবেকি জাতীয় সড়কগুলো আর আগের মতো নেই, এখন ফোরলেন-সিক্সলেনের মহাসড়ক তবু চলন্ত গাড়ির ভেতর কলকল আবহে বসে শরতের দিনগুলোতে দূরের কাশবন আমাদের হৃদমাঝারে আজও যে দোলা দেয়, সময়ের ব্যবধানও কিন্তু তার কোনও হেরফের ঘটাতে পারেনি। পুজোর এই দিনগুলো আসলে ফিরে তাকানোর সময়, ফেলে আসা সময়ের কেমন এক অনিবার্য আবিভাব মনের আনাচে–কানাচে…! পুজোর আবহে হারিয়ে যাওয়া কত কত মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া কত ঘটনা ফের ফিনিক্সের মতো জেগে ওঠে...! মনের গভীর গোপন চোরাকুঠুরির দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সময়ের জলছবি

তো ফিরে আসি সেই শুরুর প্রসঙ্গেই। আমার জীবনের এক সুদীর্ঘ সময় কেটেছে হস্টেলে, স্বাভাবিক কারণেই পুজোর ছুটির দিনগুলো যতই এগিয়ে আসত,

বাড়ি ফেরার টান ততই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। তেমনই এক সময়ে কোনও এক পঞ্চমীর পডন্ত বিকেলে রাতের 'রকেট' বাসে রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশে। সেই সময় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের 'রকেটা বাস-সার্ভিস বেশ অভিজাত একটা ব্যাপার ছিল। শহর শিলিগুড়ির সীমানা ছাড়িয়ে দুরন্ত গতির রকেট ছুটল হাইওয়ে ধরে, মাঠ-ঘাট-লোকালয় পেরিয়ে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দুরে আমার শৈশব-কৈশোরের সেই শহরে, যেখানে আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় মা আর আমার প্রিয় খাবারের

রাত, চরাচরব্যাপী অন্ধকার পেরিয়ে আমার বাস ছুটে চলেছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি জানিয়ে দিচ্ছে লোকালয়ের অস্তিত্ব। রাত গড়িয়ে গভীর, ঘড়ির হিসেবে ষষ্ঠী পড়ে গেছে। খাবার জন্য বাস থামে হাইওয়ে ধাবাতে। রাতের হাওয়া সংকেত দেয় নেমে পড়ার। আমিও নেমে আসি বাস থেকে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। গভীর রাতে হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি দূরের কোনও গ্রামীণ পুজো-প্যান্ডেল থেকে মাইকে ভেসে আসা প্রিয় গান, আশ্বিনের হাওয়ায় সে স্বর কেটে কেটে যাচ্ছে। আমি জানি ঠিক তখন অন্য শহরে রাত জাগছে মা, আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়...!

এবারও শরৎ এসেছে, পুজো আসছে কিন্তু আকাশ-বাতাশজুড়ে এক বিষণ্ণতার সুর, কত মায়ের অপেক্ষার শেষে বাড়ি ফিরবে সন্তান কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হবে না তিলোত্তমার। বাতাসে এবার বিজয়ার সুর...! এ শোক আমার, তোমার, আমাদের সবার...!

(লেখক সাহিত্যিক)





यार्ट यश्रापात्न

শট বলে কঁথা। শেষটা 'যশবল' সুলভ করতে চেয়েছিলেন। যদিও গ্যালারির বদলে বল সাকিব আল হাসানের হাতে। বেচারা যশস্বী জয়সওয়াল। মুখ কাঁচুমাচু করে প্যাভিলিয়নমুখো। সান্ত্রনা দিয়ে মাথায় হাত বিরাট

কোহলি। সঙ্গে চওড়া হাসি। সোমবার চতুর্থ দিনেও মাঝ দুপুরে গ্রিনপার্কে ঝড় তুলেছিলেন যশস্বী। আজও ৪৫ বলে ৫১। জোড়া যশস্বী-ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল বাংলাদেশি বোলাররা। ভারতীয় দলের নাছোড় মানসিকতার সামনে হার মানে প্রকতিও।

যশস্বীর বদলে ম্যাচে ইতি ঋষভ পন্থের বাউন্ডারিতে। ৯৫ রানের সহজ লক্ষ্যে পৌঁছোতে এতটুকু ঘাম ঝরাতে হয়নি। ১৭.২ ওভারে ৭ উইকেট হাতে রেখে টাইগার-বধ। ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে হোয়াইটওয়াশ প্রতিপক্ষকে।

প্রথম তিনদিনে ৩৫ ওভার খেলা হয়। গতকাল ৮৫। আজ ৫৩.২ ওভার। সবমিলিয়ে ১৭৩.২ ওভার! এর মধ্যে ভারত খেলেছে ৩১২ বল। সেটাই যথেষ্ট। প্রথম তিনদিনে বৃষ্টির দাপট এবং টাইগারদের প্রতিরোধ চুর্ণ করে গঙ্গাপাড়ের গ্রিনপার্কে দুরন্ত জয়।

সোমবার চতুর্থ দিনের খেলা যখন শুরু হয়, বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ১০৭/৩। ম্যাড়মেড়ে ড্রয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সবার মুখে। গতকাল আর আজ. যে হিসেব উলটে দিয়ে সাড়ে চার সেশনের সুনামিতেই কাজ তামাম টিম ইন্ডিয়ার!

অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে অল আউটের পরও মুষড়ে পড়া দল নিয়ে ডিনার পার্টি করেছিলেন রবি বাকিটা ইতিহাস। দ্বিতীয়, ততীয় দিনের খেলা নম্ভের পর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্কে হঠাৎ আশঙ্কার মেঘ ভারতীয় শিবিরে। চাপ কাটাতে গৌতম গম্ভীর বা অধিনায়ক রোহিতের কি তেমনই কোনও স্পেশাল দাওয়ায় ছিল? প্রশ্ন অবান্তর নয়।

গতকালই কাৰ্যত ম্যাচ কবজা করে ফেলেন রোহিত শর্মারা। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৩৪.৪ ওভারেই ভারত ২৮৫/৯। পড়ন্ত বিকেলে



বাংলাদেশকে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর ট্রফি নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার উচ্ছাস। কানপরে মঙ্গলবার।

ছবি : এএফপি

নাজমল হোসেন শান্তদের মনে চাপ কিন্তু কখনও আলগা করেনি হারের ভয় ধরিয়ে দেন রবিচন্দ্রন ভারত। ফোকাস নড়তে দেননি অশ্বীন-জসপ্রীত বুমরাহ। যে ভয়ের রোহিতও। জলপানের বিরতির পর খোলস থেকে এদিন বেরোতে তারই সুফল। রবীন্দ্র জাদেজা ও আকাশকে আক্রমণে নিয়ে আসেন। পারেননি তাঁরা। রোহিতের জোড়া মাস্টারস্ট্রোকে

নজরে পরিসংখ্যান

যা চতুর্থ সর্বনিন্ন।

পা রাখার আগে ভারতীয়দের

মধ্যে যা সবাধিক। ভাঙলেন

সনীল গাভাসকারের রেকর্ড

(৯১৮ রান, ১৯৭১)।

২৬/২ থেকে খেলা শুরু করে প্রথম ঘণ্টায় তুল্যমূল্য লড়াই। মোমিনুল হকের উইকৈট হারিয়ে ৮৯/৩। সম্মানজনক ড্র রাখার ভাবনায় যথাযথ শুরু। আকাশ দীপ এর মধ্যে নাজমুলের ক্যাচ ফেলে দলের ছটফটানি বাড়িয়ে দেন।

১ বোংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৫টি টেস্টে অপরাজিত

থাকল ভারত। যার মধ্যে জয়ের

ঠ চি^{ষ্ট্রেম} নাজ -----টানা টেস্ট সিরিজ

জয়ের সংখ্যা। ২০১৩ সালে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে যার শুরু

্র ১ ২ কানপুরে দুই ইনিংস মিলিয়ে ভারত ৩১২

বল খেলেছে। পুরুষদের টেস্টে

,ঘরের মাঠে ভারতের

সংখ্যা ১৩।

নয়। প্রতিকৃল পরিস্থিতিতে আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল। একে একে জাদেজার ঝোলায় লিটন দাস (১), সাকিব আল হাসানও (০)। দুজনেই চাপ সামলাতে না

কিস্তিমাত। দ্বিতীয় বলেই নাজমূল-শিকার (১৯) জাদেজার। রিভার্স সুইপ মিস করে বোল্ড। ক্ষুদ্ধ বাংলাদেশ প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল বলেও দিলেন, অধিনায়কোচিত শট

মিস করেননি। আগ্রাসী ব্যাটিং অপ্রোচ নয়, স্লিপ-গালি অঞ্চলে যশস্বীর ক্যাচিং, ক্যাচ নেওয়ার টেকনিক প্রশংসনীয়। বিরাট-রোহিত পরবর্তী জমানায় সুপারস্টার। তাঁকে নিয়ে চলতি প্রশংসা শুধুমাত্র কথার কথা নয়, প্রতি পদক্ষেপে বোঝাচ্ছেন পানিপুরি বয়।

১ টেস্টে ১১ বার সিরিজ সেরা হলেন রবিচন্দ্রন বাকি সময়ে বাংলাদেশের বহুযুদ্ধের নায়ক মুশফিকুর রহিমের অশ্বীন। যা যুগ্ম সবাধিক। ছুঁয়ে (৩৭) একক লড়াই। শেষপর্যন্ত যা ফেললেন মুথাইয়া মুরলীধরনকে। থামে বমরাহ-স্পেশালে। স্লোয়ার ঠ ২ ঠ চলতি বছরে থ জয়সওয়ালের ্চলতি বছরে যশস্বী ডেলিভারি। কিছুটা অফস্পিনারদের ঢংয়ে। বুমরাহর যে গতির হেরফের বুঝতে পারেননি মুশফিকর। টেস্টে রানের সংখ্যা। ২৩ বছরে

৯১/৩ থেকে ১৪৬ রানে শেষ বাংলাদেশ। ৫৫ রানে শেষ সাত আরও সহজ করে দেন বুমরাহ- ৭৪.২৪ শতকরা হারে ফাইনালের জাদেজা-অশ্বীনরা। সিরিজ সেরার পথ আরও সুগম।

পেরে উইকেট উপহার দিয়ে যান।

আকাশেব ঝোলায় শাদ্মান ইসলাম

(৫০)। হাফ সেঞ্চুরির পর আকাশের

অফস্টাম্প লাইনে খোঁচা মেরে

বসেন। স্লিপে সদা তৎপর যশস্বী যা

পুরস্কার অশ্বীনের, যার সুবাদে স্পর্শ ক্রেন মুথাইয়া মুরলীধর্নের নজির (১১ বার)।

৯৫ বানের জয়লক্ষ্যে ফের যশবলের দাপট। ১৭.২ ওভারেই লাইন পাব। মাঝ দুপুরেই বাঘেদের গর্জন থামিয়ে নয়া রূপকথা। 'জয়ের ১ শতাংশ সুযোগ থাকলেও ঝাঁপাও'-গম্ভীর, রোহিতদের নাছোড মনোভাবের কাছে নতজানু প্রতিপক্ষ। রোহিত রবি শাস্ত্রী বলছিলেন, শুধু (৮), শুভুমান গিল (৬) রান না পেলেও মেহেদি হাসান মিরাজ-সাকিবদের অঘটন ঘটানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ দেননি যশস্বী (৫১) ও বিরাট (অপরাজিত ২৯)।

নিট ফল, দ্বিপাক্ষিক ১৫তম টেস্টেও অপরাজিত ভারত। অটুট ২০১২ সালের পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ না হারার নজির। একযুগ আগে হোম সিরিজে ভারত হেরেছিল ইংল্যান্ডের কাছে। তারপর টানা ১৮টি হোম সিরিজে জয়!

পাকিস্তানে গিয়ে বাবরদের হোয়াইটওয়াশ করেছিল নাজমুলরা। তাঁদেরই গুঁড়িয়ে দিয়ে রোহিতরা বোঝালেন, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে কেন ভারত শীর্ষে। ১১ ম্যাচে ৮টি উইকেট তুলে নিয়ে ব্যাটারদের কাজ জয়। ২টি হার ও ১টি ড্র। জয়ের

যশবলে থামল বাঘেদের গর্জন সোনালি জুটি ভেঙে তারত: ২৮৫/৯ ডি. ও ৯৮/০ কানপুর, ১ অক্টোবর: উইনিং তিবল কথা। সানালি জুটি ভেঙে সোনালি জুটি ভেঙে সোনালি জুটি ভেঙে সোনালি জুটি ভেঙে

জ্যাভলিন থ্যোয়ার নীরজ চোপডার কোচের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন ক্লস বাতোনিয়েজ।

দীর্ঘদিন ধরে ক্লসের প্রশিক্ষণে খেলছেন নীরজ। এদিকে সম্প্রতি দেশে ফেরার পরই কোচ বদলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন স্বয়ং নীরজ। বলেছিলেন, 'অনেক সময়ই দেখা যায় একই কোচের অধীনে দীর্ঘদিন থাকলে একই পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হয়। নতুন কোচ এলে নতন রণকৌশল ও[°]পরিকল্পনা হয়।' তারপরই নীরজের কোচ বদল নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। সেই জল্পনাই এবার সত্যি হল। ২০১৯ সালে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের বায়োমেকানিকাল বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন বাতোনিয়েজ। ২০২২ সালৈ নীরজের কোচ হিসাবে কাজ শুরু। তাঁর প্রশিক্ষণে পরপর দুইবার অলিম্পিক্সের পদক জিতেছেন নীরজ। জোড়া পদক জিতেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের এশিয়ান গেমসে



ক্লস বার্তোনিয়েজের সঙ্গে কেরিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন নীরজ চোপড়া।

থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান।

সোনা জয়ও এই জার্মান কোচের বলে খবর। ৭৫ বছরের জার্মান কোচ অধীনেই। তিনি নিজে থেকেই দায়িত্ব বাতোনিয়েজ জানিয়েছেন, আপাতত

বাবাকে গোল উৎসর্গ

রিয়াধ, ১ অক্টোবর : ছন্দে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ছুটছে আল নাসের। সোমবার রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আল রায়ানকে ২-১ গোলে হারাল নাসের। গোল করে ভিন্ন ভঙ্গিতে সেলিব্রেশন

রোনাল্ডোর

পর্তুগিজ মহাতারকার। অসুস্থতার কারণে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে সিআর সেভেনের খেলা হয়নি। সেই ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছিল আল নাসের। এদিন সেই রোনাল্ডোর গোলেই এল তিন পয়েন্ট।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয় নাসেরের

ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে আল নাসের। যদিও প্রথম গোলের জন্য রোনাল্ডোদের অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময় পর্যন্ত। নাসেরের হয়ে ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন সাদিও মানে। এরপর ৭৬ মিনিটে বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন রোনাল্ডো। গোলের পর এদিন চেনা 'সিউ' সেলিব্রেশন করতে দেখা যায়নি রোনাল্ডোকে। বরং দুই হাত উপরে তলে যেন কাউকে স্মরণ করতে দেখা যায় তাঁকে।

ক্রিশ্চিয়ানো ম্যাচের পর জানান, এদিন তাঁর প্রয়াত বাবার জন্মদিন ছিল। তাই গোলটি তাঁকে উৎসর্গ করে এই সেলিব্রে**শ**ন। পর্তগিজ তারকা বলেছেন, 'এই গোলটার গুরুত্ব আমার কাছে অন্যরকম। আজ যদি আমার বাবা জীবিত থাকতেন, তাঁর খুবই ভালো লাগত আমার গোল দেখলে। কারণ আজ তাঁর জন্মদিন। এই গোলটা বাবাকেই উৎসর্গ করছি।'

JEFA CHAMPIONS LEAGUE

তাদের পক্ষে। ইউরোপিয়ান

প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্যায়ে

প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

খেলার সুযোগ পেয়েছে

শাখতার দোনেস্কের বিরুদ্ধে

মানচ

বোলগনা। প্রথম

লিভারপুল, ১ অক্টোবর : লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা দুই জয়ের লক্ষ্যে ঘরের মাঠে নামছে বোলগনার বিরুদ্ধে। এই মুহুর্তে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে আর্নে স্লুটের দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শেষ ম্যাচে তারা উলভারহ্যাস্পটন ওয়ান্ডারার্সকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। পরিসংখ্যানও

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ ঘরের মাঠে শেষ ১০ ম্যাচ ২ গোলের ব্যবধানে জিতেছে শাখতার দোনেস্ক বনাম আটালান্টা লিভারপুল। চলতি মরশুমে জিরোনা বনাম ফেনুর্দ লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট অভিযান শুরু করেছে এসি বেনফিকা বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ মিলানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে। সেই ম্যাচে শুরুতে লিভারপুল বনাম বোলগনা গোল খেয়েও লিভারপুল ঘুরে আরবি লিপজিগ বনাম জুভেন্তাস দাঁডিয়েছিল। মিলানের গৌল লিলে বনাম রিয়াল মাদ্রিদ লক্ষ্য করে মোট ১১টি শট এসকে স্টার্ম গ্রাজ বনাম ক্লাব ব্রাগ নিয়েছিলেন মহম্মদ সালাহরা। আস্টেন ভিলা বনাম বায়ার্ন মিউনিখ অন্যদিকে, ক্লাবের ইতিহাসে

ডায়নামো জাগ্রেব বনাম মোনাকো সময় : রাত ১২.৩০ মিনিটে

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ভালো পারফরমেন্স তাদের উজ্জীবিত করবে অ্যানফিল্ডে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ নামছে ফ্রান্সের ক্লাব লিলের বিরুদ্ধে। চলতি মরশুমে রিয়াল এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছিল স্টুটগার্টকে। যদিও লা লিগার শেষ মানে আটলেটিকো মাদিদের সঙ্গে ১-১ ড করে তালিকায় দিতীয় স্থানে রয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরবর্তী ম্যাচে রিয়াল মুখোমুখি হবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, লিভারপুল, আটালান্টার মতো কঠিন প্রতিপক্ষের। এদিকে, চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন কিলিয়ান এমবাপে। তাই ফ্রান্সে রিয়ালের লক্ষ্য পুরো ৩ পয়েন্ট।

অন্য ম্যাচে, অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে বায়ার্ন মিউনিখ হট ফেভারিট। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচেই তারা ডায়নামো জাগ্রেবকে ৯-২ গোলে উড়িয়েছিল। এদিকে ১৯৮৩ সালের পর প্রথমবার ভিলা পার্কে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আসর। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করতে অঘটনে চোখ থাকবে উনাই এমেরির দলের।

কানপর. ১ অক্টোবর : ঝাঁকি ছিল। কিন্তু পজিটিভ গজের লড়াইয়ে কী করতে পারেন। ভারত অধিনায়ক

ভাবনাও ছিল। তিনি জানতেন আঁর সতীর্থরা বাইশ রোহিত শর্মা সেটা জানেন বলেই ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না। কানপুরের গ্রিনপার্কে বৃষ্টির কারণে আড়াই দিনের বেশি খেলা নম্ভ হলেও সাকিব আল হাসানদের বিরুদ্ধে তাই পজিটিভ ভাবনা থেকেও ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর যুক্তি, কম রানের পুঁজি থাকলৈও ঝুঁকি নেওয়া যায়। গ্রিনপার্কে সাকিবদের ৭ উইকেটে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করার পর প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারত অধিনায়ক তাই বলেছেন, 'আড়াই দিনের বেশি সময় নম্ভ হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম কীভাবে খেলাটাকে বাঁচানো যায়। কীভাবে ম্যাচ জেতা সম্ভব। ভালোই জানতাম, ম্যাচ জিততে হলে আমাদের ঝাঁকি নিতে হবে। আমরা সেই পথেই হেঁটেছি। আসলে টেস্ট ম্যাচের আকর্ষণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন ঝুঁকি নেওয়া যেতেই পারে। আমরা কম রানের পুঁজি নিয়েও ঝুঁকি নিতে তৈরি। বলা হচ্ছে, টেস্টের আসরে টিম ইন্ডিয়ার কুড়ির

ক্রিকেট।সেই আগ্রাসনের সামনে উডে গিয়েছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীর এমন ঝুঁকির রাস্তায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, ম্যাচের ফলাফল সম্ভব শেষ দুই দিনে। রোহিতের কথায়, 'চেন্নাইয়ের তুলনায় কানপুরের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। কিন্তু আমরা জানতাম, কাজটা সম্ভব। তাছাডা বোলাররা বল হাতে দুদন্তি পারফর্ম করে আমাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। পরে ব্যাটাররাও সেই পথেই পা বাড়িয়েছেন। জসপ্রীত বুমরাহ, আকাশ দীপ, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজারা যেমন বল হাতে শৃঙ্খলা দেখিয়েছে। তেমনই ব্যাট হাতে লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলিরাও আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গী হয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার লিড ছিল মাত্র ৫২ রানের। কিন্তু তারপরও ঝুঁকির পথেই হেঁটেছিলেন রোহিতরা। ভারত অধিনায়ক বলছেন, 'আমরা জানতাম ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু তারপরও সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি



জসপ্রীত বুমরাহদের ফর্ম আত্মবিশ্বাসী করছে রোহিতকে।

আমরা। অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আমরা আরও কম রানে অল আউট হতে পারতাম। কিন্তু তারপরও পজিটিভ ভাবনা থেকে সরে আসিনি আমরা। প্রয়োজনে দল হিসেবে আগামীদিনেও এমন ঝঁকি নিতে তৈরি আমরা।' চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর সময়ই টিম হাডলে এমন পজিটিভ ভাবনার কথা সতীর্থদের জানিয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত।

বাকিটা এখন ইতিহাস।

কম রানের পুঁজি থাকলেও ৬০০ মাথায়

কানপুর, ১ অক্টোবর : বয়স মাঠে ও অনুশীলনে সেরাটা দিতে। এখন ৩৮। টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা আসলে ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহ ১০২। উইকেট সংখ্যা ৫২৭। বাংলাদেশেব

অনায়াসে শেষ টেস্ট ও সিরিজ নিয়ে চলছে জল্পনা। কোথায় গিয়ে থামবেন তিনি? অশ্বীন যখন কেরিয়ার শেষ করবেন, তখন তাঁর কিংবদন্তি অনিল কম্বলেকে ছাপিয়ে যেতে পারবেন গ

বাইরের দুনিয়ায় তাঁকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা, জল্পনা চললেও অশ্বীন নিজে ফুরফুরে মেজাজে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ সেরার পুরস্কার নিয়ে আজ দুপুরের দিকে তিনি হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানেই অশ্বীন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ৬০০ উইকেটের মাইলস্টোন নিয়ে তিনি ভাবছেন না। কুম্বলেকে টপকে দেশের সবেচ্চি উইকেট সংগ্রাহক হতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও তিনি খুব একটা বিচলিত নন। বরং আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়. প্রতিটা দিন নিয়ে ভাবি। চেষ্টা করি পরিপূরক।

ও প্যাশনটা এখনও একইরকম বিরুদ্ধে রয়েছে আমার মধ্যে। যতদিন কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে সেটা থাকবে, আমিও চালিয়ে যাব।' একজন ক্রিকেটার হিসেবে জয়ের পর রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে অশ্বীন বিশ্বাস করেন, সাফল্যের আগুন এখনও তাঁর মধ্যে রয়েছে অশ্বীনের কথায়, 'সাফল্যের আগুন আমার মধ্যে এখনও রয়েছে উইকেট সংখ্যা কত হবে? তিনি কি প্রবলভাবে। জানি না সেটা আর কতদিন থাকবে। আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে সামনে তাকাতে চাইছি আমি।' বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পরই ঘরের মাঠে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট। অশ্বীন এখন থেকেই কেন উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। পাশাপাশি কৃম্বলের থেকে ৯২ উইকেট দূরে থাকা নিয়েও তাঁকে বারবার প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছে আজ। অশ্বীন বলেছেন. 'এখনই এসব নিয়ে ভাবতে চাই না। কারণ, সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।' সতীর্থ জ<mark>্</mark>সপ্রীত বুমরাহ, আকাশ দীপ, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও সামনে তাকাতে চাইছেন তিনি। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'ভারতীয় বোলিং 'কতদূর যেতে পারব, মোট কত আক্রমণ বরাবরই বৈচিত্র্যে ভরা। উইকেট থাকবে আমার নামের আর বর্তমান বোলিং আক্রমণের পাশে, সেসব নিয়ে ভাবি না। আমি মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের

রাহানে–সরফরাজের দাপট প্রথম দিনে

লখনউ. ১ অক্টোবর : ভারতীয় দলের জার্সিতে আকাশ দীপ।

অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের হয়ে মুকেশ কুমার। বাংলা রনজি দলের দুই পেসারের উপস্থিতি ক্রমশ চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। আকাশের 'উইকেট টু উইকেট বালিংয়ের প্রশংসা শোনী গিয়েছে প্রাক্তনদের মুখে। আজ শুরু বলে সেই ঝাঁঝ। নতুন বলে প্রথম স্পেলেই তিন শিকারে। যার ধাক্কায় রনজি জয়ী মুম্বইয়ের স্কোর একসময় ছিল ৩৭/৩।

পথী শ (৪) ওপেন করতে

তবে মুকেশকে সাহায্য করার মতো অবশিষ্ট একাদশে কাউকে পাওয়া যায়নি। যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম দিনের শৈষে চালকের আসনে

হরানিতেও মুকেশ-ঝলক

ইরানি ট্রফিতে নতুন বলে মুকেশের মুম্বই। শুরুর প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে বাকি দিনে দাপট দেখালেন আজিঙ্কা রাহানে (অপরাজিত ৮৬), সরফরাজ খান (অপরাজিত ৫৪), শ্রেয়স আইয়াররা (৫৭)।

চতর্থ উইকেটে শ্রেয়সকে নমে ফের সুযোগ হাতছাড়া করেন নিয়ে ১০২ রান যোগ করেন মুম্বই

মকেশকে সামলাতে না পেরে। অধিনায়ক আজিঙ্কা।শ্রেয়সকে আউট করে জুটি ভাঙেন যশ দয়াল। দ্বিতীয় টেস্টের মাঝেই সরফরাজের সঙ্গে যশ দয়ালকে ছাড়া হয় ইরানি ট্রফির জন্য। শ্রেয়সকে আউট করা বাদ দিলে, ম্যাচ প্রস্তুতির সুযোগ এদিন সেভাবে কাজে লাগাতে পারেননি যশ।

> শ্রেয়স ফেরার পর সরফরাজ-রাহানের অবিচ্ছিন্ন ৯৮ রানের জুটি শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে রনজি জয়ীদের।মন্দ আলোর জন্য যখন খেলা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন আম্পায়াররা মুম্বইয়ের স্কোর ৬৮ ওভারে ২৩৭/৪। নির্বাচকদের গুডবুকে ফিরতে মরিয়া রাহানে সেঞ্চুরির দোরগোড়ায়। আগামীকাল নামবেন ইনিংসটাকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করতে।

বিসিসিআইয়ের নয়া উদ্যোগ

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, **১ অক্টোবর** : বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এখন নতনভাবে তৈরি। নাম বদলে হয়েছে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। সেখানেই এবার থেকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খরচ ও নজরদারিতে দেশের যে কোনও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ক্রিকেটাররা ক্রিকেটীয় স্কিলে শান দেওয়ার নানা সুযোগ পেতে চলেছেন। বিসিসিআই সচিব জয় শা আজ দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি ও সচিবদের ই-মেল করে এই খবর জানিয়েছেন। অ্যাথলিট মনিটরিং সিস্টেম বা এএমএস নামের এই প্রকল্পের মধ্যে বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে ক্রিকেটারদের ফিটনেসের মান যাচাই করা হবে। কোনও ক্রিকেটার আহত হয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হলে তাঁর ফিটনেসের খবরও জানা যাবে। সিএবি-র তরফে বিসিসিআইয়ের এমন অভিনব তথা নয়া উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

সাকিবকে ব্যাট উপহার বিরা

এবার ফেরার পালা। তার আগে বিরাট কোহলির থেকে ব্যাট উপহার পেলেন সাকিব আল হাসান। ভারতের মাটিতে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। যার স্মারক হিসেবে বিশেষ উপহার বিরাটের থেকে।

বিরাটের যে সৌজন্যে উচ্ছুসিত সাকিব। ধন্যবাদ জানান অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে। সাকিবের কাঁধে হাত রেখে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন কোহলি। হাসিঠাট্টাতে মাতেন দুই দেশের দুই

মিরপুরেই হয়তো বিদায়ি টেস্ট

কিংবদন্তি। একসঙ্গে ছবিও তোলেন। যে ছবি রীতিমতো ভাইরাল। সাকিবের জন্য সুখবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সূত্রেও। খবর, মিরপুরেই সম্ভবত বিদায়ি টেস্ট খেলার ইচ্ছে পুরণ হতে চলেছে। প্রশাসনিক স্তরে তেমনই আশ্বাস নাকি মিলেছে। ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উড়ে যাবেন। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ খেলতে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে পা রাখবেন সাকিব।

এদিকে, প্রাক্তন অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তাজাকে নিয়ে নয়া বিতর্ক। অভিযোগ, মোর্তাজা নাকি বেআইনিভাবে বিপিএলের দল 'সিলেট স্ট্রাইকার্স'-এর সাড়ে চার কোটি টাকার শেয়ার নিজের দখলে রেখেছেন। থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজি জানিয়েছে, মাশরাফির কোনও মালিকানা নেই। বরং অভিযোগকারী সারোয়ার চৌধুরীই কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন।



ম্যাচ শেষে সাকিব আল হাসানকে ব্যাট উপহার দিলেন বিরাট কোহলি।

তেরোর পাতার পর

সুশোভন, নিলয়, সুশান্ত, অভ্ৰ, কারণ চাকরির পরীক্ষাও হচ্ছে না। বাংলায় চাকরির সুযোগ না থাকায় এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বেঙ্গালুরু, দিল্লিতে পাড়ি দিচ্ছে। যাওয়া রাজ্যের কাছে বিরাট বড অপচয় বটে। কিন্তু কারও হুঁশ নেই। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রদীপ দাসগুপ্ত মেয়েকে সুশিক্ষিত করেছেন। কিন্তু

হয়নি। অভ্রদের পাশাপাশি সেই মেয়েও দেবীর কাছে চাকরির জন্য অসীম, রথীনরা চাকরির পরীক্ষার প্রার্থনা জানাবেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা হতাশ। দ্রব্যসামগ্রীর দাম আকাশ ছুঁতে চলেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তদের হাতে তেমন অর্থ নেই। বাজারে তারই প্রতিফলন। ব্যবসায়ী গোপাল দত্তের কথায়, 'সাম্প্রতিক অতীতে বাংলা থেকে মেধার এভাবে বাইরে বাজারে এই ধরনের মন্দা দেখা যায়নি। তার উপর আমাদের ওপর করের বোঝা। সমস্যা মেটাতে আমরাও দেবীর শরণাপন্ন হব।'

বহু চেষ্টাতেও সেই মেয়ের চাকরি আমাদের সবচেয়ে বড উৎসব। এই

সময় তো আর মুখ চুন করে বসে থাকলে চলে না। তাই সমস্ত কষ্ট ভূলে এই ক'টা দিন সবাই মিলে আনন্দ করা। একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। জীবনভর একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকার করা। দিনে দিনে উত্তরবঙ্গের পুজোর সম্ভার বাড়ছে। কলকাতার নামী পুজোগুলির সঙ্গে এখানকার বেশ কয়েকটি পুজো তো চোখে চোখ রেখে যেন প্রতিযোগিতায় মাতে। মগুপগুলিতে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ে। এবারও পড়বে। সবার মখে হয়তো হাসি থাকবে। কিন্তু মনে কান্না। তিলোত্তমার বাবা–মায়ের মতো পরিস্থিতি যাতে আর কারও না তবুও এরই মাঝে পুজো। হয় সেজন্য সবাই প্রার্থনা জানাবেন। (লেখক সাংবাদিক)

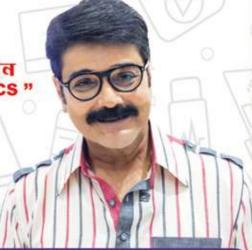
KHOSLA ELECTRON

পুজোতে সবার মুখে হাসি কারণ KHOSLA- তে অফার রাশি রাশি





" वष्ट वष्ट्रव धाव আমার ভরসার দোকান KHOSLA ELECTRONICS "



EMI STARTS





DISCOUNT upto 62%

SAMSUNG S24 Ultra 256GB

₹1,09,900* EMI ₹ 4,870 A 15 6/128 GB ₹14,999* EMI ₹ 1,667 FREE Adapter/ Laptop Bag









i3 12th Gen / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC/ Backlit Keyboard ₹37,990 EMI ₹ 3.158

XCA TIPB Stantfamil BOSCH

i5 12th Gen / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC ₹48,490 EMI ₹ 4.040 **@LG SONY** SAMSUNG HIM



₹18,990 EMI ₹ 1,187

©LG SAMSUNG SONY Panasonic KGA* Haier 98 QLED 4K ₹7,34,990* EMI ₹19,990



FREE BLUETOOTH SPEAKER

75 UHD LED ₹89,990* EMI ₹ 2,990 65 UHD LED ₹64,990* 55 UHD LED ₹ 36,990* EMI ₹ 1,999 43 SMART LED ₹17,490* EMI ₹1,499

32 SMART LED ₹ 10,490* EMI ₹ 916

85 UHD LED ₹2,59,990* EMI ₹6,990



INDUCTION COOKTOP

SAMSUNG OLG Whirthool Good Haier Panasonic BOSCH LLOS IFB 564 L SBS ₹53,490* EMI ₹2,525 331 L FF



180 L SD

FABER 1200 Suc Cimney ₹17,990* EMI ₹1,999 **Get FREE 3 BB Glass** Cooktop worth ₹ 6,990 ₹9.990* EMI ₹1,249 ₹9,990* EMI ₹1,166



550 Watt Mixi & 1000 Watt IRON & 2 pcs Non Stick Utensils Sel ₹ 2,490



1.0 Ton 3" Inv : 1.5 Ton 3" Inv 2 Ton 3° Inv ₹24,490* ₹26,490* ₹37.990* EMI₹2,583 EMI ₹ 2,749 EMI ₹ 3.749

















#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid on EMI Trxn. Validity: 02 Oct - 13 Oct 2024. T&C Apply.

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

SBI HSBC (Sandard Citibank / Cici Bank kotak



*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount

PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

गार्छ गरापान

সঞ্জয়ের মুখে অধিনায়ক রোহিত

দুরন্ত জয়ের দিনেও সামির খোজ শাস্ত্রীর

গ্রিনপার্কে দুরন্ত জয়।

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ঝাঁঝালো বোলিং। রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজার পাশে যোগ্য সংগত জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বাধীন পেস ব্রিগেড। এতকিছুর পরও রবি শাস্ত্রীর মুখে মহম্মদ সামির কথা।

মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপরা থাকলেও প্রাক্তন হেডকোচ দ্রুত সামির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়। সামির প্রশংসা করে শাস্ত্রী বলেছেন, 'বলের সিমকে সামি যেভাবে ব্যবহার করে, তা বিশ্ব ক্রিকেটে খুব



নতুন বলে সুইং হোক বা পুরোনো বলে রিভার্স, সামির দক্ষতা প্রশ্নাতীত। বিশেষত, গ্রিনপার্কের মতো পিচে একেবারে পারফেক্ট। এই ধরনের পরিবেশকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, জানে সামি। যথার্থ অর্থেই উইকেট শিকারি।

রবি শাস্ত্রী

কম বোলারই পারে। আশাবাদী দ্রুত ফিট হয়ে সেই দায়িত্ব সামলাবে ও।' ওডিআই বিশ্বকাপে সাদা বলে কেরামতি দেখিয়েছেন সামি। শাস্ত্রীর কথায়, 'নতুন বলে সুইং হোক বা পুরোনো বলে রিভার্স, সামির দক্ষতা মতো পিচে একেবারে পারফেক্ট। এই ধরনের পরিবেশকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, জানে সামি। যথার্থ অর্থেই উইকেট শিকারি।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকারের মুখে আবার থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, বাকিদের জন্য উদাহরণ রাখা-সবমিলিয়ে



বাংলাদেশ সিরিজ জয়ের ট্রফি হাতে রোহিত শর্মা। কানপুরে মঙ্গলবার।

পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নেতৃত্বের ক্রিকেট নয়া পরম্পরা রোহিত রেখে যাচ্ছেন লক্ষ্মণ বলেছেন, '২০২১ সালের বলে মনে করেন। কানপুরে যেভাবে ডিসেম্বরে এনসিএর দায়িত্ব নিই। প্রশ্নাতীত। বিশেষত, গ্রিনপার্কের ভারত খেলেছে, কম দলই তা এখনও পর্যন্ত দুর্দন্তি অভিজ্ঞতা। পারে। নিজেদের সেরা সময়ে যা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তারকাকে করে দেখাত অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখন রোহিতের ভারত রিজার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী করার করে দেখাচ্ছে।

ইভিয়ার সাফল্যের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সামনে পিছনে ভিভিএস লক্ষ্মণ আবার নিতে পেরে আমি তৃপ্ত। শুধু পুরুষ দলের 'সাপ্লাই লাইন'-কে কৃতিত্ব দল নয়, আগামী দশ বছরে মহিলা দিচ্ছেন। বৰ্তমানে ন্যাশনাল ক্রিকেটও গর্বিত করবে দেশকে।'

অ্যাকাডেমির প্রধান সামলানো, পাশাপাশি দলের দায়িত্ব। তিন ফরম্যাটে সাফল্যের যা আবশ্যিক শর্ত। যে কর্মযজ্ঞে অংশ

রক্ষণ মেরামতে জোর বিনে

১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সকালে অনুশীলন করে দুপুরের ট্রেনে জামশেদপুর এফসি র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে শহর ছাড়বে টিম ইস্টবেঙ্গল। তবে খালিদ জামিলের দলের বিরুদ্ধে নামার আগে একাধিক বিষয় চিন্তায় রাখছে লাল-হলুদ থিংক ট্যাংককে। একে রক্ষণ নিয়ে মাথাব্যথা রয়েছে। নিয়মিত গোল হজমের রোগ সারানোই প্রথম চ্যালেঞ্জ বিনো জর্জের। তার ওপর চোটআঘাত সমস্যা। মঙ্গলবারও অনুশীলনে দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস, সাউল ক্রেসপো ও মহম্মদ রাকিবের দেখা মিলল না। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে এই তিন ফুটবলারের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এদিকে, এদিন ঘন্টা দেড়েকের অনুশীলনে অনেকটা সময়ই ফিজিওর তত্ত্বাবধানে কাটালেন লাল-হলদের ফটবলাররা। আলাদা করে ফিজিওর সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা গেল হেক্টর ইউস্তেকে। পরে যদিও মূল দলের সঙ্গে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে অংশ নিলেন তিনি। একইসঙ্গে দলের বিনো জোর দিলেন রক্ষণ মেরামতের দিকে। তবে অনশীলনে একটা বিষয়



বিনো জর্জের প্রশিক্ষণে অনশীলনে ইস্টবেঙ্গল দল। মঙ্গলবার।

আরেকদিকে সাইডব্যাক হিসাবে তিনি ব্যবহার করলেন আনোয়ার আলিকে। কখনও আনোয়ার ডানদিকে প্রভাত বাঁদিকে, আবার কখনও উলটোটা।

সিনিয়ার দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করছেন হীরা মণ্ডল। যদিও প্রথম একাদশে তিনি সুযোগ পাবেন কি না, তা বলার সময় এখনও আসেনি। হীরা নিজে যথেষ্ট আশাবাদী। মাঠ ছাডার সময় জানিয়ে গেলেন, 'আমি সেরাটা দিতে তৈরি। তবে সিদ্ধান্ত কোচের।' অন্যদিকে, গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদারের বিশ্বাস, 'জামশেদপুর ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁডাবে দল।'

জয় ডায়মভ হারবারের : আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। সোমবার গোয়ার সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৩-০ গোলে হারাল তারা। এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধেই ডায়মন্ড হারবারের হয়ে জোড়া গোল করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা। দ্বিতীয়ার্ধে আরেকটি গোল সুপ্রিয় পণ্ডিতের। এই জয়ের ফলে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রইল কিবু

রুনজিতে বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবর : জল্পনার অবসান। আসন্ন রনজি মরশুমে বাংলার অধিনায়ক হলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্রা আজ সন্ধ্যার দিকে এই খবর জানিয়েছেন। শেষ মরশুমে বাংলার অধিনায়ক ছিলেন মনোজ তিওয়ারি। মরশুম শেষে তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। ফলে আগামীর লক্ষ্যে বাংলার অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। দিন কয়েক আগে বাংলা দল চণ্ডীগড় গিয়েছিল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অনশীলন ম্যাচ খেলতে। সেই দলেরও অধিনায়ক ছিলেন অন্ট্রপ। তখনই মনে করা হয়েছিল রনজি ট্রফিতে তিনিই বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন। আজ কোচ লক্ষ্মীরতন নয়া অধিনায়কের নাম জানাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। রাতের দিকে অনুষ্টুপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবেই বড় দায়িত্ব। আমি নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। দেখা যাক কী হয়।' উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ১১ অক্টোবর থেকে রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে টিম বাংলা। ৮ অক্টোবর অনুষ্ট্রপদের লখনউ উড়ে যাওয়ার কর্থা। সেখানেই বাংলার প্রথম ম্যাচ।

ট্রায়াল শুরু ১৩ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবর : আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের কোচ সঞ্জয় সেন তাঁর সহকারী হিসাবে বেছে নিলেন সৌরিন দত্তকে। গোলরক্ষক কোচ হলেন অর্পণ দে। দল নির্বাচনে সঞ্জয়কে সাহায্য করবেন দীপেন্দু বিশ্বাস। বাংলা পুরুষ ফুটবল দলের টায়াল শুরু হবে ১৩ অক্টোবর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। এছাড়া কলকাতা লিগে নজরকাড়া বেশ কয়েকজনকে নিয়ে ইতিমধ্যেই ফটবলারদের একটি প্রাথমিক

> ৬০০ মাথায় নেই অশ্বীনের বাবাকে গোল উৎসর্গ রোনাল্ডোর -খবর চোদ্ধোর পাতায়

তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে

নাম রয়েছে ইসরাফিল দেওয়ান,

আবু সুফিয়ান, রবি হাঁসদাদের।

ফিট আলবার্তোর সঙ্গে নুনোকে দেখে নিচ্ছেন মোলিনা ইস্টবেঙ্গলের কোঁচ নিয়োগে ২-৩ দিন

অক্টোবর : দেবীপক্ষ শুরু হতে আর পার্বতীর আগমনে প্রতিবারের মতো সেজে ওঠেনি অন্য এক মেয়ে চলে যাওয়ার কস্টে। তারই প্রতিচ্ছবি যেন

সবুজ-মেরুন শিবিরের অন্দরেও। বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে জেরবার হয়ে হারের পর যেন ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে দল নিরাপত্তার কারণে যাচ্ছে না, শুধু অন্য দলের নয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরাও অবিশ্বাস করতে শুরু আইএসএলে আসা, এই পর্যায়ে গত আট-নয় বছরে মোহনবাগান উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে এবার প্রথম তিন ম্যাচের মধ্যে একটা হার ও একটা ড-তেই গেল গেল রব

নিরাপত্তাকে ঢাল করতে চাইছে। বাকি একটা রাত। তব শহর কলকাতা এরই মধ্যে এএফসি-র সহ সভাপতি ও ইরান ফুটবল সংস্থার সভাপতি মেহেদি তাজ মোহনবাগানের উদ্দেশে হুমকি দিয়েছেন, ইরানে খেলতে না গেলে তাদের বড় ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। জরিমানা ছাড়াও এমনকি এএফসি-র টুর্নামেন্টে এক বছরের জন্য ব্যান করা হতে পারে বাগানকে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে তাই ৫ অক্টোবর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে মরশুমের করেছেন। আই লিগের সময় থেকে প্রথম ডার্বি জয় যে খুব জরুরি এটা বুঝতে পারছেন কোঁচ হোসে মোলিনাও। ওই ম্যাচে হার মানে নিজেদেরই পারফরমেন্সগ্রাফ এমনই তাঁকেও হয়তো প্রতিবেশী ক্লাবের আর এক স্প্যানিশ কার্লোস কোয়াদ্রাতের মতো দেশে ফেরার টিকিট কাটতে হতে পারে। জিততে গেলে যে সমর্থকদের মধ্যে। এমনই পরিস্থিতি ডিফেন্স সংগঠন মজবুত রাখাটা যে, সমর্থকরাও মনে করছেন যে দল জরুরি সেটা বুঝেই এদিন থেকে শুরু



ভিসা সমস্যায় ইস্টবেঙ্গলের কোচ হওয়ার দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন ইভান ভুকোমানোভিচ।

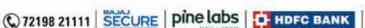
হওয়া অনুশীলনে নুনো রিজকে তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছেন মোলিনা। একটাই সুখবর, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন আলবাতো রডরিগেজও। তাঁর সঙ্গেই নুনো রিজকে এদিন বেশিরভাগ সময়

দেখে নিলেন মোলিনা। বরং বসিয়ে দেওয়া হল টম অ্যালড্রেডকে। যদিও তাঁর মাথার চোটের কারণেই এরকমটা করা হচ্ছে বলে জানানো হল। তবে মহমেডান ম্যাচের আগে অবশ্য অ্যালডেডকে সরিয়ে ননোকে নথিভুক্ত করানো হবে কি না পরিষ্কার নয়। অ্যালড্রেড ছাড়া এখনও পুরো ফিট নন আশিক কুরুনিয়ান।

এদিকে, জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলে নতুন কোচের নাম সম্ভবত হচ্ছে না। প্রথমে ইভান ভূকোমানোভিচ ও সাইমন গ্রেসন এগিয়ে থাকলেও প্রাক্তন কেরালা ব্লাস্টার্স কোচের ভিসা সমস্যা ও তাঁর নিজের অনিচ্ছার কারণে দৌড় ছিটকে গিয়েছেন তিনি। নতুন সংযোজন ভারতীয় ফুটবলে অন্যতম সফল কোচ আলবাতো রোকা, আছেন প্রাক্তন বসুন্ধরা কোচ অস্কার ব্রুজোঁও। এই মূহুর্তে রোকা রাজি তিনি পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে।







*নিরম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। *কেবল নির্বাচিত ভেরিয়েপ্টে এই অফার। অফার 7 নডেয়র 2024 পর্যন্ত কার্যকর। আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাভা যেকোনও বা সমঙ্ক অফার প্রভ্যাহারের দাবি বাজ্যক্ষ অটো'র সংরক্ষণে থাকছে। *সাশ্রন্থ ₹10,000 পর্যন্ততে মডেলের ওপর নির্ভর করে ₹5000° পর্যন্ত কাশব্যাক এবং ₹5000° HDFC কার্ড কাশব্যাক ধরা আছে। পেশাদার ভব্তাবধানে বিশেষজ্ঞের দারা নিয়ন্ত্রিভ ও বন্ধ পরিবেশে জনসাধারণ অথবা জনসাধারণের জনো তৈরি রাস্তার নাগালের বহিরে স্টাপ্টবুলি করা হরেছে। এই স্টাপ্টবুলি নকল করার চেষ্টা করবেন না এবং ট্রাফিক ও নিরাপপ্তা সম্পর্কিত অহিনপ্তলি সর্বদা যেনে চলুন। নির্দিষ্ট মতেলে ও রাজ্যে এ.এম.সি পাওয়া যায়। বিশদে জানতে বাজাজ ডিলারকে জিঞ্জেশ করুন। পথের সহায়তা তৃতীয় পঞ্চ দেন এবং তাদের নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক। পহিন লাব মেণিনের মাহামে HDFC ক্রেভিট কার্ডের EMI লেনদেনে ক্যাণব্যাক অফার 15ই অক্টোবর 2024 শর্মন্ত হলবে। ই-কমার্স প্রাটকর্মের অফারগুলি তাদের নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক।